পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩০৪৮৭৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 262 Sunday, 23 August 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ২৬২ সংখ্যা ✱ ৫ ভাদ্র ১৪৩৩, রবিবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘চিকেনস নেক’-এ অনুপ্রবেশ রুখতে

শাহের মেগা বৈঠক, জোর ত্রিস্তরীয় ‘সিকিউরিটি গ্রিড’-এ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ২২ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি করিডর বা ‘চিকেনস নেক’-এর নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে ব। পদক্ষেপের পথে কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের এই কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করিডরে অনুপ্রবেশ এবং সীমান্তপারের নিরাপত্তা ঝুঁকি রুখতে শনিবার শিলিগুড়িতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে ‘ সিকিউরিটি গ্রিড’ বা ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার উপর।শিলিগুড়ি করিডর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। ফলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তায় কোনও ধরনের ফাঁক রাখতে চাইছে না কেন্দ্র। বৈঠকে সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা, অনুপ্রবেশ রুখতে দ্রুত পরিকাঠামো তৈরি এবং কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ ত্বরান্বিত করার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবারের বৈঠকে অমিত শাহের পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি, বিএসএফ এবং রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে অংশ নেন। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানোর উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ এবং রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি গুপ্তচর সন্দেহে কয়েকজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনা সামনে এসেছে। পাশাপাশি প্রতিবেশী নেপালকে ব্যবহার করে

ভারতে নাশকতা বা গুপ্তচরবৃত্তির নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টার তথ্যও গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি করিডরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্তকে বিশেষ তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারির ক্ষেত্রে এসএসবির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈঠকে সীমান্ত পাহারায় প্রযুক্তির আরও কার্যকর ব্যবহার এবং নজরদারি ব্যবস্থাকে নিখুঁত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনুপ্রবেশের কোনও সম্ভাব্য পথ যাতে নিরাপত্তার নজর এড়িয়ে যেতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ দ্রুত শেষ করার বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে সীমান্ত নিরাপত্তার পরিকাঠামোর জন্য ইতিমধ্যে জমি হস্তান্তরের কাজ এগিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নতুন রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় ৪৫ দিনের মধ্যে বাহিনীর হাতে ১,১২৯ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ২৯ একর জমির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার শিলিগুড়ির রানিডাঙায় এসএসবির উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার সদর দফতরের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ। সেখানে প্রায় ১৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি একাধিক প্রশাসনিক, আবাসন এবং প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। পরদিনই ‘চিকেনস নেক’-এর নিরাপত্তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রের পরিকল্পনায় সীমান্তে অত্যাধুনিক ত্রিস্তরীয় ফেন্সিং বা স্মার্ট কাঁটাতারের বেড়া বসানোর বিষয়টিও রয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে ১০টি নতুন বর্ডার আউটপোস্ট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, যার মধ্যে দু’টি উত্তরবঙ্গে হবে বলে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে ‘চিকেনস নেক’-কে ঘিরে নিরাপত্তার এরপর ৬-র পাতায়

পাহাড় সমস্যায় শাহের রোডম্যাপ

প্রাক্তন বিএসএফ ডিজির নেতৃত্বে তৈরি হল কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ দার্জিলিং পাহাড়ের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে স্থায়ী সমাধানের পথে এগোতে এবার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। পাহাড়ের রাজনৈতিক সমস্যা, প্রশাসনিক জটিলতা এবং উন্নয়ন নিয়ে আলোচনার জন্য শনিবার সুকনায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈঠকে পাহাড়ের সমস্যার সাংবিধানিক সমাধানের পাশাপাশি উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কমিটির নেতৃত্বে রাখা হয়েছে বিএসএফের প্রাক্তন ডিজি তথা প্রাক্তন আইপিএস পঙ্কজকুমার সিংকে। বৈঠকে তিনি মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাতেও ছিলেন। তবে কমিটিতে মোট কতজন সদস্য থাকবেন এবং তাঁদের দায়িত্ব ও কাজের পরিধি কী হবে, সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শনিবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং, রোশন গিরি এবং দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে এই প্রথম এমন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে এর গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়েছে দার্জিলিং ও সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকা। আন্দোলন, বনধ এবং রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে একাধিকবার অচল হয়ে পড়েছে পাহাড়ের স্বাভাবিক জনজীবন। গোর্খাল্যান্ডের দাবির পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষমতা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, পর্যটন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়েও পাহাড়বাসীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি রয়েছে। এ দিনের বৈঠকে পাহাড়ের পুরনো রাজনৈতিক সমস্যাগুলির পাশাপাশি উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিও গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগ, পর্যটন শিল্প এবং পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাহাড়ের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান এবং পর্যটনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে, পাহাড়ের সমস্যার সমাধান হবে সাংবিধানিক পথেই। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে আইন ও সংবিধানের কাঠামোর মধ্যেই সমাধানের রাস্তা খোঁজা হবে। বৈঠকে বিমল গুরুং এবং রোশন গিরিও এই সাংবিধানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছেন। পাহাড়ের উন্নয়নের বিষয়টিকেও বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়মিত পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অমিত শাহ নিজেও পাহাড়ের উন্নয়ন ও সমস্যার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এই বৈঠকের মাধ্যমে শুধু রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নয়, পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির বার্তাও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, পর্যটন, পরিবহণ এবং কর্মসংস্থানের মতো ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়ন ঘটিয়ে পাহাড়ের মানুষের আস্থা ফেরানোই এখন মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাক্তন বিএসএফ ডিজির নেতৃত্বে স্থায়ী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত তাই তাৎপর্যপূর্ণ। কমিটি পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করে কেন্দ্রের কাছে সমাধানের পথ তুলে ধরতে পারে। তবে সেই রোডম্যাপ বাস্তবে কতটা কার্যকর হয় এবং দীর্ঘদিনের গোর্খাল্যান্ড-সহ রাজনৈতিক দাবিগুলির ক্ষেত্রে কী সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসে, এখন সেদিকেই নজর পাহাড়বাসী থেকে রাজনৈতিক মহলের।

যাদবপুর কাণ্ডে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষের ঘটনার পর থেকে উঠে আসছে নতুন নতুন বিতর্ক ও বিস্ফোরক নানা অভিযোগ। গত বুধবারের ঘটনায় এবার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মূল প্ররোচকদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। সিসিটিভি ফুটেজে গণিত বিভাগের বর্ষীয়ান অধ্যাপক তথা প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউয়ের উপস্থিতি শিক্ষাঙ্গনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় সরাসরি তাঁর ভূমিকা নিয়ে শিক্ষকদের একাংশ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের জোরালো দাবি উঠতে শুরু করেছে। সংগৃহীত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সংঘর্ষ চলার সময় ৪ নম্বর গেটের কাছে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব সাউ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, তাঁর ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে এবিভিপির কেন্দ্রীয়. কমিটির এক প্রভাবশালী সদস্যকে। সেই রাতে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করানো এবং সংঘাত উস্কে দেওয়ার পেছনে পরিকল্পিত কোনও চক্রান্ত ছিল কি না, কিংবা এই ঘটনায় বুদ্ধদেবের ঠিক কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের বিশেষ অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি গঠন করতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়েরের প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আদর্শে গঠিত অধ্যাপক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিত বুদ্ধদেব সাউ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই গুরুতর অভিযোগ প্রসঙ্গে নিজের সাফাই দিয়ে তিনি জানান, যেহেতু তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন চত্বরেই বসবাস করেন, তাই বৃহস্পতিবার রাতে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হতেই তিনি ঘটনার সত্যতা জানতে ও শান্ত করতে নীচে নেমেছিলেন। তাঁর দাবি, সংঘর্ষের মুহূর্তে তিনি কোনও পক্ষ না নিয়ে যাকে সামনে পেয়েছেন তাকেই গন্ডগোল থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

নোটিসে কাজ হয় না, বেআইনি দেখলেই সিল করুন’,অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়ে আর কোনও লাভ হয় না!- কলকাতার হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির বেআইনি কারবার ও অগ্নিনির্বাপণ বিধিতে গাফিলতি রুখতে এ বার আরও কড়া পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অনিয়ম চোখ পড়লেই কোনও রকম শোকজ না করে সরাসরি হোটেল সিল করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে বছরের পর বছর ধরে শহরজুড়ে এই ধরনের বেআইনি ব্যবসা কীভাবে চলত, তা নিয়ে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎকালীন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সম্প্রতি মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি গেস্ট হাউসে মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যুর পর মধ্য কলকাতার হোটেল পরিকাঠামো নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ধর্মতলা চত্বরের ১৬টি হোটেল সিল করেছে দমকল বিভাগ এবং আরও ২৫টি হোটেলকে দেওয়া হয়েছে শোকজ নোটিস। এই আবহে শনিবার মার্কুইজ স্ট্রিটের হোটেল ও গেস্ট হাউসগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে সরেজমিনে পরিদর্শনে যান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পরিদর্শনের মাঝেই তিনি জানিয়ে দেন, নোটিস পাঠানোর প্রথা বন্ধ করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। বিগত শাসকদলের জমানা ও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, ফিরহাদ হাকিম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জবাব চাই- তাঁরা কী ভাবে এসব বেআইনি হোটেলের অনুমোদন দিতেন? আগে নেতাদের বাড়ি বাড়ি ’পার্সেন্টেজ’ পৌঁছে যেত। কিন্তু এখন আর টাকা ঢেলে বেআইনিকে আইনি করার সুযোগ মিলবে না। হোটেল সিল করার স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী জানান, নোটিসে কোনও কাজ হয় না। যদি হোটেলে অতিথি বা আবাসিক থাকেন, তবে তাঁদের সরানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিন। তার পর গালা দিয়ে হোটেলটি সিল করে দিন। পরবর্তীতে সমস্ত নথিপত্র ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আইনমাফিক ঠিক থাকলে তবেই আবার তা খুলে দেওয়া যাবে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে সাশ্রয়ী বাজেটে চিকিৎসা ও ব্যবসার কাজে কলকাতায় এসে এরপর ৬-র পাতায়

প্রশাসক সরিয়ে কলেজের জিবিতে বিধায়ক-সাংসদ,নতুন বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ রাজ্যে কলেজের গভর্নিং বডি বা জিবি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল শিক্ষাদপ্তর। শনিবার জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি ও সরকার পোষিত কলেজগুলির গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট পদে এবার বসবেন বিধায়ক অথবা সাংসদ। এর ফলে এতদিন দায়িত্বে থাকা প্রশাসকদের সরিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে কলেজের গভর্নিং বডির নেতৃত্ব তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরই সরকার পোষিত স্কুল ও কলেজগুলির গভর্নিং বডি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় সরকারের যুক্তি ছিল, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। পরবর্তী সময়ে কলেজগুলির প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাতে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এবার সেই প্রশাসকদের সরিয়ে ফের গভর্নিং বডি গঠনের পথে হাঁটল সরকার। শিক্ষাদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে কোন কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন বিধায়ক বা সাংসদ দায়িত্ব নেবেন, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তালিকায় থাকা জনপ্রতিনিধিরা সকলেই বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত। এমনকি একাধিক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধির নিজের বিধানসভা বা লোকসভা এলাকার বাইরে থাকা কলেজের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কারণ, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার কথা বারবার বলা হয়েছিল। সেই লক্ষ্যেই গভর্নিং বডি ভেঙে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও জানিয়েছিলেন, কলেজের গভর্নিং বডিতে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের রাখা হবে না। প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথাই বলা হয়েছিল। বাংলার শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। বাম আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাবের অভিযোগ উঠত। পরবর্তীতে তৃণমূল জমানাতেও একই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। ভর্তি, ছাত্র সংগঠন এবং কলেজের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ ছিল নিয়মিত। সাম্প্রতিক সময়েও কলেজে দলীয় কর্মসূচির কারণে পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপি সরকারের নতুন সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবেই এরপর ৬-র পাতায়

অন্নপূর্ণা যোজনায় বড় সুখবর

‘আন্ডার প্রসেস’ থেকে ‘অ্যাপ্রুভ’ আজও ঢুকছে ৩ হাজার টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে টাকা না পাওয়ার অভিযোগে যখন বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, তখনই যোগ্য আবেদনকারীদের জন্য এল বড় সুখবর। যাঁদের আবেদনের স্ট্যাটাস এতদিন ‘আন্ডার প্রসেস’ দেখাচ্ছিল, তাঁদের অনেকের আবেদন এখন ‘অ্যাপ্রুভ হচ্ছে। আর আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে ৩ হাজার টাকার অনুদান। প্রশাসনের তরফে আগে জানানো হয়েছিল, ২০ আগস্টের মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। কিন্তু ২০ আগস্ট পেরিয়ে ২২ আগস্টেও টাকা ঢোকার প্রক্রিয়া চলছে। ফলে যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের অনেকের মধ্যেই নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে। সরকারের বক্তব্য, নির্দিষ্ট একটি দিনেই টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আবেদন যাচাই এবং অনুমোদনের কাজ চলমান থাকায় পরবর্তী সময়েও যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছতে পারে। অন্নপূর্ণা যোজনার সিটিজেন পোর্টাল ২০ আগস্ট খুলে দেওয়ার পরই বহু আবেদনকারী তাঁদের আবেদনের বর্তমান অবস্থা দেখতে পারেন। সেখানে অনেকের স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’ দেখা যায়। বিশেষ করে যাঁরা আগের মাসে অনুদান পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ আগস্ট মাসে একই স্ট্যাটাস দেখতে পান। এরপরই শুরু হয় বিভ্রান্তি এবং অভিযোগ। তবে প্রশাসনের ব্যাখ্যা, ‘আন্ডার প্রসেস’ মানেই আবেদন বাতিল হয়ে যাওয়া নয়। আবেদনকারীর তথ্য এবং যোগ্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলার কারণেই ওই স্ট্যাটাস দেখানো হচ্ছে। যাচাইয়ে সব তথ্য সঠিক পাওয়া গেলে আবেদন ‘অ্যাপ্রুভ করা হবে এবং তারপরই অনুদানের টাকা পাঠানো হবে। সরকারের তরফে বারবার আবেদনকারীদের ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়ায় সমস্ত আবেদন যাচাই করতে কিছুটা সময় লাগছে বলে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশাসনের আশ্বাস, কোনও যোগ্য আবেদনকারীকে বাদ দেওয়া হবে না। তাই স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’ দেখে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনায় প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৬৬ লক্ষ আবেদন যাচাই করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে অনুদান পৌঁছতে শুরু করেছে। বাকি থাকা আবেদনগুলিরও যাচাই প্রক্রিয়া চলছে। জানা গিয়েছে, ১০ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এখনও প্রায় ১৪ লক্ষ আবেদন যাচাইয়ের আওতায় রয়েছে। এই আবেদনগুলির তথ্য পরীক্ষা করে যোগ্যদের অনুমোদন দেওয়ার কাজ চলছে। ফলে আগামী দিনগুলিতেও নতুন করে বহু আবেদনকারীর স্ট্যাটাস বদলাতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রশাসনের এই প্রক্রিয়ার ফলে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ‘আন্ডার প্রসেস’ থেকে ‘অ্যাপ্রুভ স্ট্যাটাস দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারীদের অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা জমা পড়ছে। অর্থা, ২০ আগস্টের সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সরকারের শীর্ষ মহল থেকেও বারবার জানানো হয়েছে, আবেদন যাচাই করতে সময় লাগলেও যোগ্য মহিলাদের বঞ্চিত করা হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী মাসের পরবর্তী সময়েও যাচাই প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া হবে। যোগ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে অনুদান পাঠানো হবে। ফলে যাঁদের এখনও স্ট্যাটাস ‘আন্ডার প্রসেস’, তাঁদের জন্য আপাতত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অপেক্ষা করা এবং সরকারি পোর্টালে আবেদনের স্ট্যাটাস নিয়মিত পরীক্ষা করা। কোনও ভুল তথ্য বা গুজবে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রশাসনের যাচাই প্রক্রিয়ার উপরই ভরসা করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। ‘আন্ডার প্রসেস’ থাকা আবেদন যে শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হতে পারে এবং তার পরেই টাকা ঢুকতে পারে-সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তির খবর আবেদনকারীদের জন্য।

বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ রায় শীর্ষ আদালতের

মা চাকরি করেন, মাসে দে। লক্ষ টাকা আয় করেন-তবুও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে বাবা অব্যাহতি পাবেন না। সন্তানের দেখভালের ক্ষেত্রে মায়ের উপার্জনকে বাবার দায়িত্ব কমানোর সরাসরি কারণ হিসেবে দেখানো যাবে না। বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি মামলায় এমনই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের বক্তব্য, সন্তানের যত্ন ও ভরণপোষণ অবশ্যই দু’জন অভিভাবকের দায়িত্ব। কিন্তু সেই দায়িত্বকে অঙ্ক কষে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে মা যদি সন্তানের দৈনন্দিন দেখভাল, পড়াশোনা এবং লালন-পালনের দায়িত্বও পালন করেন, সেক্ষেত্রে তাঁর উপার্জনের কারণ দেখিয়ে বাবার আর্থিক দায় কমিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। মামলাটি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের। ২০০৬ সালে এক চিকিৎসক দম্পতির বিয়ে হয়। তাঁদের দুই কন্যাসন্তান রয়েছে। পরবর্তীতে দাম্পত্য সম্পর্কে সমস্যা তৈরি হলে স্ত্রী দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এরপর বিচ্ছেদের মামলা করার পাশাপাশি নিজের এবং দুই সন্তানের জন্য মাসে মোট ৩ লক্ষ টাকা খোরপোশ দাবি করেন ওই মহিলা চিকিৎসক। মামলাটি প্রথমে যায় পরিবার আদালতে। সেখানে আদালত জানায়, আবেদনকারী নিজেই একজন চিকিৎসক এবং তাঁর মাসিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। তাই নিজের জন্য আলাদা খোরপোশের প্রয়োজন নেই। তবে দুই সন্তানের ভরণপোষণের জন্য বাবাকে মাসে ৩০ হাজার টাকা করে মোট ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশে সন্তুষ্ট হননি শিশুদ্বয়ের বাবা। তিনি এলাহাবাদ হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁর যুক্তি ছিল, স্ত্রী যেহেতু নিজে উপার্জন করেন, তাই সন্তানদের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর একার হওয়া এরপর ৬-র পাতায়

আগস্টে নয়, সেপ্টেম্বরে বাণিজ্য নীতি! কেন বাড়ছে সময়, জানালেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ বাংলাকে শিল্পবান্ধব রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে নতুন বাণিজ্য নীতি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই নীতি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। আগস্টের বদলে আগামী সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বাণিজ্য নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শনিবার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের বৈঠকে বাণিজ্য নীতি তৈরির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই অর্থমন্ত্রী জানান, প্রথমে ১৫ আগস্টের মধ্যে নীতি তৈরি করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিষয়টি প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি জটিল হওয়ায় অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগামী ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নীতি তৈরির চেষ্টা চলছে। অর্থমন্ত্রী জানান, বাণিজ্য নীতি শুধু জমি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। কোন বিনিয়োগকারী কী ধরনের শিল্প তৈরি করতে চাইছেন, সেই প্রকল্পে কত কর্মসংস্থান হবে এবং তার সঙ্গে অনুসারী শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে কি না-এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে। তাই সামগ্রিক পর্যালোচনার জন্যই বাড়তি সময় লাগছে। পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অর্থমন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে বাংলার ঋণের পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই আর্থিক চাপ সামলে শিল্পনীতির বাস্তবায়ন করতে হবে বলে জানান তিনি। কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতার উপরও জোর দিয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর দাবি, রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতে না গিয়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে এগোনো প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা পেয়েছে বলেও তিনি জানান। শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীদের জন্যও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ওড়িশা, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাকে এগিয়ে রাখতে জমি, কর, বিদ্যুৎ এবং আর্থিক সুবিধা মিলিয়ে নতুন শিল্প প্যাকেজ তৈরির পরিকল্পনাও চলছে।

নিউ মার্কেটে আরও ২৫ হোটেল-রেস্তরাঁকে শোকজ, সিল মোট ১৬

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ আগস্ট ঃ নিউ মার্কেট ও ধর্মতলা চত্বরে বেআইনি হোটেল ব্যবসা এবং অগ্নিনিরাপত্তার ঘাটতির অভিযোগে অভিযান আরও জোরদার করল প্রশাসন। শনিবার কলকাতা পুরসভা, দমকল এবং নিউ মার্কেট থানার যৌথ অভিযানে আরও ২৫টি হোটেল ও রেস্তরাঁকে শোকজ করা হয়েছে। বৈধ নথি, ফায়ার লাইসেন্স এবং পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগেই এই নোটিস বলে জানা গিয়েছে। একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরই নিউ মার্কেট এলাকার হোটেল ব্যবসার পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন সামনে আসে। এরপর গত কয়েক দিন ধরে ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ১৩টি হোটেলকে শোকজ করা হয়েছিল। শুক্রবার আরও ১৭টি হোটেলকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শনিবার সেই তালিকায় আরও ২৫টি হোটেল ও রেস্তরাঁ যুক্ত হল। অভিযানে গিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা একাধিক প্রতিষ্ঠানের বৈধ কাগজপত্র এবং অগ্নিনিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। অভিযোগ, নিউ মার্কেটের ঘিঞ্জি এলাকায় এমন বহু হোটেল রয়েছে, যেগুলি মূলত আবাসিক ব্যবহারের জন্য তৈরি ভবনে পরিচালিত হচ্ছে। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের কাছে হোটেল ব্যবসা চালানোর প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার পাশাপাশি পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও না থাকার অভিযোগ সামনে এসেছে। কয়েকটি হোটেল কর্তৃপক্ষ বৈধ নথি বা ফায়ার লাইসেন্স দেখাতে পারেনি বলে প্রশাসনিক সূত্রে দাবি। এই কারণেই শনিবার ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আগের দু’দিনে যেসব হোটেলকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, অনেক প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দেয়নি। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান জবাব দিলেও সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। শনিবার আরও তিনটি হোটেলে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে শুক্রবার ১৩টি

হোটেল সিল করা হয়েছিল। ফলে দু’দিনে ধর্মতলা চত্বরে মোট ১৬টি হোটেল সিল করেছে দমকল। এতদিন ধরে নিউ মার্কেটের মতো ব্যস্ত এলাকায় এই ধরনের অনিয়ম কীভাবে চলল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শনিবার মার্কুইজ স্ট্রিটে হোটেলগুলি পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও প্রশাসনিক নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, শুধু শোকজ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না প্রয়োজন হলে সরাসরি প্রতিষ্ঠান সিল করে দেওয়া হবে। মন্ত্রী অতীতে এই ধরনের অনিয়ম কীভাবে চলেছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব ও বেআইনি লেনদেনের মাধ্যমে নিয়ম ভাঙার সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি। অগ্নিকাণ্ডের পর নিউ মার্কেট এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, ধারাবাহিক অভিযানে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। এখন প্রশাসনের নজর মূলত বেআইনি হোটেল ব্যবসা বন্ধ করা এবং অগ্নিনিরাপত্তার নিয়ম কার্যকর করার দিকে। আগামী দিনে আরও প্রতিষ্ঠান এই তালিকায় যুক্ত হয় কি না, সেদিকেই নজর। নিউ মার্কেটের হোটেল-রেস্তরাঁগুলিতে ধারাবাহিক দমকল ও প্রশাসনিক অভিযান নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা শুধু সম্পত্তির ক্ষতি করে না, মানুষের জীবনকেও ভয়াবহ ঝুঁকির মুখে ফেলে। তাই কোনও হোটেল বা রেস্তরাঁ ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে বৈধ অনুমোদন, ফায়ার লাইসেন্স, পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো থাকা বাধ্যতামূলক। আরও ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ এবং মোট ১৬টি হোটেল সিল করার ঘটনায় স্পষ্ট, প্রশাসন এবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। তবে শুধু অভিযান চালিয়ে বা শোকজ করেই দায়িত্ব শেষ করা যাবে না। যেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, সেগুলির নথি, অনুমোদন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা দ্রুত যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। একইসঙ্গে এতদিন ধরে কীভাবে নিয়মবহির্ভূতভাবে কোনও প্রতিষ্ঠান চলতে পারল, সেই প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজা দরকার। নজরদারির ক্ষেত্রে যদি কোথাও গাফিলতি থেকে থাকে, তারও তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ নিরাপত্তার নিয়ম কাগজে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনও লাভ নেই। নিউ মার্কেটের মতো ঘিঞ্জি ও ব্যস্ত এলাকায় এই অভিযান তাই শুধু বেআইনি ব্যবসার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নয়, ভবিষ্যতে বড় দুর্ঘটনা ঠেকানোরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। নিয়ম মেনে নিরাপদ ব্যবসা পরিচালনাই হওয়া উচিত এখন প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের প্রধান লক্ষ্য।

দিল্লিতে থানার সামনে ধর্না রাহুলের, নাটকীয় পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট ঃনাটকীয় ঘটনার সাক্ষী হল দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানা। গত শুক্রবার এই থানার সামনে বসে ধর্না দেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। পেলেট ছোড়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর নিতে না চাওয়ায় পুলিশ আধিকারিকের অফিসের বাইরে ধর্নায় বসেন রাহুল।গত শুক্রবার বেলায় হঠাই দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় যান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যন্তর মন্তরের ছাত্র-বিক্ষোভে শামিল হয়ে ছররায় আক্রান্ত হওয়া সাহিল লোচাব। রাহুল হঠাৎ থানায় চলে আসায় হতচকিত হয়ে যান পুলিশ আধিকারিকেরা।গত ২০ জুলাই ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র সংসদ অভিযানের দিন যে পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের উপর ছররা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে চান রাহুলেরা। রাহুল গান্ধী এদিন বলেন, গত ২০ জুলাই কনট প্লেসে পেলেট গান ব্যবহার করা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ দাবি করছে, তারা পেলেট গান চালায়নি। তাহলে প্রশ্ন একটাই- কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই এটা করেছে। একটি অপরাধ তো ঘটেইছে। আমরা দাবি জানাচ্ছি যেন এফআইআর দায়ের করা হয়। তারা আমাদের জানিয়েছে, ওপরমহল থেকে নির্দেশ থাকায় তারা এফআইআর দায়ের করতে পারছে না। এফআইআর দায়ের না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়ব না। এই দেশে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং দিল্লি পুলিশ ন্যায়বিচার হতে দেবে না।

লোজান ডায়মন্ড লিগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলেন নীরজ চোপড়া

লোজান, ২২ আগস্ট ঃ লোজান ডায়মন্ড লিগে শুক্রবার ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া এই মরসুমে তাঁর সেরা থ্রো করলেও প্রথম স্থান থেকে বঞ্চিত হন, কারণ শ্রীলঙ্কার রুমেশ পাথিরাজ অল্পের জন্য প্রথম স্থান অধিকার করেন।পাথিরাজ ৮৮.১৪ মিটার সেরা থ্রো করে তালিকার শীর্ষে ছিলেন, অন্যদিকে নীরজ এবং গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (৮৬.৬৯ মিটার) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে রৌপ্য পদক জেতার পরপরই নীরজ তার প্রথম প্রচেষ্টায় ৮৩.৫৪ মিটার থ্রো করেন এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ৮৮.০৫ মিটার থ্রো করে এই মরসুমে নিজের সেরা রেকর্ড গড়েন।গত বছরের জুনে অনুষ্ঠিত প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর নীরজের এটিই ছিল ৮৮ মিটারের বেশি দূরত্বের প্রথম থ্রো এবং দ্বিতীয় রাউন্ডের থ্রো শেষে এই ভারতীয় তালিকার শীর্ষে ছিলেন।তবে কমনওয়েলথ গেমসের স্বর্ণপদক বিজয়ী পাথিরাজ তাঁর তৃতীয় থ্রোতে (৮৮.১৪ মিটার) শীর্ষে উঠে আসেন।নীরজ ও পাথিরাজের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র নয় সেন্টি মিটার, কিন্তু রোম ও দোহায় জয়ের পর এই বছর নিজের তৃতীয় ডায়মন্ড লিগ শিরোপা জিততে শ্রীলঙ্কান এই খেলোয়াড়ের জন্য তা-ই যথেষ্ট প্রমাণিত হয়।এই ফলাফলের অর্থ হলো, পাথিরাজের বিপক্ষে মুখোমুখি লড়াইয়ে নীরজ এখন ০-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে আছেন এবং এই ভারতীয় তারকা আসন্ন এশিয়ান গেমসে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে এই মরসুমের প্রথম শিরোপা জয়ের আশা করছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জয়ন্তকে নিয়ে মন্তব্য অত্যন্ত লজ্জাজনক, অখিলেশকে জাট সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবেঃমায়াবতী

লখনউ, ২২ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরীকে নিয়ে সমাজবাদী পার্টির (সপা) সভাপতি অখিলেশ যাদবের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন বহুজন সমাজ পার্টির (বসপা) নেত্রী মায়াবতী। অখিলেশের মন্তব্যকে অমর্যাদাকর ও লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি), তার নেতা এবং গোটা জাট সমাজের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।শনিবার এক্স-এ পোস্ট করে মায়াবতী বলেন, পুরনো সহযোগী দল আরএলডি এবং তার নেতা সম্পর্কে সপা প্রধানের ' চববনি থেকে রুপয়া বানিয়ে দিয়েছি' মন্তব্য সম্পূর্ণ অমর্যাদাকর, অশোভন ও লজ্জাজনক। তাঁর দাবি, এই ধরনের অহংকারী ও অগণতান্ত্রিক মন্তব্যের জন্য অখিলেশ যাদবের আরএলডি ও তার নেতার পাশাপাশি চৌধুরী চরণ সিংয়ের পরিবারকে অপমান করার জন্য গোটা জাট সমাজের কাছেও অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত।মায়াবতীর অভিযোগ, বিরোধী দল তো বটেই, রাজনৈতিক সহযোগীদের সঙ্গেও সপার আচরণ রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ও জাতপাতভিত্তিক বিদ্বেষে প্রভাবিত।

এর রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সুবিধা প্রায়শই বিজেপি পেয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি দুর্বল হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।সপা-বসপা-র পুরনো জোটের প্রসঙ্গ তুলে মায়াবতী বলেন, সপার অহংকারী মনোভাবের কারণে ১৯৯৩ সালে মুলায়ম সিং যাদবের সঙ্গে গড়ে ওঠা জোট দ্রুত ভেঙে যায়। এরপর ১৯৯৫ সালের ২ জুন লখনউ স্টেট গেস্ট হাউস-কাণ্ডে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে।পরবর্তীতে অখিলেশ যাদবের আশ্বাসে লোকসভা নির্বাচনে বসপা ও সপার মধ্যে ফের জোট হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের ফল অনুকূল না হওয়ায় অখিলেশের ' অহংকারী ও স্বার্থপর' মনোভাবের কারণে সেই জোটও ভেঙে যায় বলে দাবি করেন মায়াবতী।তিনি অভিযোগ করেন, জোটের ক্ষেত্রে সপা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কথা ভাবে এবং কাজ হয়ে গেলে ' মতো রং বদলায়'। অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে অশালীন ও অসংযত ভাষা ব্যবহার করাও সপার পুরনো অভ্যাস বলে মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে সর্বসমাজের মানুষকে সপার কথিত সংকীর্ণ ও জাতপাতভিত্তিক রাজনীতি থেকে সতর্ক থাকার আবেদন জানান বসপা প্রধান।অখিলেশ যাদবের পিডিএ-পিছিয়ে পড়া, দলিত ও সংখ্যালঘু-রাজনীতিরও সমালোচনা করেন মায়াবতী। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থ অনুযায়ী অখিলেশ কখনও পিডিএ-র ' পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সঙ্গে, আবার কখনও পণ্ডিতদের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর দাবি, নিজেদের জাতিগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু এবং উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের স্বার্থরক্ষায় সপা কখনও আন্তরিক ছিল না।মায়াবতী সপার পূর্ববর্তী সরকারগুলির বিরুদ্ধেও দলিত, অনগ্রসর, সংখ্যালঘু ও উচ্চবর্ণের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের শোষণ ও নিপীড়নের অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, সপা সরকারের সময়ে দুস্কৃতী, মাফিয়া ও অরাজকতামূলক কাজে যুক্ত ব্যক্তিরা সুবিধা পেয়েছে। আগামী উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সর্বসমাজের মানুষকে সপাকে ক্ষমতায় না ফেরানোর আবেদন জানান তিনি।

বিধানসভায় ' বন্দে মাতরম্'-এর বিরোধিতা, কংগ্রেসকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিন্দলের

শিমলা, ২২ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশ বিধানসভায় সম্পূর্ণ ' বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপির হিমাচল প্রদেশ সভাপতি ড. রাজীব বিন্দল। তাঁর অভিযোগ, সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার বিরোধিতা করে কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া মানুষদের আবেগকে অসম্মান করেছে।শনিবার বিন্দল বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ' বন্দে মাতরম্' শুধুমাত্র একটি গান নয়, বরং দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী ' মাতরম্' ধ্বনি তুলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন।বিজেপি সভাপতির দাবি, স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ' বন্দে মাতরম্' গাওয়ার বিরোধিতা করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও নিন্দনীয়। তাঁর প্রশ্ন, সম্পূর্ণ ' বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিয়ে কংগ্রেসের আপত্তি কোথায়?কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটব্যাঙ্ক ও তুষ্টিকরণের রাজনীতির অভিযোগও তোলেন বিন্দল। তাঁর বক্তব্য, দেশ বিভাজনের যন্ত্রণা দেখেছে এবং তার ক্ষত এখনও ইতিহাসের বেদনাদায়ক অধ্যায় হয়ে রয়েছে। অথচ কংগ্রেস ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকে জাতীয় গৌরবের সঙ্গে যুক্তঃ বিষয়গুলির ঊর্ধ্বে স্থান দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।বিঃদল বলেন, ' বন্দে মাতরম্' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে এই গান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। তাঁর মতে, হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মঞ্চে ' বন্দে মাতরম্'-এর মর্যাদা নিয়ে রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।তিনি আরও বলেন, ' বন্দে মাতরম্' কোনও একটি রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দেশ ও মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি। জাতীয় গৌরবের সঙ্গে যুক্ত বিষয় রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধা বা ভোটব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়া উচিত নয়।বিন্দল কংগ্রেসকে বিধানসভায় তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করে দেশবাসীর আবেগকে সম্মান করার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সম্পূর্ণ ' বন্দে মাতরম্' গাওয়ার বিরোধিতার জন্য কংগ্রেসকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান তিনি।

রামগড়ে ইস্পাতের পাওয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, মৃত তিন

রামগড়, ২২ আগস্ট ঃ ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার বরকাকানা ওপি এলাকায় একটি সিমেন্ট ও ইস্পাত পাওয়ার প্ল্যান্টে শুক্রবার গভীর রাতে বিস্ফোরণ হয়। এই দুর্ঘটনায় তিন ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার গুরুতর আহত হয়েছেন। বরকাকানা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রচণ্ড তাপমাত্রার কারণে পাওয়ার প্ল্যান্টের সিস্টেমগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার ফলে সুরক্ষা ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। টারবাইন অতিরিক্ত গতিতে ঘুরতে শুরু করায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনায় বোকারোর জাগেশ্বর বিহারের বাসিন্দা বিনীত মাহাতো, ধানবাদের সঞ্জীব কেসরি এবং গাড়োয়া জেলার বাসিন্দা অভিষেক পাণ্ডের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। হাজারিবাগ জেলার বাসিন্দা তরুণ রওয়ানি গুরুতর আহত হয়েছেন।দুর্ঘটনার পর প্ল্যান্টের একজন কর্মচারী অমিত কুমার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, পাওয়ার প্ল্যান্টের কন্ট্রোল রুমে আগে থেকেই উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্কেত দিচ্ছিল। এসি বিকল হয়ে যাওয়ায় কাজ করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। কর্মচারীরা বারবার কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, এমনকি কুলিং সিস্টেমও মেরামত করা হয়নি। এদিকে, এই দুর্ঘটনার পর এলাকার ক্ষুব্ধ লোকজন শনিবার রামগড়-পত্রাতু সড়ক অবরোধ করেন।

সঠিক সময়ে সিলিন্ডার না পাওয়ার অভিযোগ, পথ অবরোধ বোলপুরে

বীরভূম, ২২ আগস্ট ঃবুকিং করার পরও দীর্ঘদিন ধরে মিলছে না রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। সময়মতো সিলিন্ডার সরবরাহ না হওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বীরভূমের বোলপুরের কাশিমবাজার এলাকা।স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে কাশিমবাজার এলাকার একটি গ্যাস এজেন্সির অফিসের সামনে জড়ো হন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। অভিযোগ, সিলিন্ডার বুক করা সত্ত্বেও দিনের পর দিন পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এদিন এজেন্সির তরফে জানানো হয়, নির্দিষ্ট বুকিং তালিকা অনুযায়ী মাত্র ৫০ জনকে গ্যাস প্রদান করা হবে। এই ঘোষণার পরেই গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষের পারদ চড়ে।ক্ষোভের জেরে বোলপুর-কাশীপুর সংযোগ কারী প্রধান সড়কের ওপর খালি সিলিন্ডার সারিবদ্ধভাবে রেখে পথ অবরোধ শুরু করেন ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। অবরোধের জেরে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তিতে পড়েন পথচলতি মানুষ ও নিত্যযাত্রীরা।

পূর্ব মেদিনীপুর থেকে অসম বন্যার্তদের পাশে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলকাতা, ২২ আগস্ট ঃবন্যার্তদের পাশেই রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। এই রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে সুদূর অসমে - দুর্যোগ কবলিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা। এদিকে, একটানা বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। হলদিয়া, তমলুক, মহিষাদল - সহ বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের একাধিক ব্লকেও জল ঢুকে বিপাকে বহু মানুষ।এই পরিস্থিতিতে মহিষাদল সহ জেলার প্রত্যন্ত বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ। দুর্গতদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শুকনো খাবার, পোশাক - সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাঁর পাশাপাশি চলছে রান্না করা খিচুড়ি বিতরণও।সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ জানান, দুর্যোগের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সঙ্ঘের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসমেও দীর্ঘদিন ধরে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালাচ্ছে সঙ্ঘ। চলতি বছরেও অসমের বিভিন্ন বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী।তবে শুধু তাৎক্ষণিক ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমেই থামতে চাইছে না সঙ্ঘ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্থায়ী পুনর্বাসনের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে দুর্গত এলাকাগুলিতে আরও বিস্তৃত পুনর্বাসন কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে।

নয়ডায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়ডা, ২২ আগস্ট ঃ নয়ডার সেক্টর-৬-এর ইন্দিরা গান্ধী কলা কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শনিবার যোগ দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। অনুষ্ঠানে সেক্টর-৭৫-এ মহাজন ইমেজিং অ্যান্ড ল্যাবসের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন করেন তিনি।নয়ডায় পৌঁছনোর পর মহাজন ইমেজিং অ্যান্ড ল্যাবসের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর ঋতু মহাজন এবং ডিরেক্টর হর্ষ মহাজন প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে শিবানী বর্মা কথক নৃত্য পরিবেশন করেন।প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নয়ডায় জোরদার করা হয়েছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তাঁর নিরাপত্তায় বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। পাশাপাশি যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে শহরের কয়েকটি রাস্তায় রুট ডাইভারশন করা হয়।অনুষ্ঠানে সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. মহেশ শর্মা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

২৩ শে আগস্ট মানবসেবার আদর্শ চিকিৎসকঃরাধা গোবিন্দ করের শুভ জন্মদিন

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃরাধাগোবিঃদ কর একজন ভারতীয় চিকিৎসক। জন্ম ২৩ শে আগস্ট। সাল-১৮৫২। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার সাঁতরাগাছি তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দুর্গাদাস কর একজন চিকিৎসক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার আর.জি.কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল তাঁর নামেই নামকরণ করা হয়েছে।হিন্দু স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। নানা কারণে এক বছর পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ১৮৮৩ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিকেল ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৮৮৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। দেশের মানুষের চিকিৎসার জন্যআধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এর সাথে একটি মেডিকেল স্কুল গড়ে তোলা তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অর্থের অভাব। প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। কয়েকজন চিকিৎসক বন্ধু তাঁর মিশনে যোগদান করেন। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল ১৮৮৬ সালে ১৮ ই অক্টোবর ক্যালকাটা স্কুল অফ মেডিসিন। ১৮৮৭ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল। ১৯১৬ সালে নামকরণ করা হয় বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। ১৯১৮ সালে ১৯ শে ডিসেম্বর রাধাগোবিন্দ করের মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালের ১২ ই মে তাঁর তৈরি হাসপাতালের নামকরণ করলেন আর এক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় । নাম পরিবর্তন করে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রাখা হয়।ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। নিজের জীবনের সমস্ত উপার্জন মানুষের চিকিৎসার স্বার্থে দান করেন। বিবেকানন্দের ডাকে তিনি কলকাতায় আসেন । কলকাতায় প্লেগ তখন মহামারীর আকার নিয়েছে। তিনি উত্তর কলকাতা ঘুরে ঘুরে রোগীদের সেবা করে চলেছেন। পথ্য কিনতে অপরাগ রোগীকে নিজের অর্থ তুলে দিচ্ছেন। রোগীকে রোগ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমন এক মানবদরদী চিকিৎসককে তাঁর শুভ জন্মদিনে জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভারত ও ব্রাজিলের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্টঃটেলিযোগাযোগ বিভাগ শুক্রবার জানিয়েছে, ব্রিকস আইসিটি ট্র্যাক বৈঠকের ফাঁকে ভারত ও ব্রাজিল টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) সেক্টরে সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। টেলিযোগাযোগ বিভাগ এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানিয়েছে, এই চুক্তিটি ডিজিটাল উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, ডিজিটাল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে এবং উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রসার ঘটাবে। পুনেতে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ ব্রিকস যোগাযোগ মন্ত্রীদের বৈঠকের সময় ভারতের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া এবং ব্রাজিলের যোগাযোগ মন্ত্রী ফ্রেডেরিকো ডি সিকুইরা ফিলহোর মধ্যে এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া এক পোস্টে উল্লেখ করেন, এই সমঝোতা স্মারকটি সর্বজনীন সংযোগ (ইউনিভার্সাল কানেক্টিভিটি), সাইবার নিরাপত্তা, ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামো, উদীয়মান প্রযুক্তি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে। তিনি এই চুক্তিটিকে একটি নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারত-ব্রাজিল সহযোগিতাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন।

ছররা গুলি ব্যবহারের অভিযোগে কেন্দ্রকে নিশানা ডেরেকের

নয়াদিল্লি, ২২ আগস্ট ঃ গত ২০ জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন ছররা গুলি (পেলেট) ব্যবহারের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। গত শুক্রবার তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এই পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।সমাজ মাধ্যম ' এক্স'-এ পোস্ট করে তিনি জানান, পেলেট। ১০ আগস্ট টিএমসি-র সাকেত গোখলের করা একটি আরটিআই আবেদনের মাধ্যমে পেলেট সংক্রান্ত অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সত্যতা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। মোদী-শাহের সরকার এখনও বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টায় রয়েছে।উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এদিন তাঁর পোস্টে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখলের ১০ আগস্টের পোস্টটিও তুলে ধরেছেন।

অনুপ্রবেশ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত নিরাপদ নয় ঃঅমিত শাহ

শিলিগুড়ি, ২২ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত শুক্রবার শিলিগুড়িতে সশস্ত্র সীমা বল-এর ফ্রন্টিয়ার সদর দফতরে বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আমি সর্বদা বলি, সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো এসএসবি জওয়ানদের, যারা একটি উন্মুক্ত সীমান্ত রক্ষা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকার জাতীয় নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে শিলিগুড়ি করিডোরের গুরুত্ব অনুধাবন করেছে। এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল করিডোর যা ৮টি রাজ্যকে সংযুক্ত করে এবং এখানে নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মতো তিনটি দেশের আন্তর্জাতিক সীমানা মিলিত হয়েছে। আমরা চোপড়া, কিষাণগঞ্জ এবং ধুবড়িতে আমাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিএসএফ-কে জমি বরাদ্দ করার জন্য নিরলসভাবে আবেদন করেছিলাম, কিন্তু তিনি ক্ষমতা ছাড়ার আগে পর্যন্ত তা করেননি। আমি একবার তাঁর অফিসে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়েও বলেছিলাম যে, এই জমিটি বিএসএফ-এর জন্য চাওয়া হচ্ছে, বিজেপির জন্য নয়। সশস্ত্র সীমা বলের কর্মীদের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যেই শুভেন্দুজি বিএসএফ এবং এসএসবি-কে ১,১২৯ একর জমি হস্তান্তর করেছেন। কাজের এই তৎপরতা তিনি বিজেপি-র মুখ্যমন্ত্রী বলে দেখাচ্ছেন-এমনটা নয়। তিনি বোঝেন, যতক্ষণ না অনুপ্রবেশ বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ বা ভারত-কোনোটিই নিরাপদ নয়।

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ বোলপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের

বীরভূম, ২২ আগস্টঃ টানা দু'মাস ধরে বকেয়া বেতন না পাওয়ার অভিযোগে শনিবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বোলপুর পুরসভা চত্বর। বকেয়া মেটানো এবং বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পুরসভার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।বিক্ষোভকারী কর্মীদের মূল দাবি দু'টি- বকেয়া বেতন অবিলম্বে মেটাতে হবে এবং প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে নিয়মিত বেতন দিতে হবে। এর পাশাপাশি, তাঁদের বেতন বাড়ানোর দাবিও তোলেন ওই কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বার্তা, বেতন না মেলা পর্যন্ত তাঁরা কোনও কাজ করবেন না। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, এই কর্মবিরতি দীর্ঘায়িত হলে গোটা শহরের পুর-পরিষেবা ভেঙে পড়তে পারে।

অনন্তনাগে দুটি পৃথক স্থানে অভিযান এনআইএ-র

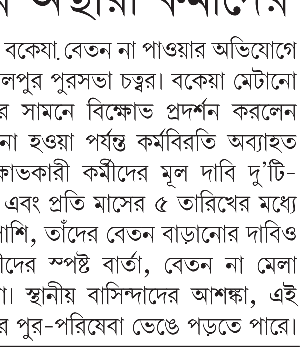

অনন্তনাগ, ২২ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় শনিবার সকালে দুটি পৃথক স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। স্থানীয় সূত্রের খবর, এ দিন এই বিশেষ অভিযানে এনআইএ-র সঙ্গে ছিল সিআরপিএফ এবং কাশ্মীর পুলিশ।জানা গেছে, এ দিন সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয় পুরো এলাকা। সূত্রের খবর, অনন্তনাগের বিজবেহারা এবং দুরু এলাকার অন্তর্গত ক্রিরি গ্রামে মূলত এই অভিযান চালানো হয়। তবে কেন এই অভিযান, তা নিয়ে বিশদে কিছু জানানো হয়নি তদন্তকারী সংস্থা র তরফে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক। আপনি এনার্জেটিক আর মোটিভেটেড অনুভব করবেন। আপনার ভাবনা আর প্ল্যান পরিষ্কার থাকবে, যার জন্য আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। আজ সামাজিক জীবনেও আপনি পজিটিভিটি পাবেন ।।

বৃষঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ক্রিয়েটিভিটি আর পার্সোনাল গ্রোথের পক্ষে। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, এতে আশপাশের মানুষ আপনার ট্যালেন্টকে অ্যাপ্রিশিয়েট করবে।

মিথুনঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ।

কর্কটঃআজ সিংহ রাশিদের জন্য দিনটা নতুন সম্ভাবনায় ভরা। আপনি যদি আপনার শক্তি পজিটিভ কাজে লাগান, তাহলে অনেক কিছু অর্জন করতে পারবেন। শুভদিন।

সিংহ ঃ আজ সিংহ রাশিদের জন্য দিনটা নতুন সম্ভাবনায় ভরা। আপনি যদি আপনার শক্তি পজিটিভ কাজে লাগান, তাহলে অনেক কিছু অর্জন করতে পারবেন। শুভদিন।

কন্যাঃ আজ আপনার জন্য দিনটা পজিটিভ এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রম আর ডেডিকেশনের ফল পেতে পারেন। কাজের জায়গায় সহকর্মী আর সিনিয়রদের সাপোর্ট আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। শুভদিন হবে।

তুলাঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। আপনার জ্ঞান এবং উত্তম রসবোধ আপনার চারপাশের মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে। প্রেম হবে

বৃশ্চিকঃ চাপের কারণে ছোটখাটো অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হালকা বোধ করতে বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে বসুন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। আপনার সন্তানেরা আপনাকে খুশি রাখার জন্য তাদের সেরাটা দেবে।

ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা আর উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগে ভরা থাকবে। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আর নেতৃত্বের দক্ষতা কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। নতুন মানুষের সাথে দেখা হওয়া আর নতুন আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করা আপনার জন্য লাভজনক হবে।

মকরঃআজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। বিবাহের যোগ হতে পারে

কুম্ভঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাসস্থ্য সু ন্দর থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন।

মীনঃআপনি আপনার চারপাশের মানুষদের মধ্যে অত্যন্ত দাবি দেখতে পাবেন- আপনি দেওয়ার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার করবেন না- এবং শুধু অন্যদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে জোর করে ক্ষয় করবেন না। প্রেম আসতে পারে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

শনিবার দুই বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দুই দিনাজপুরে।রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। সোমবার ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলায়। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকবে। ফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরের উপরের দিকে পাঁচ জেলায় মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টি শুরু হবে। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টি কিছুটা কম থাকবে। শনিবার পর্যন্ত এই জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াল । আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৫ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৯শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৪মনিট এবং রাত ০৮টা ৫১মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৫৭মিনিট এবং রাত ১১টা৫২ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে।

জমি নিয়ে বিবাদে জয়নগরে গ্রেফতার ২

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ জায়গা-জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে বিবাদকে কেন্দ্র করে বচসা, গণ্ডগোল ও মারপিটের ঘটনায় জয়নগরে গ্রেফতার হল দুই। শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে দুপক্ষের দুজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত গ্রাম পঞ্চায়েতের আবদুল করিমপুর এলাকায় জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সাথে বচসা শুরু হয়। পরে তা গণ্ডগোল ও মারপিটের আকার নেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর জয়নগর থানায় দুপক্ষের অভিযোগ দায়ের হয়। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে আবদুল করিমপুরের বাড়ি থেকে আবুল খয়ের মোল্লা ও আবদুল আহাদ মোল্লা নামে দুপক্ষের দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

২৪৭টি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্যের ২৪৭টি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত করেছে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর। সাংসদ, বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের তাঁদের এলাকার কলেজগুলির পরিচালন সমিতির সভাপতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নতুন সরকার গত ১৩ই মে সব কলেজের পরিচালন সমিতি ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করেছিল। এবার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তর ২৪৭টি কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য হলো, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট কলেজে, বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা স্থানীয় বিধায়ক রথীন্দ্র বসুকে কোচবিহার কলেজে, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ও স্থানীয় বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে বীরভূমের দুটি কলেজে, মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে শিলিগুড়ির দুটি কলেজে, সাংসদ রাজু বিস্তাকে শিলিগুড়ি কলেজ অব কমার্সে, মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তকে আশুতোষ কলেজে, মন্ত্রী তাপস রায়কে বিদ্যাসাগর কলেজে পরিচালন সমিতির সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে।

হাসপাতালেই মিলবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আবেদনপত্র? জেনে নিন নিয়ম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতা আয়ুষ্মান ভারত ছাড়া ৫ লক্ষ টাকা ক্যাশলেস পরিষেবা পাওয়া যাবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায়। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যদফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত নাকি স্বাস্থ্যসাথীখ কোন স্বাস্থ্য বিমাতে পরিষেবা পাবেন রোগী। একই সঙ্গে নির্দেশিকায় মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও আয়ুষ্মান কার্ড না থাকলেও কোনও সমস্যা নেই। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনাতেই পরিষেবা পাবেন রোগী। শুধু তাই নয়, হাসপাতালেই মিলবে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনার আবেদনপত্র? কীভাবে হাসপাতালে মিলবে MMSBY-এর আবেদনপত্র? টিএমএস পোর্টালে রোগীর আধার নম্বর দিলেই জানা যাবে ওই রোগী কোন স্বাস্থ্য বিমায় অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান কোনও প্রকল্পেই নাম নেই, তাহলে তাঁরা 'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'-তে যোগ্য কি না, তা দেখা হবে। যোগ্য হলে হাসপাতাল থেকে ওই যোজনার ফর্ম রোগীকে দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ হাসপাতালে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনাতে আবেদন করা যাবে। ফর্ম পূরণ করার পর 'প্রসিড টু স্বাস্থ্যসাথী ট্রিটমেন্ট' অপশনে গিয়ে চিকিৎসা প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, হাসপাতালকে পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহ করে রাখতে হবে। পরবর্তী সময়ে ওই ফর্মগুলির তথ্য পোর্টালে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। নির্দেশিকায় যে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে নতুন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রথমেই রোগীর আধার নম্বর দিতে হবে। আয়ুষ্মান কার্ড থাকলে, ওই প্রকল্পের অধীনেই চিকিৎসা হবে। তবে, পোর্টালে বা প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যা হলে প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে চিকিৎসা করা যাবে। এছাড়া e-KYC বা VVS রেজিস্ট্রেশন বাকি থাকলে স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসা করা যাবে। তবে, আগে KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় সম্ভাব্য যোগ্য ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট ফর্ম দেওয়া, পূরণ করানো এবং হাসপাতালের কাছে সেই ফর্ম সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দিল্লি এইমসে ভর্তি বিমান বসু, পেসমেকার বসানো হয়েছে, আপাতত স্থিতিশীল বর্ষীয়ান বাম নেতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ অসুস্থ হয়ে দিল্লির এইমসে ভর্তি হয়েছেন বর্ষীয়ান বাম নেতা তথা বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। শনিবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, বিমান বসুর শরীরে পেসমেকার বসানো হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে খ বর। দলের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতে শুক্রবার কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লি রওনা দিয়েছিলেন বিমান বসু। বিমানে থাকাকালীনই তিনি সামান্য অসুস্থতা অনুভব করেন। দিল্লি বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর তাঁকে সরাসরি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় একে গোপালন ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চিকিৎসকেরা তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। এরপরই দলীয় কর্মীরা বিমান বসুকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস বা এইমসে নিয়ে যান। হাসপাতালে ফের তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসকেরা অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান। এরপর অশীতিপর এই বাম নেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করে অক্সিজেন দেওয়া শুরু হয়। পরবর্তী পরীক্ষার পর তাঁর হৃদযন্ত্রের পরিস্থিতি বিবেচনা করে পেসমেকার বসানোর সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকেরা। মহম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, বিমান বসুর একটি ছোট অস্ত্রোপচার হয়েছে এবং তাঁর শরীরে পেসমেকার বসানো হয়েছে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। শারীরিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে খুব শীঘ্রই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ৮৭ বছর বয়স হলেও বিমান বসু দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন। পরিমিত আহার, নিয়ম মেনে জীবনযাপন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ দৈনন্দিন রুটিনের জন্য তিনি বরাবরই পরিচিত। দলীয় সূত্রের দাবি, নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষাও করান তিনি। দিল্লিতে গেলে এইমসে রুটিন চেকআপ করানোর অভ্যাসও রয়েছে তাঁর। এবারও দিল্লি যাওয়ার আগে তাঁর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বড় কোনও অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে। তবে দিল্লি পৌঁছনোর আগেই বিমানে অসুস্থ বোধ করায় পরিস্থিতি বদলে যায়। শেষ পর্যন্ত রুটিন স্বাস্থ্যপরীক্ষার পরিবর্তে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। বিমান বসুর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বাম মহলে উদ্বেগ তৈরি হয়। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু কর্মী-সমর্থক তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন। আপাতত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান। তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নিয়মিত নজর রাখছে দলীয় নেতৃত্বও। হাসপাতাল সূত্রে চিকিৎসায় সাড়া দেওয়ার খবর পাওয়ায় স্বস্তিতে তাঁর অনুগামী ও সহকর্মীরা।

অগ্নি 'শিখা'র পর কড়া পদক্ষেপ! নিউ মার্কেটের আরও ২৫ হোটেল-রেস্তরাঁকে শোকজ দমকলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউ মার্কেট ও ধর্মতলা চত্বরের হোটেল ব্যবসার আড়ালে থাকা একাধিক অনিয়ম এবার প্রকাশ্যে এল। শনিবার সকাল থেকেই কলকাতা পুরসভা, দমকল এবং নিউ মার্কেট থানার যৌথ দল ওই এলাকার একের পর এক হোটেল ও রেস্তরাঁয় অভিযান চালায়। অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থায় গলদ, বৈধ নথির অভাব এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন না থাকার অভিযোগে একাধিক হোটেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শনিবার নতুন করে ২৫টি হোটেল ও রেস্তরাঁকে শোকজ করেছে দমকল। জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই নিউ মার্কেট এলাকার হোটেলগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বৃহস্পতিবার ১৩টি হোটেলকে শোকজ করেছিল দমকল। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার আরও ১৭টি হোটেলকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের অবস্থান এবং অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে জবাবদিহি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। শনিবার পরিদর্শনে গিয়ে আরও ২৫টি হোটেল ও রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় একাধিক গলদ দেখতে পাওয়া যায় বলে দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযানের সময় বেশ কিছু হোটেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বৈধ নথি এবং ফায়ার লাইসেন্স দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ। প্রশাসনের নজরে এসেছে, নিউ মার্কেট ও সংলগ্ন ঘিঞ্জি এলাকায় থাকা একাধিক বহুতল আদতে আবাসিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত। অথচ সেই ভবনগুলিতেই দীর্ঘদিন ধরে হোটেল ব্যবসা চালানোর অভিযোগ ডঙ্খ ঠেছে। পুরসভা সূত্রে এমনও জানা গিয়েছে, বেশ কিছু ভবনে হোটেল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়নি। শুধু ব্যবসার অনুমোদনই নয়, অনেক জায়গায় অগ্নিনিরাপত্তার ন্যূনতম ব্যবস্থাও যথাযথ নয় বলে অভিযোগ। কোথাও অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম নিয়ে সমস্যা, কোথাও ফায়ার লাইসেন্স নেই। আবার কিছু হোটেলে জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের মতো পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থাও নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে অগ্নিকাণ্ডের মতো বিপর্যয় ঘটলে সেখানে থাকা মানুষদের দ্রুত নিরাপদে বের করে আনা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। শনিবার পুলিশ, দমকল এবং পুরসভার আধিকারিকদের যৌথ দল এলাকায় পৌঁছতেই হোটেল মালিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। একের পর এক প্রতিষ্ঠানে নথিপত্র পরীক্ষা করা হয়। যাঁরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা অগ্নিনিরাপত্তার অনুমোদন দেখাতে পারেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিস জারি করা হয়। পাশাপাশি আগের দু'দিনে যেসব হোটেলকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল, তাদের উত্তরও খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু হোটেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোকজের জবাব দেয়নি। আবার কিছু প্রতিষ্ঠান জবাব দিলেও সেই নথিতে একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে শনিবার আরও তিনটি হোটেলে তালা ঝোলায় দমকল। এর আগে শুক্রবার ১৩টি হোটেল সিল করা হয়েছিল। ফলে ধর্মতলা ও নিউ মার্কেট চত্বর মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১৬টি হোটেল সিল করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই অভিযানের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, কলকাতা পুরসভা, দমকল এবং স্থানীয় থানার নজরের মধ্যে থাকা এলাকায় বছরের পর বছর ধরে কীভাবে এই ধরনের অনিয়ম চলল। শনিবার মার্কুইজ স্ট্রিটে হোটেল পরিদর্শনে গিয়ে একই প্রশ্ন তুলেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র শোকজ করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। যেসব প্রতিষ্ঠানে গুরুতর অনিয়ম রয়েছে, সেগুলির বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অগ্নিমিত্রা পাল আরও অভিযোগ করেন, এতদিন ধরে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই ব্যবসা চলেছে, তারও তদন্ত হওয়া দরকার। তাঁর নিশানায় ছিল কলকাতা পুরসভা এবং প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা। অনিয়মের পিছনে রাজনৈতিক বা আর্থিক প্রভাব কাজ করেছে কি না, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, অতীতে অর্থের বিনিময়ে বেআইনি কাজকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। নিউ মার্কেট এলাকার এই অভিযানের পর এখন প্রশাসনের নজর আরও কোথায় যায়, সেটাই দেখার। অগ্নিকাণ্ডের পর যে অনিয়মগুলি প্রকাশ্যে এসেছে, সেগুলির বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, নাকি অভিযান কিছুদিন পরেই থেমে যাবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। তবে শনিবারের অভিযানে স্পষ্ট, নিউ মার্কেটের হোটেলপাড়ায় অগ্নিনিরাপত্তা এবং বেআইনি ব্যবসা নিয়ে প্রশাসন এবার কড়া পদক্ষেপের পথেই হাঁটতে চাইছে।

বিজেপি নেতাকে টার্গেট করে গুলিবর্ষণ! গভীর রাতে সন্দেশখালির ঘটনায় চাঞ্চল্য, নেপথ্যে কোন রহস্য?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ গভীর রাতে পরপর গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়াল সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার খাঁস শাকদহ এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক গুলির খোল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে। গুলি চালানোর ঘটনায় কারা জড়িত এবং কী কারণে এই হামলা চালানো হল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খাঁস শাকদহ এলাকার বাসিন্দা জুম্মান শেখকে লক্ষ্য করে গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ। পরপর গুলির শব্দে আশপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান জুম্মান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকটি গুলির খোল উদ্ধার করা হয়। হামলাকারীদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকায় প্রভাব বিস্তার এবং জমি ও মেছো ভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদের জেরেই শুক্রবার রাতে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয়দের একাংশের দাবি। তাঁদের বক্তব্য, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এই হামলা হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির স্থানীয় কর্মীদের দাবি, জুম্মান শেখ তাঁদের দলের সক্রিয় কর্মী এবং সংখ্যালঘু মোর্চার সঙ্গে যুক্ত। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁকে খুন করার উদ্দেশ্যেই হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলার পিছনে শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ দুষ্কৃতীদের হাত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা এখনও পুলিশের তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। স্থানীয় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রবিন দাস দাবি করেন, জুম্মান শেখ তাঁদের সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা। তাঁর অভিযোগ, জুম্মানকে খুন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সনদ সরদার। তাঁর দাবি, জুম্মান শেখ নামে কোনও বিজেপি কর্মী সন্দেশখালিতে নেই। তিনি পুলিশের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ এবং সঠিক তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে দুই পক্ষের বক্তব্যে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা অবশ্য জুম্মান শেখকে অন্যভাবে চিহ্নিত করেছেন। আলাউদ্দিন মোল্লা, জুলফিকার গাজিদের মতো স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, জুম্মান এলাকায় পরিচিত দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত। মেছো ভেড়ি দখল, ডাকাতি-সহ একাধিক অপরাধের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে বলে দাবি তাঁদের। তবে এই অভিযোগগুলির সত্যতা পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। স্থানীয়দের একাংশের আরও দাবি, দুষ্কৃতীদের মধ্যে টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। সেই আর্থিক বিরোধ থেকেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে তাঁদের অনুমান। ঘটনার পর এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গুলির খোল পরীক্ষা করে গুলি চালানোর ধরন এবং ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা এবং আশপাশের এলাকার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিরোধ, এলাকা দখল নাকি আর্থিক বিবাদ, ঠিক কোন কারণে এই হামলা চালানো হয়েছিল, তদন্তের মাধ্যমে সেই উত্তর খুঁজছে পুলিশ।

'পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে, সকাল ৭টায় আউটডোর খুলুন'! হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট, পরিষেবা নিয়ে কড়া মন্ত্রী, দিলেন বড় নির্দেশ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ পুজোয় যাওয়ার পথে আচমকাই শ্রীরামপুরের ওয়ালস সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে পরিদর্শনে গেলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। শনিবার সকালে কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই হাসপাতালে পৌঁছে রোগী, চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। হাসপাতালের পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীদের সমস্যার বিষয়ে খোঁজ নেন মন্ত্রী। পরিদর্শনের পর আউটডোর পরিষেবা আরও দ্রুত চালুর নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ, সকাল ৯টা নয়, সকাল ৭টার মধ্যেই আউটডোরের কাউন্টার খুলে দিতে হবে। সুমনা সরকার জানিয়েছেন, শ্রীরামপুরের স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের অনুরোধেই তিনি হাসপাতালটি পরিদর্শনে যান। শনিবার সকালে একটি পুজোয় যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। সেই কর্মসূচির পথে হাসপাতালটি ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আচমকা মন্ত্রীর আগমন ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ব্যস্ততা তৈরি হয়। হাসপাতালে পৌঁছে প্রথমেই রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী। তাঁদের চিকিৎসা পরিষেবা কেমন চলছে, চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হচ্ছে কি না এবং হাসপাতালে কোনও ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কি না, তা জানতে চান তিনি। পাশাপাশি চিকিৎসক এবং নার্সদের সঙ্গেও কথা বলে তাঁদের কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন। তবে পরিদর্শনের সময় হাসপাতালের সুপার উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তাঁর সঙ্গে মন্ত্রীর সরাসরি দেখা হয়নি। পরিদর্শনের পর সুমনা সরকার জানান, রোগীদের সঙ্গে কথা বলে খুব বড় ধরনের কোনও অভিযোগ তাঁর সামনে আসেনি। তবে হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কিছু অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। রোগীদের চিকিৎসার পাশাপাশি হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপরও জোর দেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের আচরণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা মানুষজন স্বাভাবিকভাবেই ভালো ব্যবহার এবং সহযোগিতা আশা করেন। চিকিৎসক ও নার্সদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁদের আরও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় আউটডোর পরিষেবার সময় নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। রোগীদের যাতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়, সেই কারণে সকাল ৭টার মধ্যে আউটডোর কাউন্টার খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন সুমনা। বর্তমানে সকাল ৯টা নাগাদ আউটডোর পরিষেবা চালু হওয়ার নিয়ম থাকলেও তা এগিয়ে আনার কথা বলেন তিনি। এতে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের অপেক্ষার সময় কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। পরিদর্শনের সময় পূর্বতন তৃণমূ ল সরকারের আমলের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়েও মন্তব্য করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, আগের সরকারের সময়ে হাসপাতালের পরিকাঠামো অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বর্তমান বিজেপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত ১০০ দিনে পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে বলে জানান সুমনা। মন্ত্রীর এই আচমকা পরিদর্শনকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের যে সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলি সরাসরি খতিয়ে দেখতেই এই ধরনের পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, মন্ত্রীর মন্তব্যে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণের সুরও স্পষ্ট হয়েছে। ওয়ালস সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর সুমনা সরকার জানিয়েছেন, হাসপাতালের যে সমস্যাগুলি তাঁর নজরে এসেছে, সেগুলি সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা এবং আউটডোর পরিষেবার সময় নিয়ে দেওয়া নির্দেশ কতটা দ্রুত কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর রোগী ও তাঁদের পরিবারের।

কলেজের গর্ভনিং বডিতে ফের বিধায়ক-সাংসদ, শিক্ষাঙ্গণে রাজনীতিকরণ নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর সরকার ও সরকার-পোষিত কলেজগুলির গর্ভনিং বডি ভেঙে প্রশাসক নিয়োগ করেছিল নতুন সরকার। সেই প্রশাসকদেরও এবার সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর। শনিবার জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি ও সরকার-পোষিত কলেজগুলির গর্ভনিং বডির প্রেসিডেন্ট পদে এবার বিধায়ক অথবা সাংসদদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। একই সঙ্গে কোন কলেজের গর্ভনিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন জনপ্রতিনিধিকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, তার তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষাদপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শিক্ষাঙ্গণে রাজনীতির প্রভাব নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাম আমলে শিক্ষাঙ্গণে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে বিরোধীরা 'অনিলায়ন' বলে কটাক্ষ করত। তৎকালীন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নামকে কেন্দ্র করেই এই শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক দলের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছিল। ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানের পরও সেই প্রবণতা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি বলে অভিযোগ ওঠে। বরং পরবর্তী সময়ে তৃণমূল জমানায় শিক্ষাঙ্গণে দলীয় প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ সামনে আসে। ভর্তি থেকে শুরু করে কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম, ছাত্র সংগঠনের কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে একাধিকবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কলেজে ছাত্র রাজনীতির প্রভাব নিয়েও সরব হয়েছে বিরোধীরা। সম্প্রতি কলকাতার একটি কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পরীক্ষা বন্ধ রাখার নির্দেশ ঘিরেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় কলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সমস্যায় পড়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এমন পরিস্থিতির পর শিক্ষাক্ষেত্রকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি সামনে রেখেই ক্ষমতায় আসার পর সরকার কলেজগুলির গর্ভনিং বডি ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন সরকারের তরফে তখন জানানো হয়েছিল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি কমানো হবে।

হেরিটেজ ট্যুরিজমের নয়া ডেস্টিনেশন! ১০ কোটির ব্যয়ে সাজছে কুমারটুলি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর আগেই ভোলবদলে যাচ্ছে কুমোরটুলির। নতুনভাবে সেজে ডঙ্খ ঠছে ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলি ঘাট। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট (কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট) এবং আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন লিমিটেড-এর যৌথ উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী ঘাটের খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে। জোরকদমে কাজ শুরু হয়েছে। সব ঠিক থাকলে সেপ্টেম্বর মাসেই নতুন ঘাটের উদ্বোধন হতে পারে। ঐতিহ্যবাহী কুমোরটুলির ঘাটকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে ১০ কোটি টাকা ব্যয় করছে আদানি গোষ্ঠী। জানা গিয়েছে, কুমোরটুলি থেকে চম্পাতলা ঘাট পর্যন্ত হুগলি নদীর ৩০০ মিটার অংশকে নতুন রূপ দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর এই নতুন ঘাটের উদ্বোধন হতে পারে। আর এই মেগা প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন খোদ আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। কী কী পরিবর্তন হচ্ছে কুমোরটুলির? কুমোরটুলি থেকে চম্পাতলা ঘাট পর্যন্ত প্রশস্ত রিভারফ্রন্ট (পার্ক, হাঁটার পথ)। দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক বসার জায়গা ও বোটিং জ‌োন তৈরি হচ্ছে - একটি ফুড পার্ক এবং কুমোরটুলির ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে প্রদর্শনশালা বা এগজিবিশন গ্যালারি তৈরি হচ্ছে। এলাকার প্রাচীন মন্দির, ঐতিহাসিক কাঠামো এবং ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। হেরিটেজ ট্যুরিজমে জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য পর্যটন দফতর কুমোরটুলিকে একটি প্রধান হেরিটেজ ট্যুরিজম ডেস্টিনেশন বা ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কুমোরটুলির ৩০০-রও বেশি মৃৎশিল্পী উপকৃত হবেন। শুধুমাত্র পুজোর মরশুমে নয়, সারা বছরই দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তাঁদের শিল্পকলাকে প্রদর্শন করা সম্ভব হবে। দুর্গাপুজোর বেশিদিন বাকি নেই। এই মুহূর্তে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। উৎসবের আগেই কলকাতার পর্যটন মানচিত্রে এই নতুন পালক যুক্ত হতে চলায় স্বভাবতই খুশি শহরবাসী থেকে শুরু করে স্থানীয় শিল্পীরা।

অভিযোগ বেআইনি বাজি তৈরির, বাজেয়াপ্ত নিষিদ্ধ শব্দবাজি

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ বেআইনি বাজি তৈরি ও নিষিদ্ধ শব্দবাজি মজুতের বিরুদ্ধে ফের বড়সড় অভিযানে নামল বারুইপুর জেলা পুলিশ। শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার চম্পাহাটি, হাড়াল ও পিয়ালী এলাকার একাধিক বাজি তৈরির কারখানায় তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে প্রায় ৪০০ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি পিয়ালী এলাকায় বেআইনি ভাবে বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় দুই শ্রমিক গুরুতর জখম হন। সেই ঘটনার পর থেকেই চম্পাহাটি, হাড়াল, পিয়ালী সহ সংলগ্ন এলাকায় বাজি তৈরির কারখানাগুলির উপর নজরদারি আরও জোরদার করেছে বারুইপুর জেলা পুলিশ। শনিবারের অভিযানও সেই নজরদারিরই অংশ বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদিন একাধিক বাজি তৈরির কারখানায় হানা দিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করে পুলিশ। কোথা থেকে কী ভাবে এই বিপুল পরিমাণ বাজি তৈরি ও মজুত করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত আরও কেউ বেআইনি কারবারে জড়িত কি না, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযানের পাশাপাশি চম্পাহাটি-হাড়াল-বারুইপুর ক্লাস্টার আতশবাজি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস। বৈঠকে পুলিশ আধিকারিকরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও অবস্থাতেই বেআইনি ভাবে নিষিদ্ধ শব্দবাজি তৈরি বা মজুত করা যাবে না। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানান, বেআইনি বাজি তৈরি বা মজুতের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাকলে ভবিষ্যতে কাউকেই রেয়াত করা হবে না। এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলেও তিনি জানান। পুলিশের তরফে সাধারণ মানুষের কাছেও সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে। কোথাও বেআইনি ভাবে নিষিদ্ধ বাজি তৈরি বা মজুত করা হচ্ছে বলে জানতে পারলে দ্রুত পুলিশকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে।

'মুড়ি-মুড়কির মতো দানধ্যান', অন্নপূর্ণা বিক্ষোভে তৃণমূলকে নিশানা দিলীপের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ কলকাতা চলতি মাসে এখনও অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা হাতে না পাওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষোভ-বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বহু মহিলা। কোথাও প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে, কোথাও জনপ্রতিনিধিদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়া নিয়ে তৈরি হওয়া অসন্তোষের নেপথ্যে তৃণমূলের 'উসকানি' রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে উপভোক্তাদের ধৈর্য ধরার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। শনিবার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দিলীপ ঘোষ। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মহিলাদের ক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তঅভ্যাস হয়ে গিয়েছে লদীর ভাণ্ডার নিয়ে। এটাও জানা উচিত, সব সুবিধা সকলের জন্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রকল্প করেছে। রাজ্য সরকারও করেছে। তার একটা সীমা আছে। তার জন্য ক্রাইটেরিয়া ঠিক করা আছে। এর মধ্যে যাঁরা পড়বেন, তাঁরা পাবেন। দানধ্যান সবাইকে দেওয়া হবে, এই অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে তৃণমূল। এটা সবাইকে বুঝতে হবে। এটা চলতে পারে না।দ দিলীপ ঘোষের অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সকলেই পাবেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু প্রতিটি প্রকল্পের নির্দিষ্ট সীমা এবং যোগ্যতার মাপকাঠি রয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পাওয়াকে কেন্দ্র করে এর আগে পশ্চিম মেদিনীপুরেও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার জেলাশাসকের দপ্তরে অগ্নিমিত্রা পালকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল মহিলা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী। তবে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়তে থাকায় একসময় বৈঠক মাঝপথে থামিয়ে দিতে হয় বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, উপভোক্তাদের আরও কিছুটা সময় দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর দাবি, বিপুল সংখ্যক মহিলার আবেদন জমা পড়েছে এবং সেই আবেদনগুলি যাচাই করে তথ্য আপলোড করার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগতেই পারে। তাই যাঁরা এখনও টাকা পাননি, তাঁদের ধৈর্য ধরার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তবে বিক্ষোভের ঘটনায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলেছেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কিছু লোকজনের মাধ্যমে পরিস্থিতি জটিল করার চেষ্টা চলছে। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকেও জানানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যদি কোথাও সমস্যা থাকে, তা প্রশাসনিকভাবে সমাধান করা হবে। কিন্তু সেই সুযোগে অশান্তি তৈরি করা মেনে নেওয়া যায় না। এর আগে বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়িও অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিলেন। তাঁর দাবি, যোগ্য উপভোক্তাদের একাংশকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলেই বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অন্নপূর্ণা যোজনাকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উপভোক্তাদের ক্ষোভের মধ্যেই শাসক ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। একদিকে টাকা না পাওয়া মহিলারা দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানাচ্ছেন, অন্যদিকে সরকারের তরফে আবেদন যাচাই এবং তথ্য আপলোডের প্রক্রিয়ায় সময় লাগার কথা জানানো হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া কীভাবে এগোয় এবং বিক্ষোভ কতটা নিয়ন্ত্রণে আসে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

মুখ-মাথা থেঁতলানো, যুবকের আধপচা দেহ উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২২ আগস্ট, ২০২৬ ঃ রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মুখবন্ধ বস্তা ঘিরে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তা খুলতেই বেরিয়ে আসে এক যুবকের আধপচা দেহ। শনিবার সকালে নিউটাউনের স্বামীজি নগর এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত যুবকের নাম সৌরভ বিশ্বাস। বয়স আনুমানিক ৩২ থেকে ৩৫ বছর। ঘটনায় ইতিমধ্যেই চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ইকোপার্ক থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে স্বামীজি নগর এলাকায় পৌঁছয় ইকোপার্ক থানার পুলিশ। রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বস্তাটি খুলতেই তার ভিতর থেকে উদ্ধার হয় যুবকের দেহ। দেহটি বেশ কিছুটা পচে গিয়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দু'তিন দিন আগে ওই যুবককে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্নও রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে। পুলিশের নজরে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। মৃত সৌরভ বিশ্বাসের শরীরজুড়ে একাধিক ট্যাটু রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজও পুলিশের হাতে এসেছে। সেই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এক যুবক কাঁধে করে বস্তাবন্দি কিছু একটা নিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকের পিছনে তা রেখে যাচ্ছে। এরপর বস্তার উপর ইট চাপিয়ে দিয়ে সে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় এক মিনিট পর সেখান থেকে চলে যায় বলে ফুটেজে দেখা গিয়েছে। তবে এলাকার আলো কম থাকায় ওই যুবকের মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যায়নি। স্থানীয় এক বাসিন্দার দাবি, ভোর ৪টা ২০ মিনিট নাগাদ এক যুবককে ওই এলাকায় বস্তা ফেলতে দেখা যায়। তাঁর কথায়, দেহটি বাইকের পিছনে রাখার পর তার উপর বস্তা ও ইট চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওই ব্যক্তি সেখান থেকে চলে যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সৌরভকে ভারী কোনও বস্তু দিয়ে মুখে আঘাত করা হয়ে থাকতে পারে। তাঁর শরীরে থাকা অন্যান্য আঘাতের চিহ্নও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একইসঙ্গে কোথায় তাঁকে খুন করা হয়েছিল এবং কীভাবে দেহটি স্বামীজি নগরে নিয়ে আসা হল, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মৃত সৌরভের সঙ্গে পরিচিত চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের কারণ এবং ঘটনার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। সৌরভের নিখোঁজ হওয়ার সময়কাল, তাঁর শেষবার কার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল এবং ঘটনার আগে তাঁর গতিবিধি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬২ সংখ্যা, রবিবার , ৫ ভাদ্র, ১৪৩৩

‘উৎপল দত্ত’

একটা গোটা সময়কাল, একটা গোটা চ্যাপ্টার, ইতিহাসে লেখা সৃজনশীল জগতের ধ্রুবতারা নাট্যকার উৎপল দত্তের সামৃতিচারণ। উৎপল দত্তের প্রয়াণ দিবসে ৬০ এর দশক, বামপন্থা ও কল্লোল নাটকের সংমিশ্রণে একটি লেখা রইলো। উৎপল দত্তের কল্লোল নাটকের জেরে ষাটের দশক তোলপাড় হয়েছিল। এমনকি যার জন্য কারার অন্তরালে বেশ কয়েক মাস কাটাতে হয়েছিল এই কিংবদন্তি নাট্যকার নট নির্দেশককে। আবার তাঁর মুক্তির দাবিতেই সেই সময় পথে নেমেছিলেন বিশিষ্টদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ। ১৯৬৫ সালের ২৮ মার্চ মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল উৎপল দত্ত রচিত ও নির্দেশিত ‘কল্লোল’ নাটক। এই নাটকের প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ আমলে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া শাহদাৎ আলির লেখা ‘নৌ-বিদ্রোহ’ বইটি। লালবাজারে পুলিশের কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালার থেকে গোপনে তা উৎপল দত্তের হাতে পৌঁছেছিল বলে জানা যায়। এই নাটক প্রসঙ্গে খোদ উৎপল দত্ত বলেছিলেন, কল্লোল নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের শুধু বীরত্বের কথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহের সময় কংগ্রেসের বল্লভভাই প্যাটেল এবং মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না উভয়ই তখন নৌ-সেনাদের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের কথা বলেছিলেন। তাছাড়া কার্যত তাদের ষড়যন্ত্রেই নৌবিপ্লবীদের কারাগারে পাঠান হয়েছিল বলে একটা মতবাদ রয়েছে। উৎপল দত্তও ওই নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন অস্ত্র ছাড়া জয় অসম্ভব তাই অহিংসা সত্যাগ্রহের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের দালালি। বরং কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক এবং অতীতেও তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছে সেটাই মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। তবে সেই সময়ই ‘কল্লোল’ নাটকে নৌ-বিদ্রোহের পরিণতি এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে অবশ্য বির্তক দানা বেঁধেছিল। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সর্বত্রই তখন কংগ্রেস সরকার। ফলে কল্লোল নাটকের বিষয়বস্তু যে ভালো লাগবে না তা বলাই বাহুল্য। নানাভাবে এই নাটক প্রদর্শনী আটকাতে চাপ তৈরি করা হচ্ছিল। দেখা গিয়েছিলো বাজারি সংবাদপত্রগুলি কেউ কল্লোল নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপতে রাজি ছিল না। তবু মানুষের মুখে মুখেই চলতে থাকা প্রচারের জেরে মিনার্ভায় নাটক দেখতে ভিড় জমে। সংবাদপত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হতে থাকেন শিল্প সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বরাও। কলকাতার বেশ কয়েকটি কাগজ কল্লোল নাটকের বিজ্ঞাপন না ছাপার জন্য এ রাজ্যে সংবাদপত্রগুলির কাছে যৌথ ভাবে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন, সত্যজিৎ রায়, মধু বসু, মন্মথ রায় সহ একদল শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী। এর পরেই অবশ্য সাত মাস জেলের অন্তরালে থাকার পর অবশেষে মুক্তি পান উৎপল দত্ত। তাঁর এই মুক্তিকে সামনে রেখে ৭ মে ময়দানে বামপন্থীরা ‘কল্লোল বিজয় উৎসব’-এর ডাক দেয়। ওই দিন একেবারে খাইবার জাহাজের ডেকের আদলে তৈরি হয়েছিল সভামঞ্চ আর প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল সেখানে। আসলে তখন উৎপল দত্ত ছিলেন নাট্যজগতের সাড়া জাগানো একটি নাম। যদিও তিনি ছিলেন বামপন্থী ঘেঁষা। তবুও তাঁর পরিচালিত নাটক দেখতে ডান বাম এক সঙ্গে বসে নাটক দেখে হাততালি দিয়েছিল।

দাঙ্গার ডায়েরি

বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন, ‘‘ ঢাকায় একবার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় গেণ্ডারিয়া আক্রমণ করতে আসে বিরাট দল। তাদের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য গেণ্ডারিয়ার উত্তরে খালি মাঠে সংঘর্ষ হয়। সারা গেণ্ডারিয়ায় তখন বাড়ির লোকরা দরজা জানালা বন্ধ করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আক্রমণের শিকার হওয়ার অপেক্ষা করছিল। আমি গেণ্ডারিয়ায় তখন উপস্থিত ছিলাম এবং নেপাল নাগ, সতীশ সরকার, ও অন্য সব বন্ধুরা দৌড়ে লাঠি সোটা নিয়ে সেই মাঠে যাওয়ার কালে গৃহস্থরা বন্ধ গৃহ হতে আমাদের উৎসাহ দিয়েছিল এই বলে Run on– quick– God will help you." প্রায় ১/২ ঘন্টা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত ২ দিকে সজ্জিত ২ সম্প্রদায়ের লোক, ইট পাটকেল দিয়ে ঢিল ছোড়া ছুড়ি হল। অপরপক্ষে দেখেছিলাম তাদের মেয়েরাও সহযোগিতা করছে। ঢিল সংগ্রহ করে এনে দিচ্ছে। আমরা তাদের ছোড়া ঢিল’ই কুড়িয়ে নিয়ে তাদের জবাব দিচ্ছিলাম। পরে পুলিশ এসে গেলে সকলেই পিছিয়ে যায়। গেণ্ডারিয়ার ভিতরে তারা আর প্রবেশ করতে পারেনি। ১৯২৮ ইং এ দল ঢাকায়, কুমিল্লায় খুব শক্তিশালী হয়েছে। বহু যুবক ও ছাত্র দল তৈরি হয়ে রয়েছে। বিদেশি শাসন যন্ত্রে সশস্ত্র আক্রমনের আহবান এলে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়বে Disciplined Soldier এর মত। কিন্তু দলে একমাত্র সংগঠন তৈরি, এবং তার Expansion এর কাজ ভিন্ন আক্রমণের বা সংগ্রামের জন্য দলের কোন পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি মানে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহের কোন কাজ বা এ নিয়ে কোন কথাবার্তা কার’ও কাছে শুনি না। তখন এ নিয়ে আমি ঢাকায় অনিলদা এবং কুমিল্লায় ললিত বাবুর সাঙ্গে কথাবার্তা বলে, অনেক চেষ্টা করি, উভয়ে মিলে এ নিয়ে আলোচনা করে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরীর জন্য। কিন্তু সম্পূর্ন ব্যর্থ হই। এর মধ্যে আর একটা গুরুতর ব্যপার ঘটে দলে। ১৯২৮ ইং সময়টা মনে হয়, ঢাকায় দলের বিভেদ সৃষ্টি হয়। বড়দার সাথে অনিলদার সম্পর্ক ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তার কারণ আমি আলোচনা করতে বিরত থাকছি। বিষয়টা অপ্রিয় বলে। ঢাকায় দলের সত্যগুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত, মনি রায়, রসময় মজুমদার, প্রফুল্ল দও এবং তাদের অনুগত বহুদলের সভ্য পৃথক group করে কাজ করতে থাকেন। কলকাতার রেবতী বর্মণের সম্পর্ক অনিলদার সঙ্গে ছিন্ন না করলেও ঘনিষ্ঠতা কমে যায়। হেমদার সঙ্গে সম্পর্ক থেকে যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে সন্তানদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ সব সন্তানরা সত্যের পুজারি। তাঁরা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। ঠাকুর সব সময়ে সন্তানদেরকে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মাও সন্তানদেরকে নিজের পুত্রের মতো ভালোবাসতেন। মা বলতেন, সন্তানরা আমরা প্রাণ। ঠাকুর ঈশ্বরের ভক্ত। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। সন্তানদের শক্তির কাছে সকলেই পরাস্ত হবে। সন্তানদের শক্তি ধারন করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমার নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুস্থ সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার কোনওদিন কোথাও বিপদ হয় না। তিনি সব সময়ে বিজয়ের মুকুট পরে থাকেন। জীবন সত্যকে প্রকাশ করতে হবে। মা সারদা দেবী বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমি ভালো করে ঘুমাতে পারি। ঠাকুরও ভালোভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারে। সন্ধ্যা হলেও গানের আসর বসতো দক্ষিণেশ্বরের নাটমন্দিরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো নরেনের গানে বিহ্বল হয়ে যেতেন। নরেনের ভক্তিগীতি শুনে ঠাকুর আবার জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন। তাঁর জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। ঠাকুর বলতেন, নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ। সে একদিন জগত বিখ্যাত হবে। ওর নাম সারা বিশ্বের লোকেরা করতে থাকবে। এর বই পড়বে। ওকে জানবে।

মঞ্চাভিনেতা শিল্পী শম্ভু মিত্র

অভিজিৎ ব্যানার্জি

নাট্যকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, আবৃত্তিশিল্পী এবং মঞ্চ তথা চলচ্চিত্র অভিনেতা শম্ভু মিত্র জন্ম গ্রহণ করেন ২২ আগস্ট, ১৯১৫ সালে। ‘‘মোট কথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনের অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনই নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে।’’- শেষ ইচ্ছাপত্র-এ

তিনি লিখেছিলেন, এই কারণে সৎকার সমাধা হওয়ার পূর্বে সংবাদমাধ্যমে শম্ভু মিত্রের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হয়নি। ১৯৩৯ সালে তিনি বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে যোগ দেন। পরে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সদস্য হন। ১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন নাট্যসংস্থা বহুরূপী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। শম্ভু মিত্রের স্ত্রী তৃপ্তি মিত্র ও কন্যা শাঁওলী মিত্রও স্বনামধন্য মঞ্চাভিনেত্রী। শাঁওলি মিত্রের নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র।

১৯৩৯ সালে রংমহলে যোগদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চে তাঁর পদার্পণ। পরে যোগ দিয়েছিলেন মিনার্ভায়। নাট্যনিকেতনে কালিন্দী নাটকে অভিনয়ের সূত্রে সেযুগের কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তী কালে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় আলমগীর নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু এই সময় থেকেই শিশিরকুমারের থেকে আলাদা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক নাট্যঘরানা তৈরিতে উদ্যোগী হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪২ সালে ফ্যাসিবিরোধী সংঘের সঙ্গে পরিচিত হন শম্ভু মিত্র। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির অনুপ্রেরণায় যোগ দেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। ১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর গণনাট্য সংঘে কাজ করার সময়ই প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন শম্ভু মিত্র।

১৯৪৮ সালে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠন করেন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেন, তুলসী লাহিড়ী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নাট্যকারের রচনা তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। তাঁর এই পরিচালনা গুলি ভারতীয় নাটকের ইতিহাসে এক একটি মাইলফলক হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৭০ সালে একটি আর্ট কমপ্লেক্স নির্মাণে উদ্দেশ্যে গঠন করেন বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সমিতি। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সমিতির প্রযোজনায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ মুদ্রারাক্ষস নাটকে অভিনয়ও করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় প্রয়োজনীয় জমি না পাওয়া গেলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে এক বছরের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো হন। ১৯৭৮ সালের ১৬ জুন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে দশচক্র নাটকে অভিনয় করেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় এটিই তাঁর শেষ নাটক। এই বছরই ১৫ অগস্ট অ্যাকাডেমিতে স্বরচিত চাঁদ বণিকের পালা নাটকটি পাঠ করেন তিনি। এরপর বহুরূপীর আর কোনো প্রযোজনায় তাঁকে দেখা যায়নি।

১৯৭৯ সালে প্রায় দৃষ্টিহীন অবস্থায় নান্দীকার প্রযোজিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ১৯৮০-৮১ সালে ফ্রিৎজ বেনে ভিৎজের পরিচালনায় ক্যালকাটা রিপোর্টারির প্রযোজনায় গ্যালিলি ওর জীবন নাটকে অভিনয় করেন। ১৯৮৩ সালে শাঁওলী মিত্র পরিচালিত ও অভিনীত ‘নাথবতী অনাথবৎ’ নাটকের প্রযোজক ছিলেন শম্ভু মিত্র। শাঁওলী মিত্রের পরবর্তী নাটক কথা অমৃত সমান-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন শম্ভু মিত্র। কন্যার নাট্যসংস্থা পঞ্চম বৈদিকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও আমৃত্যু কর্মসমিতি সদস্য ছিলেন। ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রসদনে পঞ্চম বৈদিকের প্রযোজনায় ও তাঁর পরিচালনায় দশচক্র নাটকটির পরপর ছয়টি অভিনয় পাঁচ দিনে মঞ্চস্থ হয়। অভিনেতা রূপে এর পর আর কোনোদিন মঞ্চে অবতীর্ণ হননি তিনি।

১৯৯৭ সালের ১৯ মে কলকাতার বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শম্ভু মিত্র। ইচ্ছাপত্র-এ তিনি লিখেছিলেন, ‘‘মোট কথা আমি সামান্য মানুষ, জীবনের অনেক জিনিস এড়িয়ে চলেছি, তাই মরবার পরেও আমার দেহটা যেন তেমনই নীরবে, একটু ভদ্রতার সঙ্গে, সামান্য বেশে, বেশ একটু নির্লিপ্তির সঙ্গে গিয়ে পুড়ে যেতে পারে।’’ এই কারণে সৎকার সমাধা হওয়ার পূর্বে সংবাদমাধ্যমে শম্ভু মিত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করা হয়নি।

বহুরূপীর প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র পরিচালিত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলঞ্জ নবান্ন, ছেঁড়া তার, পথিক, দশচক্র, চার অধ্যায়, রক্তকরবী, পুতুল খেলা, মুক্তধারা, কাঞ্চনরঙ্গ, বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা, বাকি ইতিহাস, পাগলা ঘোড়া, চোপ আদালত চলছে ইত্যাদি। চাঁদ বণিকের পালা তাঁর রচিত একটি কালজয়ী নাটক। এই নাটকের প্রযোজনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে একাধিক অনুষ্ঠানে তিনি এই নাটক পাঠ করেছেন এবং রেকর্ডও করেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ উলুখাগড়া, বিভব, ঘূর্ণি, কাঞ্চনরঙ্গ ইত্যাদি। এছাড়া গর্ভবতী বর্তমান ও অতুলনীয় সংবাদ নামে দুটি একাঙ্ক নাটকও রচনা করেন। নাট্যরচনা ছাড়াও শম্ভু মিত্র পাঁচটি ছোটোগল্প ও একাধিক নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত কাকে বলে নাট্যকলা ও প্রসঙ্গঞ্জ নাট্য দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

শম্ভু মিত্র ছিলেন বাংলার এক স্বনামধন্য আবৃত্তিশিল্পী। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের মধুবংশীর গলি কবিতাটি আবৃত্তি করে তিনি জনসমাজে বিশেষ সাড়া ফেলেছিলেন। রক্তকরবী, চার অধ্যায়, রাজা অয়দিপাউস, তাহার নামটি রঞ্জনা, ডাকঘর, চাঁদ বণিকের পালা ও অয়দিপাউসের গল্প তাঁর স্বকণ্ঠে রেকর্ড করা নাট্যপাঠ। এছাড়া শম্ভু মিত্র (কবিতা আবৃত্তি), রবীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠ, দিনা ন্তের প্রণাম তাঁর প্রসিদ্ধ বাংলা কবিতা আবৃত্তির রেকর্ড।

নাট্যাভিনয়ের সূত্রে চলচ্চিত্র জগতেও পা রেখেছিলেন শম্ভু মিত্র। খাজা আহমেদ আব্বাসের পরিচালনায় নির্মিত হিন্দি ছবি ধরতি কে লাল-এর সহকারী পরিচালক ছিলেন তিনি। অভিনয় করেছেন মানিক, শুভবিবাহ, ৪২, কাঞ্চনরঙ্গ, পথিক, বউ-ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। অমিত মিত্রের সঙ্গে একদিন রাত্রে ও তার হিন্দি জাগতে রহো-র কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ করেন। রাজ কাপুর প্রয়োজিত ও অভিনীত জাগতে রহো ছবিটি গ্রাঁ পিঁ সম্মানে ভূষিত হয়েছিল।

তাঁর পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল নবান্ন, দশচক্র, রক্তকরবী, রাজা অয়দিপাউস ইত্যাদি। তাঁর রচিত নাটকের মধ্যে চাঁদ বণিকের পালা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালে নাটক ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে ম্যাগসেসে পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯৮৩ সালে বিশ্বভারতী তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধিতে সম্মানিত করে। যাদবপুর ও বিশ্বভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট. উপাধিতেও ভূষিত করেছিল।

কয়েক বছর ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ) -এর সাথে যুক্ত ছিলেন । তিনি ‘ধর্তি কে লাল ‘ (১৯৪৬), ‘ জাগতে রহো’ (১৯৫৬)-এর মতো চলচ্চিত্রের জন্য, এবং ১৯৫৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক অবলম্বনে তাঁর প্রযোজিত ‘রক্ত করবী’ এবং নাট্যকার হিসেবে তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক ‘চাঁদ বণিকের পালা’ -র জন্য তিনি সম্মান লাভ করেন। তিনি ছিলেন মঞ্চ জগতে সাড়া জাগানো শিল্পী। একেবারে উৎপল দত্তের মতো তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। শৈশব জীবন ঃ তিনি ছিলেন জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী শরৎকুমার মিত্র এবং শতদলবাসিনী মিত্রের তিন পুত্র ও চার কন্যার মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান। তাঁর ১২ বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। তিনি কলকাতার চক্রবেড়িয়া মিডল ইংলিশ স্কুলে তাঁর স্কুলজীবন শুরু করেন।

ছবি ‘জলসা ঘর’-এর নিমতিতা রাজবাড়ি

কেশব সেন

সত্যজিৎ রায়র প্রথম ছবি পথের পাঁচালী দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত ও বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করার পর তিনি অনেক স্বপ্ন নিয়ে বানিয়েছিলেন অপরাজিত। কিন্তু ছবিটি প্রশংসিত হলেও বাণিজ্যিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। তাই তিনি খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক করলেন বাঙালি দর্শক যা চান সেই নাচে গানে সমৃদ্ধ একটা ছবি তিনি তৈরি করবেন। কিন্তু বাংলা ছবিতে যে ধরনের গান বা নাচের ব্যবহার হয়ে থাকে, সে রকম নয়। তার ছবিতে থাকবে ধ্রুপদী সংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের ছোঁয়া।

আর সেই কারণেই তিনি বেছে নিয়েছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্প ‘জলসাঘর’। যে গল্পের মধ্য দিয়ে এক সময়কার দাপুটে, দাম্ভিক, আবার সঙ্গীতানুরাগী, সামন্ততান্ত্রিক এক জমিদারের আর্থিক ক্ষয়িষ্ণুতা আর অসহায়তার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটিমাত্র পড়তি জমিদারের গল্প নয়, এটি ছিল সেই সময়কার বাংলার প্রায় সমস্ত জমিদারদেরই গল্প।

জলসাঘর গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গশ্রী পত্রিকায় ১৯৩৪ সালে। গল্পটি পড়ে সত্যজিৎ রায় বুঝতে পেরেছিলেন এর মধ্যে ধ্রুপদী সংগীত আর শাস্ত্রীয় নৃত্যকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যাবে।

গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৪ সালে আর সত্যজিৎ রায় ছবি করার পরিকল্পনা করেন ১৯৫৭ সালে। মাঝে কেটে গেছে তেইশটা বছর। কথায় আছে, জহুরী জহর চেনে। তাই অনেক গল্পের মধ্যে থেকে এই গল্পটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই গল্পের মধ্যে জাদু আছে, সেটিকে ঠিকমত পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারলেই ছবিটি বাংলার আপামর চলচ্চিত্রমোদীদের মন জয় করতে সক্ষম হবে।

সত্যজিত রায় প্রথমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন গল্পটির চিত্রনাট্য তৈরি করে দিতে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য সত্যজিৎ রায়ের পছন্দ না হওয়ায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তাকে বললেন চিত্রনাট্য লিখে নিতে। সত্যজিৎ রায় তখন ‘জলসাঘর’ ও রায়বাড়ি়র গল্প অবলম্বনে লিখে ফেলেন জলসাঘরের চিত্রনাট্য। এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন, জলসাঘর প্রকাশিত হবার পর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু স্থানীয় একজন বলেছিলেন, এই গল্পে তো শুধু রায়বংশের ধ্বংসের কথাই বলা হয়েছে। এই রায় বংশের উত্থানের কথাটাও লিখুন। তখন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে দুটি গল্প লেখার আইডিয়া আসে। যার প্রথমটিতে দেখানো হবে রায় বংশের উত্থান, আর দ্বিতীয়টিতে দেখানো হবে রায় বংশের জাঁক মজমকপূর্ণ রাজত্বকাল। আর ভাঙ্গনের কালতো লেখাই হয়ে গেছে। তাই তিনি জলসাঘরের বেশ কয়েক বছর পর লিখে ফেলে ছিলেন তার এই পর্বের দ্বিতীয় কিন্তু প্রথম গল্পটি, রায়বাড়ী।

সত্যজিৎ রায় তার জলসাঘর চিত্রনাট্যে এই দুটো গল্পেরই সুন্দর মিশেল ঘটিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় বুঝতে পেরেছিলেন, চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র রায়বংশের ভাঙ্গনের ছবি দেখালে হবে না তার সঙ্গে খানিকটা উত্থানের ছবিও দেখাতে হবে।

চিত্রনাট্য লেখার পর তিনি এবার চিত্রনাট্য অনুযায়ী রাজবাড়ী খোঁজা শুরু করে দেন সারা বাংলা জুড়ে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রাজবাড়ী আর পছন্দ হয় না। খানিকটা হতাশই বোধহয় হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি চাইছিলেন গল্পের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এমন একটি বিশাল প্রাসাদ, যেটা একদিকে যেমন ক্ষয়িষ্ণু হবে আবার তার আভিজাত্য হবে গগনচুম্বী। তাই মনের মত প্রাসাদ না পাওয়া গেলে স্টুডিওতে সেই প্রাসাদ তৈরি করতে গেলে যা খরচা পড়বে তাতে ছবির বাজেট অনেক বেড়ে যাবে, সেটাই ছিল তার মূল চিন্তার বিষয়। ছবিটির প্রযোজক ছিলেন তিনি নিজেই। এর মধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন।

এরপর এই প্রকল্পটিকে নিয়ে আর তিনি এগোবেন কিনা যখন ভাবছিলেন, তখন লালগোলার একটা জমিদার বাড়ি দেখার পর, স্থানীয় একটা চায়ের দোকানে এক বৃদ্ধের কাছে তিনি খোঁজ পান কাছাকাছি আরেকটি রাজবাড়ীর। নিমতিতা রাজবাড়ীর।

খানিকটা দ্বিধা ও সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে তিনি পৌঁছে যান নিমতিতায়। কিন্তু এবারে তাঁকে আর হতাশ হতে হয়নি। আর তাকে সংশয়ের দোলায় দুলতে হয়নি।

বাড়ীটি একবার দেখেই তাঁর পছন্দ হয়ে যায়। ইতালীয় স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণে, সামনে বিরাট উঁচু উঁচু চার জোড়া করিন্থিয়ান থাম, মাথায় বিশাল পেডিমেন্ট, পেডিমেন্টের মাথায় কোন একটা মূর্তির ভগ্নাংশ অবশিষ্ট রয়েছে, থামগুলির দুপাশে রয়েছে একসাথে, সামনে-পেছনে করে, তিনটি থামের সন্নিবেশ, সামনে একতলায় ও দোতলায় টানা বারান্দা, তাতেও রয়েছে মাঝে মাঝে ছোট ছোট করিন্থিয়ান স্টাইলে তৈরী জোড়া থাম, দোতলায় জোড়া থামের মাঝখান।

‘এক ঘরে করে দিতে পারেনি’-দেবব্রত

অনিকেত নস্কর

রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী ও শিক্ষক এবং গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধাপুরুষ ও গণসঙ্গীত গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস জন্ম গ্রহণ করেন ২২ আগস্ট, ১৯১১ সালে। ১৯৪৪ সালে

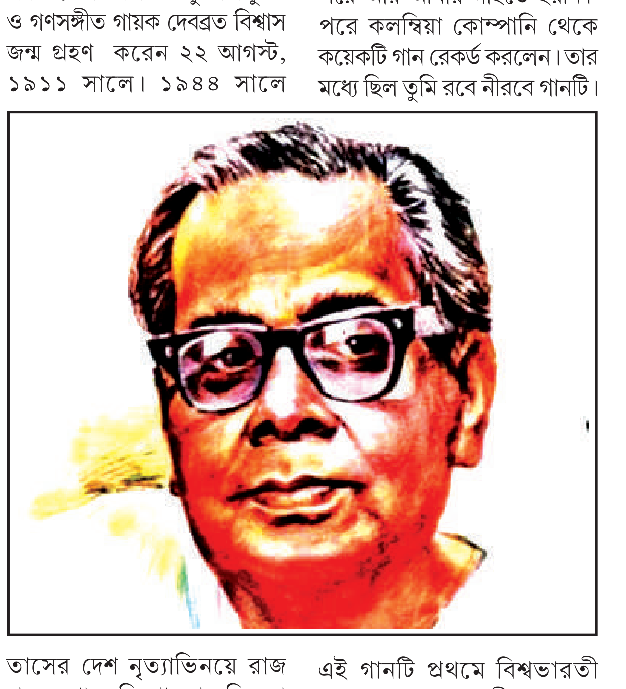

তাসের দেশ নৃত্যাভিনয়ে রাজ পুত্রের গানগুলি গাওয়ার নিমন্ত্রণ পান তিনি। এই সময় থেকেই প্রথাগত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। তাসের দেশ নৃত্যাভিনয়ের একটি মনোজ্ঞ ছবি ‘ব্রাত্যজনের রূদ্ধ সঙ্গীত’-এ পাওয়া যায়- দু তিন রাত অভিনয় হয়ে যাবার পর পরিচালক মহাশয় (শান্তিদেব ঘোষ) নাটকের শেষ গানটি (বাঁধ ভেঙে দাও) আমায় গাইতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, গানটি With pleasur গাইব, না without pleasure গাইব? তিনি with pleasure গাইবার নির্দেশ দিলেন। গানটি গাওয়া হত খুব পেলব ভঙ্গীতে। সেদিন আমি গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলিতে যেভাবে গানটি গাইতাম ঠিক সেই ভঙ্গীতে দ্রুতলয়ে গাইতে আরম্ভ করলাম। দেখতে পেলাম দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী কেলু নায়ার প্রাণের আনন্দে স্টেজের ধুলো উড়িয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন কিন্তু অন্যরা ঠিক সুবিধা করতে পারছেন না। বলা বাহুল্য ওই গান পরে আর আমায় গাইতে হয়নি। পরে কলম্বিয়া কোম্পানি থেকে কয়েকটি গান রেকর্ড করলেন। তার মধ্যে ছিল তুমি রবে নীরবে গানটি।

এই গানটি প্রথমে বিশ্বভারতী অনুমোদন করতে অস্বীকার করে। দেবব্রত বিশ্বাসের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, তিনি (অনাদি কুমার দস্তিদার, বিশ্বভারতী স্বর লিপি সমিতির সম্পাদক) আমায় ডেকে বললেন, গীতবিতানে গানের কথা লেখা আছে , মম দুঃখ বেদন মম সফল স্বপন, এই সফল কথাটিকে তুমি সকল গাইলে কেন? আমি তখন অনাদিদাকে বললাম ‘বীণাবাদিনী’ পত্রিকায় যে স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল তাতে ‘সকল’ আছে। অনাদিদা বললেন, ওটাতে ভুল হয়েছিল; আমি বললাম, ভুল যদি হয়েই থাকত তাহলে এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই শুদ্ধিপত্র বার করা হত, কিন্তু তাতো করা হয়নি। তবু অনাদিদা গানটি অনুমোদন করতে রাজী হলেন না। নীহারবিন্দু সেন ইতিমধ্যে ইন্দিরা দেবী চৌধরানীকেই এই ব্যাপারে মতামত চেয়ে একটি চিঠি লিখে ছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, তআমার স্মৃতি ও যুক্তি ইহাই সাক্ষ্য দেয়দ অর্থাৎ সকল কথাটিই ঠিক। আমি তখন নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বললাম। তাঁদের নির্দেশে পরে অবশ্য অনাদিদা গানটি অনুমোদন করেছিলেন।

দেবব্রত বিশ্বাস হিন্দুস্তান রেকর্ড কোম্পানি থেকে অনেকগুলি গান রেকর্ড করেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস প্রথম দিকে তাঁর কিছু গান রেকর্ড করলেও পরে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ প্রথম দিকের তাঁর কয়েকটি গান হল - আকাশ জুড়ে শুনিনু, এখন আমার সময় হল, ওই আসনতলের মাটির পরে, ওগো পথের সাথী, তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম এবং এই তো ভালো লেগেছিল। হিন্দুস্তান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্-এ প্রকাশিত গানগুলিতে তাঁর প্রতিভার বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - আকাশভরা সূর্য্য তারা, যেতে যেতে একলা পথে, গায়ে আমার পুলক লাগে, পুরানো সেই দিনের কথা, এ মণিহার আমায়, আমি যখন তাঁর দুয়ারে, তোমার দ্বারে কেন আসি, পুরানো জানিয়া চেয়োনা, অনেক দিনের আমার যে গান ইত্যাদি..ইত্যাদি। হিন্দুস্তানে তাঁর কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরাজী অনুবাদ সহ (সম্ভবতঃ শিবদাস ভট্টাচার্য্য-কৃত) প্রকাশিত হয়েছে - বড়ো আশা করে ও With a high hope– ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু ও This weariness forgive me এবং তোমার হল শুরু আমার হল সারা ও Thine is this a beginning এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া দুর্লভ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত-ও তিনি গেয়েছেন, যেগুলির স্বরলিপি এখনও প্রকাশিত হয় নি - এ যে মোর আবরণ ঘুচাতে কতক্ষণ, তোমার রঙীন পাতায় লিখব প্রাণের কোন বারতা, আমার হারিয়ে যাওয়া দিন, মেঘেরা চলে চলে যায়, যার মধ্যে প্রথম দুটি গান ১৯৭০-এর দশকে আকাশবাণী কলকাতায় কয়েকবার সম্প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু হয়তো সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরের দুটি গান একটি সিডি-তে প্রকাশিত হয়েছে।

এই সময় গণনাট্য সংঘ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। তবে দেশভাগের সময় পার্টি কংগ্রেসকে সমর্থন করলে তিনি পার্টির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন। ‘‘যে পূর্ববঙ্গের মাটিতে আমার জন্ম হয়েছিল, যে পূর্ববঙ্গে আমি শিশুকাল থেকে বড় হয়েছি, যে পূর্ববঙ্গে আমার নিজের ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন রয়েছে সেই পূর্ববঙ্গ এখন আর আমার স্বদেশ নয়, তা হয়ে গেল বিদেশ, এতে আমার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে। এই কারণে আমাদের এই স্বাধীনতা যে আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল, সেটাই ওদের (গণনাট্য সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ) জানিয়েছিলাম। তাছাড়া যেসব কারণে কমিউনিস্ট পার্টির (upport Neheru Govt.” থিসিস আমার কাছে নিতান্তই অযৌক্তিক মনে হয়েছিল তাও ওদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম।

১৯৪০-এর দশকের শেষভাগে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তিনি গোপনে পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহও করেন। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে চিন পরিভ্রমণ করেন ও সেই অভিজ্ঞতা অন্তরঙ্গ চীন নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে পুনরায় চিন যান এবং সেই বছরই ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মিয়ানমার) বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আহবানে সংগীতানুষ্ঠান করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি সংগীতানুষ্ঠান করেছিলেন।

১৯৬৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সঙ্গীত সমিতির সঙ্গে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়ন বিষয়ে তাঁর মতভেদ শুরু হয়। মতভেদ তীব্র আকারণ ধারন করে।

হলে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াই

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর রচিত ‘বিদ্যাসাগর চরিত’

শঙ্করলাল কর্মকার

স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞান লেখক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী জন্ম গ্রহণ করেন ২০ আগস্ট, ১৮৬৪ সালে। তাঁর পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য উপযুক্ত

পরিবেশ ছিল না। উপযুক্ত বইয়ের অভাবই ছিল এর মূল কারণ। তিনি প্রচুর গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালিদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। তার কোন মৌলিক গবেষণা বা আবিষ্কার নেই, তবে তিনি মূলত লেখনীর মাধ্যমেই একজন বিজ্ঞানী ও শাস্ত্রজ্ঞের মর্যাদা লাভ করেছেন। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছাড়াও তিনি দর্শন ও সংস্কৃত শাস্ত্রের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ বাংলায় পাঠকের উপযোগী করে তুলে ধরেন।

রামেন্দ্রসুন্দর মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার জেমো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম গোবিন্দসুন্দর এবং মা চন্দ্রকামিনী। বাংলা ভাষার চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর, কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি বাঙালি ছিলেন না। তার পূর্বপুরুষরা বন্ধুগল গোত্রের জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মের দু’শ বছর আগে থেকেই মুর্শিদাবাদে বসবাস করতো। এর ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে তাদের সকলের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং এক অর্থে তারা বাঙালিদের মতই বাংলার চর্চা করতে শিখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনার আগেই ১৮৭৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে জেমো রাজপরিবারের নরেন্দ্র নারায়ণের কনিষ্ঠ কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীর সাথে তার বিয়ে হয়।

শৈশবকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দর মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এর ফলে ২৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং একটি স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পান। একই কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিজ্ঞানে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র এফএ পরীক্ষা ছাড়া জীবনের অন্য সকল পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী যেভাবে বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন তাতে মনে হয়েছে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর চরিত্র অঙ্কনের পরেই তাঁর নাম নেওয়া উচিত।

জিটি রোডে টোটো চালালে গ্রেফতার! রাস্তায় নামলেন না কোনও চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তরপাড়া, ২২ আগস্টঃ টোটো নিয়ে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। মেইন রোডে টোটোর জন্য যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে ব্যাপারে তপর রাজ্য প্রশাসন। জায়গায় জায়গায় টোটোচালকদের বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে শনিবার সকাল থেকে স্তব্ধ হয়ে গেল টোটো চলাচল। একটা খবরকে কেন্দ্র করেই টোটো চালানো বন্ধ করে দিয়েছেন চালকরা। হুগলির উত্তরপাড়ায় দেখা গেল সেই ছবি। উত্তরপাড়ার বালিখাল থেকে যে সব টোটো চলে, সেই সব টোটোতে গেরুয়া ঝান্ডা বেঁধে, হাতে প্লাকার্ড নিয়ে এদিন নিজেদের দাবি জানাতে থাকেন টোটোচালকরা। এদিন তাঁরা টোটো নিয়ে রাস্তায় নামেননি। চালকদের দাবি, চন্দননগর ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে নাকি বলে দেওয়া হয়েছিল যে জি টি রোডে টোটো চললে আটক করা হবে। সেই ভয়ে শনিবার রাস্তায় টোটো নামাননি তারা। জিটি রোডে টোটো নামলে গ্রেফতার হতে হবে। এমন খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভয়ে টোটো বন্ধ করেছেন টোটো চালকরা। প্লাকার্ড হাতে বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি টোটো চালকদের। প্লাকার্ডে লেখা, 'টোটো চালকদের ভুল বুঝবেন না।' উত্তরাপাড়া থানার সামনে জড় হয়ে বিকল্প কাজের দাবি জানাতে

থাকেন তাঁরা। উত্তরপাড়া টোটো ইউনিয়নের নেতা তাপস পাল বলেন, ''আমাদের বিকল্প কর্মসংস্থান করে দিক। আমরা টোটো চালাব না।'' উত্তরপাড়ার বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, ''টোটোর ব্যাপারে আমার কাছে কোনও খবর নেই। মাস দুয়েক আগে আমরা এ ব্যাপারে একটা কথা বলেছিলাম। জিটি রোডটাকে যদি গতিশীল করা যায়। কয়েকটা বাসরুটও চলছে জিটি রোড দিয়ে। তাই বিকল্প রাস্তা যদি বের করা যায়। মাস দেড়েক আগে পুরসভার চেয়ারম্যান পুলিশ ট্রাফিকের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তারপর পুলিশ এনিয়ে উদ্যোগ নেয়নি। সকালে এসিপি ট্রাফিক ফোন করে জানান, টোটো চালকদের সঙ্গে একটা মিটিং করছেন।'' টোটো চালকদের জীবন জীবিকার প্রশ্ন। তাই তাঁদের জন্য বিকল্প না ভেবে, মানুষের সমস্যার কথা না ভেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছেন বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ।

দশে শূন্য দিয়েছেন বর্ধমান মেডিক্যালকে!

মেমারি হাসপাতালে সারপ্রাইজ ভিজিট স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমানঃ একেবারে ব্যাটিং মুডে স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের পর, শুক্রবার রাতে মেমারি হাসপাতালে ঝটিকা সফরে এলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। আর এসেই কড়া দাওয়াই দিলেন

তিনি। অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং ও পরিকাঠামো পড়ে থাকা নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। গত বৃহস্পতিবার থেকে সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার রাতে হঠাৎ করেই শক্তিগড় থানার অন্তর্গত বড়শুল প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং তারপরে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিদর্শনে আসেন তিনি। হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিষেবার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন রোগী এবং তাদের পরিজনদের সঙ্গে। হাসপাতাল পরিদর্শনের পর মহিলাদের জন্য কড়া নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনই বলে গিয়েছিলেন যে আবারও সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরোবেন তিনি। যেমন কথা, তেমন কাজ। শুক্রবার বেশ রাতে জামালপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সফর শেষে মেমারি হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সব কিছু ঘুরে দেখে জানিয়ে দেন, তিনি সন্তুষ্ট নন। মেমারি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এসেও এক জায়গায় বসে থাকেননি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। হাসপাতালে সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখেন তিনি। হাসপাতালে আবর্জনা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। হাসপাতালের নানা বিষয় নিয়ে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। যাওয়ার আগে তিনি হাসপাতালে পরিকাঠামো এবং হাসপাতালকে আরও উন্নত করার কথা বলে যান। মন্ত্রী এদিন বলেন, ''অনেকগুলি বেডের মোড়ক খোলাই হয়নি। রেফ্রিজারেটর সহ একাধিক যন্ত্রপাতি-সেগুলিও অব্যবহৃত পড়ে আছে।'' ক্রাশ ট্রলি, ৩টি টেবিল, পঞ্চাশটির বেশি বেড পড়ে থাকা নিয়ে কোনও কৈফিয়ত শুনতেই রাজি হননি তিনি। তিনি জানান, কর্মী সংখ্যা কম কি না, তা দেখা হবে। তবে তিনি হিসাব নিয়ে দেখেছেন, কর্মী যা আছে, তা যথেষ্ট। পরিচ্ছন্নতা এবং পরিষেবা নিয়ে কোনও সমঝোতা নয়। এ কথা সাফ জানিয়ে দেন মন্ত্রী। তিনি এও বলেন যে দুটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ফ্লোর এখনও অব্যবহৃত পড়ে আছে। এই সব অব্যবস্থা দ্রুত দূর করার নির্দেশ দেন তিনি। জানিয়ে দেন, সরকার সব গড়ে দেবে,তা ব্যবহার হবে না, এটা মানা হবে না।

স্কুলের ছাত্রের সঙ্গে কর্মীর চুলোচুলি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ, ২২ আগস্টঃ স্কুলের ছাত্রী আর অশিক্ষক কর্মীর মধ্যে তুমুল হাতাহাতি। রীতিমতো চুলোচুলি! স্কুলের মধ্যে এমন দৃশ্য কস্মিনকালেও দেখেনি ছাত্রছাত্রীরা। মালদহের বামনগোলার জগদলা হাইস্কুলের ঘটনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই মারামারির ছবি। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন এক ছাত্রের স্কুল সার্টিফিকেট দেওয়া নিয়ে গোলমাল বাঁধে। অভিযোগ, প্রাক্তন ছাত্রের বর্তমান সংশোধিত নাম অনুযায়ী সার্টিফিকেট দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু, অশিক্ষক কর্মী জানান স্কুলের নথিতে যে নাম রয়েছে সেই অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। এরপরে প্রাক্তন ছাত্রের পক্ষ হয়ে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া এবং আরও কয়েকজন ছাত্রী মহিলা অশিক্ষক কর্মীর সঙ্গে হাতাহাতি, মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে। স্কুল চলাকালীন এভাবে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে স্কুলে। মহিলা অশিক্ষক কর্মী দাবি করেন, তাঁর ওপরে হামলায় ইন্ধন দেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং আরও এক সহশিক্ষক। পরে চিকিৎসার জন্য ওই মহিলা অশিক্ষক কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হয় বামনগোলার মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে। অভিযোগ, সেখানে পাল্টা অশিক্ষক কর্মীর পক্ষ নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং আরও এক শিক্ষককে মারধর দেওয়া হয়। ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। তারপর আক্রান্ত অশিক্ষক মহিলা কর্মীকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে আনে সেখানে তার চিকিৎসা চলে। আক্রান্ত মহিলা অশিক্ষক কর্মী জানান, দেড় বছর আগে তিনি স্কুলের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। চাকরি পাওয়ার পর থেকেই স্কুলে মিড ডে মিল সহ একাধিক বিষয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্কুল টিআইসি অমিত হালদার যুক্ত ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন আর প্রতিবাদ করাতে অশিক্ষক ও মহিলা কর্মীকে যৌন হেনস্থা কু প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ভারপ্রাপ্ত টিআইসির বিরুদ্ধে। সেই সময় অশিক্ষক মহিলা কর্মী সংশ্লিষ্ট থানা ও স্কুল শিক্ষা দফতরকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনওরকম তদন্ত হয়নি। স্কুলের অভিযুক্ত টিআইসি সহ স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক তৃণমূলের ছত্রছায়ায় ছিলেন বলে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আবার স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রকে টিসি দেওয়ার ক্ষেত্রে রেজিস্টার খাতায় নামের অক্ষর ভুল ছিল। সে ক্ষেত্রে টিসি সার্টিফিকেটে অশিক্ষক মহিলা কর্মী সই করেননি। তারপরেই স্কুলের টিআইসি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্টাফরুমে মারধর করে, শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। দক্ষিণ মালদহ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় জানান, একজন স্কুলের অশিক্ষক মহিলাকর্মীর উপর যেভাবে মারধর করা হল, তাকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে অভিযুক্তকে আইনগতভাবে করা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এরকম স্কুলে রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না।

বহরমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়িতে মিলল বিপুল অস্ত্র

বাজারসৌয়েও অস্ত্র-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২২ আগস্টঃ মুর্শিদাবাদ জেলার দুই জায়গায় পুলিশের অভিযান। উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ। বহরমপুরে তৃণমূল নেতার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ উদ্ধার হয় শুক্রবার রাতে। শক্তিপুর থানা এলাকায়ও বিপুল অস্ত্র এবং মোট তিনজন গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বহরমপুর এবং শক্তিপুর এলাকায় এই তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১১টি ম্যাগাজিন এবং ২২৬ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রথম অভিযানটি চালায় বহরমপুর থানার পুলিশ। পুলিশের হেফাজতে থাকা বহরমপুর শহর যুব তৃণমূল সভাপতি পাপাই ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁরই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। উদ্ধার হয় ৭টি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, ৫টি ম্যাগাজিন এবং ১৮৬ রাউন্ড গুলি। শাসকদলের নেতার বাড়ি থেকে এত পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অন্য দিকে, শক্তিপুর থানা এলাকায়

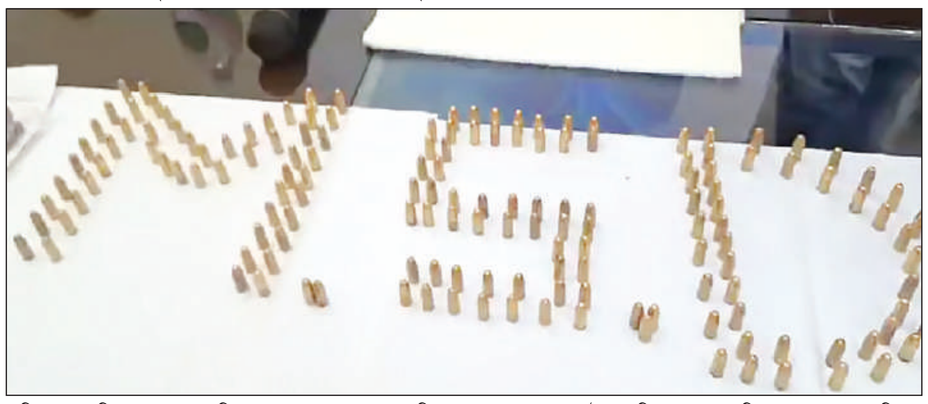

পুলিশের অভিযানে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে আরও দু'জনের খোঁজ পায় পুলিশ। বাজারসৌ এলাকায় রাজ্যসড়ক থেকে ওই দু'জনকে ধরা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৬টি ম্যাগাজিন ও ৪০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ওই দু'জন বিহারের মুঙ্গের থেকে অস্ত্রগুলি আনেন। আজিমগঞ্জ হয়ে বাজারসৌ স্টেশনে নামেন ভোরে। পরিকল্পনা ছিল, রামনগর ঘাট পেরিয়ে পলাশী, বহরমপুর হয়ে ট্রেকারে জলঙ্গি যাওয়ার। তবে বাজারসৌ স্টেশনে নেমে রামনগর যাওয়ার জন্য রাজ্যসড়ক ধরে হাঁটার সময়েই ধরে ফেলে পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত রয়েছে এবং এত আগ্নেয়াস্ত্র কোথায় চালান করার পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, জেলা জুড়ে অস্ত্র পাচার বা কোনও বড়সড় অন্তর্ঘাতের ছক ছিল অভিযুক্তদের। ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

তমলুকে উদ্বোধন হলো পূর্ব মেদিনীপুরের প্রথম আধার সেবা কেন্দ্র, মিলবে যাবতীয় পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ আগস্টঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অধিবাসীদের জন্য এক বড় স্বস্তির খবর। জেলাতে চালু হলো প্রথম পূর্ণাঙ্গ আধার সেবা কেন্দ্র। তমলুক শহরে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ২০ আগস্ট বৃহস্পতিবার এই পরিষেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের প্রতিমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ বেরা, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক নিরঞ্জন কুমার, ইউআইডিএওয়াই-এর ডাইরেক্টর শুভদীপ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ও বিজেপির জেলা সভাপতি মলয় সিনহা সহ কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। সরকারি ছুটির দিন ব্যতিরেকে সপ্তাহের সাত দিনই এই কেন্দ্র খোলা থাকবে। প্রতিদিন প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ জন মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রটির। পূর্বে আধার সংক্রান্ত জটিল কাজের জন্য জেলাবাসীকে কলকাতা বা রাঁচি ছুটতে হতো। এখন থেকে সমস্ত ধরণের কাজ তমলুক শহরের এই অফিস থেকেই সম্পন্ন করা যাবে। যে সকল পরিষেবা গুলি পাওয়া যাবে তা হলো নতুন আধার কার্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি ও আবেদন, আধার কার্ডের ভুল সংশোধন, ঠিকানা পরিবর্তন এবং বাবা বা স্বামীর নাম সংযোজন, বায়োমেট্রিক তথ্য আপডেট, নির্দিষ্ট কিছু আধার পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) মানুষদের জন্য আধার কার্ড করানো ও সংশোধনের বিশেষ সুব্যবস্থা রয়েছে। জেলাতেই এই সুসংগঠিত সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুরের সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা গেছে।

রোগীদের বেডে ঘুরছে ইঁদুর, মালদা মেডিক্যালে পাতা হলো খাঁচা, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ আগস্টঃ ইঁদুরের উপদ্রবে নাজেহাল মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অভিযোগ, ওয়ার্ডে শুয়ে থাকা অসুস্থ রোগীদেরও কামড় খেতে হচ্ছে ইঁদুরের। সেই সমস্যার সমাধানে এ বার রোগীদের বেডের পাশেই পেতে রাখা হয়েছে ইঁদুর ধরার

খাঁচা। ঝাঁ-চকচকে এই সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রোগীদের বেডের পাশে ইঁদুরের খাঁচা পাতার বেশ কিছু ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি নিয়ে। শুধু ইঁদুরের উৎপাত নয়, হাসপাতালের ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। অভিযোগ, হাসপাতালের ওয়ার্ডের ভিতরে জমে রয়েছে জল। হাসপাতালের এমন শোচনীয় পরিস্থিতি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ইংরেজবাজারের বিজেপি নেত্রী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বলেন, ''হাসপাতালের ভিতরের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। রোগীদের বেডের পাশে খাঁচা পেতে রাখা হয়েছে মানে মালদা মেডিক্যালে ইঁদুরের উপদ্রব রয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট, যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামলাতে পারছেন না। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানানো হবে।'' মালদা মেডিক্যালের সহকারী অধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ বর বলেন, ''আমরা পেস্ট কন্ট্রোল করিয়েছি। তাতেও ইঁদুরের উৎপাত কমেনি। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। রোগীদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেই জন্যই ইঁদুর ধরার যন্ত্র রাখা হয়েছে।''

ইথানলের খিদে মেটাতে 'আগুন' চিনিতে? কেন লাফিয়ে দাম বাড়ছে?

বিশেষ প্রতিবেদন

চিনির দাম আকাশছোঁয়া। গত এক সপ্তাহ ধরে টানা বাড়ছে চিনির দাম। আমজনতার পকেটে চাপ পড়ছে, রান্নাঘরে টান পড়ছে চিনিতে। অন্যদিকে মাথায় হাত মিষ্টি ব্যবসায়ীদের। চিনির দাম বেড়ে যাওয়ায় পুজোর মরশুমের আগে মিষ্টি তৈরির খরচও বাড়বে বলেই আশঙ্কা তাঁদের। সেটা হলে ধাক্কা লাগবে ব্যবসায়। একই আশঙ্কা বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদেরও। কিন্তু কেন বাড়ছে চিনির দাম? এই সময় অনলাইন খোঁজ নিল তারই। বিক্রেতা থেকে ব্যবসায়ী, সবারই আশঙ্কা ই২০ পেট্রলের জন্য ইথানল তৈরি হচ্ছে- ইথানল এবং চিনি, এই দুই-ই আখ থেকে তৈরি হয়। সেই কারণেই চিনির দাম বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে একটা বড় অংশের। উত্তর ২৪ পরগনায় মুদিখানার জিনিসের ব্যবসা করেন অখিল কুণ্ডু। তিনি জানান, জোগান কম এবং চাহিদা বেশি, তার জন্যই দাম বেড়েছে। দাম বেড়েছে বলে চাহিদা কমেছে বাজারে। অনেকেই কম করে নিচ্ছে বলে জানাচ্ছেন আর এক বিক্রেতা শিবশঙ্কর সাহা। ওই জেলারই মুদি ব্যবসায়ী ভবতোষ সাহা বলছেন, ''১০ দিনের মধ্যে প্রতি কিলোতে ১০ টাকা চিনির দাম বেড়েছে। পুজোর জন্য চিনির চাহিদা বাড়ে। এখন যদি এ ভাবে দাম বাড়তে থাকে, তাহলে এর পরে তো আরও বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।'' ইথানল নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে বিক্রেতা শুভেন্দু সাহার মনেও। তিনি বলছেন, ''প্রতিদিন বাড়ছে চিনির

দাম। কারণ রাজ্যে জোগান নেই। সরকার নিয়ন্ত্রণ না করলে জোগান নিয়ে সমস্যা হবে। গত দেড় মাসে পাইকারিতেই কেজিতে ১৫-১৬ টাকা বেড়ে গিয়েছে।'' তিনি জানাচ্ছেন, বাইরে থেকে চিনি এলেও কাজ হবে না। আমদানি হওয়ার চিনি দিয়ে মিষ্টির কাজ হয় না ঠিকমতো। চিনির দাম বাড়লে সরাসরি প্রভাব পড়ে ছোট ছোট বেকারি কারখানায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানাচ্ছেন, চিনির দাম এত বেড়ে যাওয়ায় বেকারি শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। তিনি বলছেন, ''সামনে পুজো এবং তারপরে ইংরেজি নববর্ষের সময়ে কেক-প্যাস্ট্রি-কুকিজের চাহিদা বাড়ে।'' সেই সময়ে চিনির দাম আকাশছোঁয়া হলে উৎপাদনে বড়সড় ধাক্কা লাগবে বলেই আশঙ্কা তাঁর। আরিফুলের দাবি, ''দেশে চিনি পর্যাপ্ত ছিল।'' তাঁর আরও সন্দেহ, ই২০ পেট্রলের জন্য ইথানল তৈরির ক্ষেত্রে যেহেতু আখ লাগে, তাই চিনির ক্ষেত্রে জোগান মিলছে না। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের চিন্তার কথা জানালেন কেসি দাসের কর্ণধার ধীমান দাস। তিনি বলছেন, ''দাম বাড়ছে, এমনটাই শুধু নয়। চিনি তো পাওয়াও যাচ্ছে না।'' তিনি জানাচ্ছেন, রাখি-জন্মাষ্টমী-গণেশ পুজোর হাত ধরে উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে। এর পরে দুর্গাপুজো রয়েছে। পুজোর পরেই বিয়ের মরশুম। চিনির দামে লাগাম আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষের দ্বারস্থ মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। কেন্দ্রের কাছে দরবার করেছেন তাঁরা। ধীমান দাসের বক্তব্য, ''এত বছর ধরে তো এই জিনিস হয়নি। ৪৩-৪৫ টাকার মধ্যে চিনির দাম ঘুরছিল। হঠাৎ এক মাসের এমন কী হলো?'' তাঁরও সন্দেহ, ইথানল তৈরির জন্য আখ-চিনি লাগছে, তার জন্য জোগান কমতে পারে। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড-এর প্রাক্তন সিনিয়র এগজিকিউটিভ তথা এনার্জি পলিসি ও বিকল্প জ্বালানি গবেষক সমীরণ মজুমদার জানাচ্ছেন, ই২০-এর জন্য ইথানল প্রয়োজন ঠিক। কিন্তু শুধু সেটার জন্যই চিনির দাম বাড়ছে, এমনটা মনে করছেন না তিনি। তাঁর মতে আরও নানা ফ্যাক্টর জড়িত থাকতে পারে, যেগুলির সঙ্গে সরাসরি ইথানলের সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। কেন এ কথা বলছেন তিনি? সমীরণ মজুমদারের যুক্তি, ''রাষ্ট্রয়ত্ত তেল সংস্থাগুলি কত ইথানল নেবে, তা এক বছরের চুক্তি করে নেয় আগে থেকেই। শেষ চুক্তি অনুযায়ী বলা হয়েছে, যত ইথানল নেওয়া হবে, তার মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ ভুট্টাজাতীয় শস্য থেকে প্রাপ্ত হতে হবে।'' ফলে পুরো প্রক্রিয়াটাই যে আখ থেকে ইথানল তৈরি হচ্ছে, এমনটা নয়। এ ছাড়া তিনি আরও জানালেন, আগে আখের রস থেকে ইথানল তৈরি হতো। এখন আখের ছিবড়ে, চালের খুদ থেকেও ইথানল তৈরির প্রক্রিয়া রয়েছে। রয়েছে অন্য যুক্তিও। দেশে চিনির দামের রেকর্ড বৃদ্ধির পিছনে সরাসরি কারণ হিসেবে দায়ী করা হচ্ছে ইথালন উৎপাদনকে। আখের যা মজুত রয়েছে, তা থেকে একটি অংশ ইথানল তৈরির জন্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে বলেই চিনির উৎপাদনে টান পড়েছে বলে অভিযোগ। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি উৎপাদক। তার পরেও কেন দেশের অন্দরে চিনিতে টান পড়ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিবিধ রিপোর্ট, স্ট্যাটিসটিক্স ঘেঁটে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে, ভারতে যা চিনি উৎপাদিত হয়, তা দেশের জন্য পর্যাপ্ত। ইথানল তৈরির জন্য আখ সরিয়ে রাখার পরেও যা উৎপাদন হবে, স্বাভাবিক সময়ের জন্য সেটা কাজ চলে যাওয়ার মতো। কিন্তু উৎসবের মরশুমে চিনির চাহিদা হঠাৎ করেই অনেকটা বেড়ে যায়। সেই অতিরিক্ত চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না জোগান। সেই কারণেই দাম বাড়ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। কারণ যাই হোক, আমজনতার পকেটে টান কমাতে সরকার কোনও পদক্ষেপ করে কি না, এখন সে দিকে তাকিয়ে সকলে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী করুনা কান্তি পাল পিতা- স্বর্গীয় ভবতোষ পাল, সাং- জগাছা জি.আই.পি. কলোনী, পোষ্ট ও থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া। শ্রীমতী স্বপ্না দাস স্বামী- শ্রী কমল দাস সাং- পাঁচপাড়া (উত্তর), পোষ্ট- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট থেকে A.D.S.R. রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০০১৯২/২০১৮ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী কিরিটা শঙ্কর নস্কর পিতা- শ্রী জহর লাল নস্কর, সাং- চুনাভাটী (পোদড়া), পোঃ- পোদড়া, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া এর নিকট হইতে মৌজা- পাঁচপাড়া, জে.এল. নং ৩৭ হাল ৬২৮, ১৬৬১, ১৭৭৮, ২৪৫৭, ২৪৯২, ২৯৬১, ১৮৭৮, ৮২৯, ১০৮১ নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ৯১৬ নং দাগে অবস্থিত কমিবেশী ৩.৩০ শতক ডাঙ্গা জমি ০৫০৩০১৫১৭/২০১৯ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানীহাটিতে রেজেষ্ট্রী করিয়া ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

PERVEZ NOWAZ MOLLAH
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি স্বপ্না দাস, স্বামী-শ্রী কমল দাস, সাং-পাঁচপাড়া (উত্তর, পোস্ট- রাধা দাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। ১) বিশ্বনাথ দাস ২) শ্রী ভোলানাথ দাস ৩) শ্রী শম্ভু নাথ দাস ৪) শ্রী শিবনাথ দাস ৫) শ্রী সোমনাথ দাস ৬) শ্রী কাজল দাস, সকলের পিতা-কৃষ্ণপদ দাস ৭) শ্রী গৌর মোহন দাস, পিতা-শরৎচন্দ্র দাস ৮) শ্রী নিতাই দাস ৯) শ্রী নিমাই দাস ১০) শ্রী মাধব দাস ১১) শ্রী তপন দাস ১২) শ্রী মানিক দাস ১৩) শ্রী কানাই দাস সকলের পিতা-দাশুরথি দাস, সকলের সাং- পাঁচপাড়া (নিমতলা, পোস্ট-রাধা দাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, ১৪) শ্রীমতি মীরা মন্ডল, স্বামী- মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, সাং- মাশিলা (গড় মৃর্জাপুর), পোস্ট-মাশিলা থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, ১৫) শ্রীমতি কল্যাণী কয়াল, স্বামী- প্রফুল্ল কয়াল, সাং- পাঁচপাড়া, পোস্ট- রাধা দাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, ইহাদের নিকট থেকে A.D.S.R. রানিহাটি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫০৩০০০৯৫/২০১৬ আমোক্তারনামা দলিল দ্বারা নিযুক্ত আমোক্তার শ্রী কমল দাস পিতা- গোষ্ঠ বিহারী দাস, সাং- পাঁচপাড়া (নিমতলা), পোস্ট- রাধা দাসী, থানা-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া, এর নিকট হইতে মৌজা- পাঁচপাড়া, জে.এল.নং ৩৭ হাল ৬২৮, ১৬৬১, ১৭৭৮, ২৪৫৭, ২৪৯২, ২৯৬১, ১৮৭৮, ৮২৯, ১০৮১, নং খতিয়ান ভুক্ত হাল ৯১৬৯ দাগে অবস্থিত ১৪ শতক ডাঙ্গা জমি ০৫০৩০৩৭৬৭/২০১৬ নং দলিল মূলে A.D.S.R. রানিহাটিতে রেজিস্ট্রি করিয়া ক্রয় করে নামপত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&L.R.O. সাঁঙরাইলের নিকট আপিল করিতে পারেন, অন্যথায় আইনানু কার্য্য হইবে।

PERVEZ NOWAZ MOLLAH
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহম্মদ জুবায়েদ আলম, পিতা মহম্মদ নাজামউদ্দিন, সাং- ১২/১ এইচ. বি. মৌলনা মহম্মদ আলি রোড, ৭৭ একবালপুর, খিদিরপুর, কোলকাতা ৭০০০২৩, বিগত ইংরাজী- ২৯.০৩.২০১২ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১৩৮০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা নওসাদ আলম পিতা মহম্মদ ত্বহা এর নিকট হইতে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল.- ৩৭ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৩০০৬, ১৩৮৫, ১৪৪৯, ১৪১৪ নং খতিয়ানে এল. আর. ২২২ নং দাগে শালি মোট ০৩ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২৮.০৩.২০১২ তারিখে হাওড়া ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০০৪২৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে মাকসুদ আলম মোল্লা পিতা মাসারেকুল আনোয়ার মোল্লা সাং-পাঁচপাড়া, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২০০৭ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১৮৪৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা হারাধন বাগ পিতা বিজয় কৃষ্ণ বাগ দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে উপরিউক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা গন বিগত ইংরাজী- ২০০৪ সালে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০১১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে মাকসুদ আলম মোল্লা পিতা মাসারেকুল আনোয়ার মোল্লা সাং- পাঁচপাড়া, সাঁকরাইল, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

RIMO BHAKTA
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ভারতী নস্কর, স্বামী বাপী নস্কর, সাং- জগাছা, পোঃ- জি. আই. পি. কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৯.০৩.২০২৬ তারিখে সম্পাদিত রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০১৫৩২ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সমর হাজরা, পিতা গজেন হাজরা মহাশয়ের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন বেটিয়ারী মৌজায় জে. এল. ১০ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৭৯০ নং খতিয়ানে এল. আর.- ৭০ নং দাগে শালি ০১ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ২৩.০৪.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০২১৬৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে মহেন্দ্র নাথ গায়েন পিতা রতিকান্ত গায়েন সাং- ঘোড়াঘাট, পোঃ ও থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

RIMO BHAKTA
Advocate
Judges Court Howrah

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAWAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **"Different type of electrical works for different wards under BMC"** is being invited by EE,(E&M) Dept. BMC vide **NIT No. 09/PHE(E&M)/BMC (2nd Call) Dated: 22-08-2026, Tender ID: 2026_MAD_1039154_1 to 3**. Details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any, will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**
Last date of Bid submission (online): **08-09-2026 up to 3:00 PM**

Sd/-
Executive Engineer (E&M),
Bidhannagar Municipal Corporation

বর্ষায় কুয়াশা, ঝরনা আর সবুজ পাহাড়ের মায়া! গুজরাটের অফবিট সাপুতারায় হারিয়ে যাবেন আপনিও

গুজরাট বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কচ্ছের রুক্ষ প্রান্তর, লবণ মরুভূমি কিংবা ঐতিহাসিক স্থাপত্য। কিন্তু এই রাজ্যের বুকেই রয়েছে এমন এক পাহাড়ি শহর, যা বর্ষায় হয়ে ওঠে একেবারে অন্যরকম। নাম সাপুতারা। ডাং জেলার এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরটি পশ্চিমঘাটের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার কোলে প্রায় ১,০০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। বর্ষার সময়ে কুয়াশায় মোড়া পাহাড়, টুপটাপ বৃষ্টি, ঘন সবুজ বন আর ঝরনার স্রোত-সব মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য সাপুতারা হতে পারে দারুণ এক গন্তব্য। দার্জিলিং, কালিম্পং বা উত্তরবঙ্গের পরিচিত পাহাড়ি শহরের তুলনায় সাপুতারায় পর্যটকের ভিড় এখনও তুলনামূলক কম। তাই নিরিবিলিতে পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে বর্ষাকালেই ঘুরে আসতে পারেন এই অফবিট গন্তব্যে।

সাপুতারায় কী কী দেখবেন?

সাপুতারা ঘুরতে এসে একদিনে তাড়াহুড়ো করে সব জায়গা দেখে ফেলার চেয়ে ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে উপভোগ করাই বেশি আনন্দের। পাহাড়ে ঘেরা সাপুতারা হ্রদ এই শহরের অন্যতম আকর্ষণ। হ্রদের শান্ত জলে নৌকাবিহার করতে করতে চারপাশের সবুজ পাহাড় দেখার অভিজ্ঞতা বেশ মনোরম। সকালে বা বিকেলে হ্রদের পাশে বসে সময় কাটালেও মিলবে অন্যরকম প্রশান্তি। পাহাড়ের বিস্তৃত দৃশ্য উপভোগ করতে যেতে পারেন সানরাইজ পয়েন্ট এবং সানসেট পয়েন্টে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দূরের পাহাড় ও উপত্যকার মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। বর্ষায় অবশ্য কুয়াশার কারণে দৃশ্যপট কখনও কখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেই কুয়াশাই সাপুতারার সৌন্দর্যকে আরও রহস্যময় করে তোলে। বর্ষাকালে সাপুতারার অন্যতম বড় আকর্ষণ গিরা জলপ্রপাত। পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা জলের ধারা বর্ষায় আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই রূপ দেখতে পর্যটকদের ভিড়ও বাড়ে। ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ থাকলে ঘুরে দেখতে পারেন হাটগড় দুর্গ। পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক স্থানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এলাকার অতীতের নানা গল্প। অন্যদিকে বন্যপ্রাণী ও জঙ্গলের প্রতি আকর্ষণ থাকলে পূর্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং বাঁসদা জাতীয় উদ্যান হতে পারে আপনার পছন্দের গন্তব্য। পাহাড়ের সঙ্গে মিশে রয়েছে আদিবাসী সংস্কৃতি- সাপুতারার বিশেষত্ব শুধু পাহাড়-জঙ্গল-ঝরনায় সীমাবদ্ধ নয়। ডাং অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতিও এই এলাকার অন্যতম পরিচয়। ভিল, কোকনা, গামিত, ওয়ার্লি-সহ বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস রয়েছে এই অঞ্চলে। তাঁদের নাচ, গান, পোশাক, শিল্পকলা এবং হস্তশিল্প সাপুতারার পর্যটন অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে।

বর্ষাতেই কেন সাপুতারা? সাপুতারার প্রকৃত সৌঃদর্য সবচেয়ে ভালোভাবে ধরা দেয় বর্ষায়। পশ্চিমঘাটের পাহাড় তখন ঘন সবুজে ঢেকে যায়। রাস্তায় নেমে আসে কুয়াশা, পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট-বড় জলধারা নামে এবং জলপ্রপাতগুলি ফিরে পায় পূর্ণ যৌবন। ২০২৬ সালে গুজরাট পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে 'বর্ষা উৎসব' ৮ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবে স্থানীয় লোকসংস্কৃতি, আদিবাসী নৃত্য, ওয়ার্লি চিত্রকলা এবং স্থানীয় খাবারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ফলে প্রকৃতির পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতির স্বাদও পাওয়া যায়। তবে বর্ষায় পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে আবহাওয়া ও রাস্তার পরিস্থিতি আগে জেনে নেওয়া ভালো। শীতকালও সাপুতারা ভ্রমণের জন্য আরামদায়ক। সেই সময় বৃষ্টির ঝুঁকি কম থাকে এবং ঘোরাঘুরি তুলনামূলক সহজ হয়। কলকাতা থেকে কীভাবে যাবেন? কলকাতা থেকে সাপুতারা যাওয়ার অন্যতম সুবিধাজনক পথ হল ট্রেনে নাশিক রোড পর্যন্ত যাওয়া। সেখান থেকে সড়কপথে সাপুতারা পৌঁছনো যায়। নাশিক রোড থেকে সাপুতারার দূরত্ব আনুমানিক ৮০-১০০ কিলোমিটার। এছাড়াও কলকাতা থেকে সুরাট বা মুম্বই হয়ে সড়কপথে সাপুতারা যাওয়া সম্ভব। তাই বর্ষায় পাহাড়ের ভিড় এড়িয়ে একটু অন্যরকম অভিজ্ঞতা পেতে চাইলে তালিকায় রাখতেই পারেন সাপুতারাকে। কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়, ঝরনার শব্দ, সবুজে মোড়া জঙ্গল আর আদিবাসী সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এই ছোট্ট পাহাড়ি শহর মন কেড়ে নিতে পারে প্রথম দেখাতেই। সব মিলিয়ে, সাপুতারা এমন এক পাহাড়ি ঠিকানা, যেখানে প্রকৃতির সৌঃদর্য উপভোগ করার জন্য কোনও বড় কারণের প্রয়োজন হয় না। বর্ষার মেঘে ঢাকা পাহাড়, কুয়াশার চাদরে মোড়া পথ, টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ আর পাহাড়ের বুক চিরে নেমে আসা ঝরনা-প্রতিটি মুহূর্তেই এখানে হয়ে ওঠে মুগ্ধ হওয়ার মতো কিছু। শহুরে জীবনের ব্যস্ততা থেকে কয়েক দিনের জন্য দূরে সরে গিয়ে প্রকৃতির কাছে নিজেকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ করে দেয় এই ছোট্ট পাহাড়ি শহর। সাপুতারার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়তো তার নিরিবিলি পরিবেশ। জনপ্রিয় পাহাড়ি পর্যটনকেঃদ্রগুলির মতো এখানে এখনও অতিরিক্ত ভিড়ের চাপ নেই।

উদ্যান পালন সপ্তাহে নামখানা ব্লকে সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নামখানা,২২ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের উদ্যোগে এবং নামখানা ব্লক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় উদ্যান পালন সপ্তাহ উপলক্ষে কৃষকবান্ধব এক ডজন জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন সাগর বিধানসভার বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত মল্লিক। উদ্যান চাষের প্রসার, কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে-১)ফলকর চারা বিতরণ ২) ফলকর চারা রোপণ

৩)সবজি বীজ বিতরণ ৪) জৈব সার বিতরণ ৫) উদ্যানজাত ফসলের আধুনিক চাষাবাদ সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ ৬) সুসজ্জিত ট্যাবলোর মাধ্যমে প্রচার ৭)প্রশিক্ষণ শিবির৮) মডেল পরিদর্শন ৯) ক্ষেত্র পরিদর্শন ১০) উদ্যানজাত চাষ বিষয়ক কুইজ, ১১)MIDH সুরক্ষা পোর্টাল সম্পর্কে কৃষকদের অবহিতকরণ ১২) উপভোক্তাদের মধ্যে ওয়ার্ক অর্ডার বিতরণ।কর্মসূচিগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকদের মধ্যে উন্নত উদ্যানজাত ফসল চাষের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার সুযোগ গ্রহণের বিষয়ে তাঁদের সচেতনতা আরও সুদৃ। হচ্ছে। বিশেষত চারা, বীজ ও জৈব সার বিতরণ, প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পর্যায়ে সরাসরি পরামর্শ প্রদানের ফলে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও ইতিবাচক সা।। লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নামখানা ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচিগুলি বাস্তবায়নের ফলে সরকারি উদ্যোগ ও কৃষকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের এক সু ন্দর সমন্বয় গড়ে উঠেছে। কৃষকদের মুখে সাফল্যের হাসি এবং উদ্যান চাষে তাঁদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহই এই উদ্যোগের অন্যতম ব। সাফল্য।সামগ্রিকভাবে, উদ্যান পালন সপ্তাহ নামখানা ব্লকে শুধুমাত্র একটি সরকারি কর্মসূচি হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে কৃষকের স্বনির্ভরতা, আধুনিক উদ্যান চাষের প্রসার এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার একটি কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে বিশেষ সাফল্য অর্জন করছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নির্বাহ করেন দপ্তরের ক্ষেত্র উপদেষ্টা মলয় কুমার দাস।

ভারতীয় রেল মুম্বাইয়ের জেএনপিটি থেকে প্রথম ডাবল-স্ট্যাক লং-হল কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা করল

মুম্বই, ২২ আগস্ট ঃ ভারতীয় রেল মুম্বাইয়ের জেএনপিটি থেকে প্রথম ডাবল-স্ট্যাক লং-হল কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনা করল। ভদোদরা বিভাগের ভারনামায় অবস্থিত কনকরের জিসিটি টার্মিনালে ৪২২ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ৩৬০টি টিইইউ বা কন্টে ইনার পরিবহন করা হয়েছে।২১.০৮.২০২৬ তারিখে ভারতীয় রেল একটি বড় পরিচালনগত মাইলফলক অর্জন করেছে তারা জেএনপিটি থেকে ভদোদরা বিভাগের ভারনামার উদ্দেশ্যে ৩৬০টি টিইইউ কন্টে ইনারবাহী প্রথম ডাবল-স্ট্যাক লং-হল কন্টেইনার ট্রেন সফলভাবে যাত্রা করিয়েছে।ট্রেনটি প্রায় ৪২২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। মালবাহী ট্রেনটি ২১.০৮.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৭টায় (১৯.০০ ঘণ্টা) জেএনপিটি থেকে রওনা হয়।এই লং-হল ট্রেনটিতে দুটি ডাবল-স্ট্যাক রেক (বা ওয়াগনের সারি) যুক্ত ছিলপ্রথম রেক জেএনপিটি-ভদোদরা । লোডঃ ৪৫১ । লোকোমোটিভঃ৬০৩১১ । ওজনঃ ১,৮১৭ টনদ্বিতীয় রেক জেএনপিটি-ভদোদরা। লোড ঃ ৪৫১ । লোকোমোটিভ ঃ২৪৬৯০ । ওজনঃ ২,১০৫ টনসব মিলিয়ে এই

ট্রেনটিতে ৩৬০টি টিইইউ কন্টেইনার ছিল, যা একটিমাত্র লং-হল যাত্রায় বিপুল পরিমাণ কন্টেইনারাইজড পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা প্রদর্শন করে। লং-হল ডাবল-স্ট্যাক কন্টেইনার ট্রেনের সুবিধাসমূহঃ টার্মিনালে যানজট বা ভি। হ্রাসএকটি ট্রেনে অধিক সংখ্যক কন্টেইনার পরিবহনের ফলে বন্দর ও টার্মিনালে কন্টেইনারের অবস্থানকাল কমে আসে এর ফলে টার্মিনালের ভি। কমে এবং দ্রুত পণ্য খালাস ও অপসারণ সম্ভব হয়।রোলিং স্টকের (রেলগাড়ি ও ওয়াগনের) প্রয়োজনীয়তা হ্রাসঃ ডাবল-স্ট্যাক পরিচালনার মাধ্যমে এক যাত্রায় অধিক কন্টেইনার পরিবহন করা যায়, ফলে সমপরিমাণ পণ্য পরিবহনের জন্য লোকোমোটিভ ও কন্টেইনার ফ্ল্যাট ওয়াগনের প্রয়োজনীয়তা কমে।রুট বা পথের সক্ষমতার সর্বোত্তম ব্যবহারঃএকটি ট্রেনে অধিক কন্টেইনার বহন করলে একই পরিমাণ পণ্য পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনের সংখ্যা কমে যায়, যার ফলে বিদ্যমান রুটের সক্ষমতা আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়।পরিবহন বা ট্রানজিট সময় হ্রাসঃ লং-হল কন্টেইনার ট্রেন পরিচালনার ফলে কন্টেইনারের দ্রুত পরিবহন ও অপসারণ সম্ভব হয়, যা পণ্যের সামগ্রিক পরিবহন সময় কমাতে সহায়তা করে। পণ্য পরিবহনের অধিক সক্ষমতাঃ একবারে অধিক সংখ্যক কন্টেইনার পরিবহনের সক্ষমতা থাকায় JNPT এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন টার্মিনাল থেকে দ্রুত কন্টেইনার সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, যা সামগ্রিক পরিবহন খরচ কমাতেও সহায়তা করে।পরিবেশ-বান্ধব ও টেকসই পণ্য পরিবহনঃ এই কার্যক্রমটি পরিবেশ-বান্ধব ও টেকসই পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতিকেও তুলে ধরে। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সাহায্যে চালিত হওয়ায়, এই ট্রেনটি ডিজেল-চালিত স।ক পরিবহনের ওপর নির্ভরতা কমায়। একটি দীর্ঘ-পাল্লার 'ডাবল-স্ট্যাক' কন্টেইনার ট্রেন যে পরিমাণ পণ্য পরিবহন করতে পারে, তার জন্য সড়কপথে বিপুল সংখ্যক ট্রাকের প্রয়োজন হতো। এর ফলে ডিজেল খরচ, রাস্তায় যানজট, যানবাহনের নির্গমন এবং পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সামগ্রিক কার্বন নিঃসরণের (কার্বন ফুটপ্রিন্ট) পরিমাণ হ্রাস পায়।

ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন

গোরখপুর, ২২শে আগস্টঃ রেলওয়ে প্রশাসন সাম্বা এবং মানওয়াল স্টেশনে কিছু ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়ার কারণে, বিভিন্ন স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন করা হয়েছে।- সংশোধিত সমযসূচী অনুযাযী, ২৫শে আগস্ট, ২০২৬ থেকে জম্মু তাওই.থেকে চলাচলকারী ১৫০৯৮ জম্মু তাওই-ভাগলপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভোগপুর সিরওয়াল স্টেশন থেকে ০২.০০ টায়, জলন্ধর ক্যান্ট'নমেন্ট থেকে ০২.২৫ টায়, লুধিয়ানা থেকে ০৩.৩০ টায় এবং সানেহওয়াল থেকে ০৪.০২ টা? ছাড়বে।

পূর্ব রেলের নিরাপত্তা পরিকাঠামো সুদঢ়করণ

বালিগঞ্জ পরিদর্শনের সময় উচ্চ সতর্কতা, বর্ধিত নজরদারি এবং যাত্রী সুরক্ষামূলক পদক্ষেপের নির্দেশ

কলকাতা, ২২ আগস্টঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নির্দেশনায়, ১৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বালিগঞ্জ আরপিএফ পোস্ট পরিদর্শন করেন এবং একটি সুরক্ষা সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন পূর্ব রেলের আইজি-কম-পিসিএসসি শ্রী এ এন সিনহা। এই পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল রেলের নিরাপত্তা, যাত্রী সুরক্ষা, স্টেশন নজরদারি এবং রেলওয়ে সম্পত্তির সুরক্ষার সার্বিক পর্যালোচনা করা। পরিদর্শনকালে কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময়ের সময় প্রতিরোধমূলক পুলিশিং, আরপিএফ কর্মীদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি, যাত্রী সহায়তা এবং অন্যান্য বিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সাথে কার্যকর সমন্বয়ের ওপর জোর দিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে কর্মকর্তা ও কর্মীদের ছোটখাটো যেকোনো বিষয়ে সতর্ক থাকার এবং সময়মতো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তা পরবর্তীতে বড় কোনো নিরাপত্তা সমস্যায় রূপ না নেয়। নজরদারি জোরদার করতে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধে আরপিএফ কর্মীদের স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দৃশ্যমানতা বাড়ানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যাত্রী সহায়তায় এক বড় পদক্ষেপে, মহিলা আরপিএফ কর্মীদের সমন্বয়ে মহিলা যাত্রীদের জন্য একটি ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি ও তা কার্যকরভাবে পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পোস্ট কমান্ডারকে। এছাড়াও, আন্ডারপাস, ফুট-ওভার ব্রিজ এবং সাবওয়েগুলিতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি কভারেজের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সাথে সমস্ত স্টেশনের ক্যামেরাগুলি যাতে পূর্ণ সচল থাকে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরীক্ষা ও সিঙ্ক্রোনাইজেশনের কথা বলা হয়েছে। যাত্রীদের সুরক্ষার্থে, বিশেষ করে ভিড়যুক্ত স্থানগুলিতে মোবাইল চুরি, ছিনতাই এবং পকেটমারি রোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমার্শিয়াল বিভাগের কর্মীদের সাথে সমন্বয় করে লাগেজ সারপ্রাইজ চেকিং এবং ফ্রিস্কিং (তল্লাশি) জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রেল স্টেশনগুলিকে হকারদের দখলমুক্ত রাখতে এবং নতুন করে হকার বসা বন্ধ করতে 'রেলওয়ে অ্যাক্ট'-এর ১৪৩ ধারা অনুযায়ী অননুমোদিত হকারদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, রেলওয়ে প্রাঙ্গণে পার্ক করা চিহ্নিতকরণহীন বা অননুমোদিত যানবাহনগুলির বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট স্টেট রেলওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত বৈঠক ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে 'বিট সিস্টেম' সঠিকভাবে চালু ও কার্যকর করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন, নিউ আলিপুরে স্থাপিত সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে রেলের সিগন্যাল সামগ্রী চুরির ঘটনা উদঘাটন করার জন্য কনস্টেবল রাজমানি কুমারের প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আইজি-কম-পিসিএসসি পুনর্ব্যক্ত করেন যে, যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং রেলের সম্পত্তি রক্ষায়. প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা, ধারাবাহিক নজরদারি, দ্রুত পদক্ষেপ এবং আরপিএফ, রেলওয়ে বিভাগ ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। এই অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, সুরক্ষা পরিকাঠামো ও নজরদারি ব্যবস্থা ক্রমাগত আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে পূর্ব রেল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সক্রিয় পুলিশিং পদক্ষেপের মাধ্যমে যাত্রী সুরক্ষা ও রেলের সম্পত্তি রক্ষা করা সর্বদা নিশ্চিত করা হবে।

প্রশাসক সরিয়ে কলেজের জিবিতে বিধায়ক-সাংসদ,নতুন বিতর্ক

১- পাতার পর- প্রশ্নের মুখে পড়েছে। একদিকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সরিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার দাবি, অন্যদিকে এবার সেই কলেজের গভর্নিং বডির শীর্ষ পদেই বিধায়ক-সাংসদদের বসানো-দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কতটা সামঞ্জস্য রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। সরকারের নতুন ব্যবস্থায় কলেজ পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা কতটা হবে, তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কোথায় সীমাবদ্ধ থাকবে এবং শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব আদৌ কমবে কি না, তা নিয়েই এখন আলোচনা শুরু হয়েছে। ফলে প্রশাসক সরিয়ে বিধায়ক-সাংসদদের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট করার সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক বদল নয়, রাজনৈতিকভাবেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যে সরকার শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতিমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের আমলেই জনপ্রতিনিধিদের কলেজের জিবিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত কতটা সফল হয়, এখন সেটাই দেখার।

নোটিসে কাজ হয় না, বেআইনি দেখলেই সিল করুন',অগ্নিমিত্রা

১- পাতার পর- বিপাকে পড়েছেন অগণিত মানুষ। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বা বরিশাল থেকে আগেভাগেই অনলাইনে ৫০০ থেকে ৮০০ টাকা ভাড়ায় মধ্য কলকাতার ফ্রি-স্কুল স্ট্রিট ও নিউ মার্কেট এলাকার হোটেলগুলিতে ডিলাক্স রুম বুক করে এসেছিলেন অনেকেই। কিন্তু শুক্রবার সন্ধেয় কলকাতায় পৌঁছে তাঁরা দেখেন, অগ্নিকাণ্ডের পর যৌথ তদন্ত ও প্রশাসনিক অডিটের কারণে প্রায় সমস্ত হোটেলই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও দমকল বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানের মুখে পড়ে নতুন করে কোনও অতিথিকে রুম বুকিং দিতে রাজি হচ্ছেন না হোটেল কর্তৃপক্ষ। এই সুযোগে শহরের অন্যান্য প্রান্তের গেস্ট হাউসগুলির একাংশ পর্যটকদের চরম বিপদের সুযোগ নিয়ে ব্যাপক দরবৃদ্ধি শুরু করেছে বলে মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে। মুকুন্দপুর, আনন্দপুর, কসবা এবং পিয়ারলেস হাসপাতালের আশেপাশের এলাকাগুলিতে যেসব গেস্ট হাউসে দৈনিক ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় ঘর পাওয়া যেত, সেখানে রাতারাতি দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ভাড়া দাবি করা হচ্ছে। অসুস্থ পরিজনদের নিয়ে কলকাতায় আসা সাধারণ মানুষ ও কম বাজেটের চিকিৎসাপ্রার্থীরা বাধ্য হয়ে এই অতিরিক্ত অর্থ মেটাতে গিয়ে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়ছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে কলকাতা পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন ভুক্তভোগীরা।

বিচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায় তাৎপর্যপূর্ণ রায় শীর্ষ আদালতের

১- পাতার পর- উচিত নয়। সন্তানদের খরচ বহনের ক্ষেত্রে মায়েরও আর্থিক অবদান থাকা প্রয়োজন। হাই কোর্ট ওই আবেদনে সাড়া দিয়ে খোরপোশের মোট অঙ্ক ৬০ হাজার টাকা অপরিবর্তিত রাখলেও বাবার প্রদেয় অর্থ কমিয়ে মাসে ৩০ হাজার টাকা করে দেয়। বাকি অংশ মায়ের বহন করার কথা বলা হয়। এরপর হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান মহিলা চিকিৎসক। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ মামলাটি শুনে হাই কোর্টের নির্দেশ খারিজ করে দেয় এবং পরিবার আদালতের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, দুই সন্তান মায়ের সঙ্গেই থাকে। চাকরি করে উপার্জনের পাশাপাশি তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজন, শিক্ষা এবং লালন-পালনের দায়িত্বও মা পালন করছেন। ফলে শুধু মা আয় করেন-এই তথ্যের ভিত্তিতে বাবার ভরণপোষণের দায় কমানো যায় না। শীর্ষ আদালত আরও স্পষ্ট করেছে, সন্তানের সর্বোত্তম স্বার্থই ভরণপোষণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয়। বাবা-মায়ের আয় বিবেচনায় আসতে পারে, কিন্তু মায়ের উপার্জন থাকলেই বাবার আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব অর্ধেক হয়ে যাবে-এমন কোনও সরল নিয়ম নেই। এই রায় তাই বিবাহবিচ্ছেদ এবং সন্তানের ভরণপোষণ সংক্রান্ত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সন্তানের দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে শুধু আয়ের অঙ্ক নয়, কে বাস্তবে সন্তানের দেখভাল করছেন এবং তাঁদের প্রয়োজন কী-সেই বাস্তব পরিস্থিতিও বিবেচনা করতে হবে, স্পষ্ট বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট।

'চিকেনস নেক'-এ অনুপ্রবেশ রুখতে

১- পাতার পর- ০পরিধি আরও বাড়াতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য। সীমান্ত পাহারা, স্মার্ট ফেন্সিং, নতুন বর্ডার আউটপোস্ট এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয় তৈরি করাই এখন মূল লক্ষ্য। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই করিডরে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা শূন্যে নামিয়ে আনাই সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে বৈঠক থেকে স্পষ্ট বার্তা মিলেছে।

ভাইরাল ভিডিওর বক্তা বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীই নন, বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো বেলড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন

সুমন আদক ঃভাইরাল ভিডিওর বক্তা বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীই নন, বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানালো বেলড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া এক সন্ন্যাসীর ভিডিওকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি। সেই বিভ্রান্তি দূর করতে শনিবার, ২২ আগস্ট বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারি করল রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভাইরাল ভিডিওতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও সন্ন্যাসী নন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দের স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভিডিওর ওই ব্যক্তির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও কেন্দ্রেরই কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকী বেলুড় মঠে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গেও তাঁর কোনও যোগসূত্র নেই।বিজ্ঞপ্তিতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ওই ব্যক্তির ভিডিওতে দেওয়া বক্তব্য সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওটি দেখে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে না করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। ভাইরাল ভিডিওকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ভুল তথ্য বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে না পড়ে.

সুরক্ষিত ট্রেন যাত্রার লক্ষ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২২ আগস্টঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের সমগ্র যাত্রাপথে উন্নত সুরক্ষা, আরাম ও সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতীয় রেলের চলমান আধুনিকীকরণ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন সমস্ত দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেনকে প্রচলিত আইসিএফ কোচ থেকে আধুনিক লিঙ্কে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচে রূপান্তরের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ফলে, বর্তমানে মোট ১০৩টি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা এলএইচবি কোচ দিয়ে চলাচল হচ্ছে যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৫টি এবং অন্যান্য রেলওয়ে জোনের ৪৮টি পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এলএইচবি কোচে রূপান্তর যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি, ভ্রমণের আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা এবং পরিচালনগত দক্ষতা মজবুত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি সুরক্ষিত ও অধিকতর আধুনিক রেল পরিষেবা প্রদানের বিষয়ে ভারতীয় রেলের প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।এই অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচগুললতে ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস), ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড সাপ্রেশন সিস্টেম (এফডিএসএস) এবং অ্যারোসল-বেসড ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের মতো সর্বাধুনিক সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য দ্বারা সজ্জিত, যা যাত্রীদের উন্নত সুরক্ষা নিশ্চিত করে। মোট ১,২২৬টি এলএইচবি এসি কোচে এফএসডিএস এবং ১৫৫টি পাওয়ার কার ও ৭৯টি প্যাংট্রি কারে এফডিএসএস স্থাপন করা হয়েছে। এছা।।ও, ৩,৪৩৬টি এসি কোচে অ্যারোসল-বেসড ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এই অগ্নি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শনাক্ত করতে এবং সময়মতো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অ্যালার্ম দেওয়ার জন্য ট্রেনের বগির ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সার্বক্ষণিক নজরদারি করে। দ্রুত ও নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ কেবল আতঙ্ক ও আঘাত প্রতিরোধেই সহায়তা করে না, বরং জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে ট্রেন চলাচলে বিঘ্নও হ্রাস করে। অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে, সমস্ত পাওয়ার কার, প্যাংট্রি কার এবং এসি কোচগুলিকে পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত অগ্নি-সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা সুসজ্জিত করা হচ্ছে।রেলওয়ে সুরক্ষা উন্নত করা একটি নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া এবং এটি আরও উন্নত করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। নিয়মিত সুরক্ষা অভিযানের পাশাপাশি, রেলওয়ের পরিকাঠামোতে পর্যায়ক্রমিক সুরক্ষা নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করা হয়, যাতে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা পদ্ধতি এবং সিস্টেমের ত্রুটিগুলি শনাক্ত করা যায়। এই মূল্যায়নগুলি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা প্রতিরোধ এবং সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়তা করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সমগ্র নেটওয়ার্ক জু।ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দৃ।ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, SANJANA RAM D/o- Late Babua Ram residing at 4, Black Burn Lane, Bowbazar, Kolkata-700012 West Bengal, do hereby declare my father's actual name Babua Ram instead of Shankar Ram and henceforth he shall be known as Babua Ram in all purpose vide an affidavit sworn before in the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah, dated 20/08/2026. Babua Ram and Shankar Ram both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I , Layala Pervin, W/O- Alamgir Ali Mallick resident of Laskar Dighi West, P.O.-Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, Pin-713101 do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as LAYALA PARVIN in all purpose vide Affidavit No.-1206 dated 21/08/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Layala Pervin and Layala Parvin both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK MD MAHASIN, S/O- SK MAJAMMAL HOSSAIN, resident of Vill.- Simnori, P.O.- Nurkona, P.S.-Galsi, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713403, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK MOHAMMAD MOHOSIN in all purposes, vide affidavit No- 114, dated 21.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK MD MAHASIN and SK MOHAMMAD MOHOSIN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SEKH SAJID HOSSAIN, S/O- SK MOHAMMAD MOHOSIN @ SK MD MAHASIN resident of Vill- Simnori, P.O.- Nurkona, P.S.- Galsi, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713403, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK SAJID HOSSAIN in all purposes, vide affidavit No- 115, dated 21.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SEKH SAJID HOSSAIN and SK SAJID HOSSAIN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RIAUL HOQUE MALLICK S/O- MOSTAFA HOSSAIN MALLICK @ MOSTAFAHOSSAIN MALLICK resident of Vill- Pichkuri, P.O.-Pichkuri, P.S.-Ausgram, Dist.- Purba Bardhaman, Pin-713128, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as RIAUL HAQUE MALLICK in all purposes, vide affidavit No- 116, dated 21.08.2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That RIAUL HOQUE MALLICK and RIAUL HAQUE MALLICK both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

এতদ্বারা আমি সেখ ওসমান গনি, পিতা- মরহুম আব্দুল রহিম, ঠিকানা- যজ্ঞনগর, বীরভূম, ঘোষণা করিতেছি যে, আমার সঠিক নাম সেখ ওসমান গনি। আমার আধার ও ভোটার কার্ডে আমার নাম সেখ ওসমান গনি রহিয়াছে। কিন্তু ভুলবশতঃ আমার Union Bank -এর সেভিংস Account-এ ও পাসবইতে আমার নাম সেখ ওসমান আলি রহিয়াছে। এই মর্মে আমি ১৪০৭২০২৬ তারিখে বোলপুর 1st Court হইতে ৬৭৬৫ নম্বর Affidavit দ্বারা ঘোষণা করিয়াছি যে সেখ ওসমান গনি ও সেখ ওসমান আলি একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Asit Seal (old name) S/o- Ashoke Shil residing at Vill-Sanekpur, P.O.- Sanekpur, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743701 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Asit Seal to Asit Shil and henceforth I shall be known as Asit Shil (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 10/08/2026. Asit Seal and Asit Shil both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I KUNDAN PRAMANIK son of MUNNA PRAMANIK (Old name),S/o-Munna Bhandari,Residing at Vill-Nischintapur Taljhari Dumka Road,Ward No.2,P.O.& P.S-Rampurhat, Dist-Birbhum,W.B,do hereby declare that I have changed my name from KUNDAN PRAMANIK son of Munna Pramanik (Old name) to KUNDAN BHANDARI son of Munna Bhandari (new/correct) and henceforth I shall be known as KUNDAN BHANDARI son of Munna Bhandari (new/correct name) in purpose,Vide Affidavit No.4995, Sworn In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Rampurhat , Birbhum,on Date-03/07/26,KUNDAN BHANDARI son of Munna Bhandari (new/correct name)and KUNDAN PRAMANIK son of Munna Pramanik (Old name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SUBOL DAS (old name) S/o- Late Ramesh Das residing at Vill-Angulkata, P.O. & PS-Gaighata, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743249 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SUBOL DAS to SUBAL DAS and henceforth I shall be known as SUBAL DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated 10/08/2026. SUBOL DAS and SUBAL DAS both are same and one identical person.

হিলি সীমান্তে শিশু সুরক্ষায় সচেতনতা শিবির পাঞ্জুল উচ্চ বিদ্যালয়ে

রতন দে, বালুরঘাট, ২২ আগস্টঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এবং সিআইডি দক্ষিণ দিনাজপুর ইউনিটের সহযোগিতায় শনিবার পাঞ্জুল উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো শিশু সুরক্ষা বিষয়ক এক বিশেষ সচেতনতা শিবির। শনিবার ২২ আগস্ট বেলা ১টা নাগাদ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে শিশুদের সুরক্ষা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শিশু পাচার রোধ এবং মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিআইডি ভবানী ভবন কলকাতার ইন্সপেক্টর অব পুলিশ অমিত দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিলি থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুদীপ সাহা পাঞ্জুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৈনাক বণিক উজ্জীবন সোসাইটির সম্পাদক তথা শিশু সুরক্ষা কর্মী সুরজ দাস। এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শিবিরে বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে শিশুদের জীবনে মোবাইল ফোন ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের পাশাপাশি মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে শিশুদের পড়াশোনা মানসিক বিকাশ সামাজিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার

উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই শিশুদের মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা এবং অভিভাবকদের নজরদারির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচনায় বাল্যবিবাহ ও শিশু পাচারের মতো সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধেও ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়। কোনো শিশু বাল্যবিবাহের শিকার হতে চলেছে বা পাচারের আশঙ্কা রয়েছে এমন পরিস্থিতি নজরে এলে তা গোপন না রেখে দ্রুত শিক্ষক অভিভাবক পুলিশ অথবা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ অনলাইনে ব্যক্তিগত তথ্য আদানপ্রদান এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকার বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করা হয়। জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এদিন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সংক্রান্ত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক এর সামাজিক ও আইনগত পরিণতি এবং প্রতিরোধে সকলের দায়িত্ব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে পাঞ্জুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং শিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করে। তাদের এই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সচেতনতা শিবিরটি বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মৈনাক বণিক বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুধু বিদ্যালয় নয় পরিবার সমাজ প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলির সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। আগামী দিনে শিশু সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করতে বিদ্যালয়গুলিতে এ ধরনের সচেতনতা শিবির আরও বেশি করে আয়োজন করা প্রয়োজন। শিশু সুরক্ষা নিয়ে প্রশাসন পুলিশ বিদ্যালয়. এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের এই সম্মিলিত উদ্যোগ আগামী দিনে বাল্যবিবাহ ও শিশু পাচারের মতো অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

স্কুলছাত্রীর ইউনিফর্ম পরে ঢুকে যেত স্কুলে, তারপরই শুরু হত ‘খেলা’! হাতেনাতে ধরে ফেলল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২২ আগস্টঃ দেখে মনে হবে স্কুলছাত্রী। স্কুলের পোশাক পরেই পৌঁছে যেতেন বিভিন্ন স্কুলে। তারপরই শুরু হত ‘খেলা’। স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যেতেন। আর তা করতে গিয়েই ধরা পড়লেন যুবতী। জলপাইগুড়ির মাল থানা এলাকায় ছয়. স্কুলছাত্রীকে প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ওই যুবতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় সময়মতো ছয় ছাত্রীকেই নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ছয় স্কুলছাত্রীর মধ্যে রাজা বাগানের তিনজন, গুড হোপ চা বাগানের দু'জন এবং মিনগ্লাস চা বাগানের একজন রয়েছে। এই ঘটনায় লক্ষ্মী ওরাওঁ (২১) নামে ওই যুবতীকে গ্রেফতার করেছে মাল থানার পুলিশ। ধৃত লক্ষ্মী ওরাওঁ ইংডং চা বাগানের বাসিন্দা। ওই ছয় স্কুলছাত্রীকেও ইংডং চা বাগান থেকেই উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, ধৃত যুবতী বিভিন্ন স্কুলে স্কুলের পোশাক পরে যেতেন বলে। সেখানে গিয়ে স্কুলছাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তিনি। না দিয়ে ছাত্রীরা আপত্তি জানালে বিষয়টি কোনওভাবে পরিবারের সদস্যদের নজরে আসে। এরপর পরিবারের তরফে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে

পরবর্তীতে বাড়িতে পুজোর অনুষ্ঠান রয়েছে বলে প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতেন। অভিযোগ, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নানাভাবে প্রলোভন দেখানো শুরু হয়। দিল্লিতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার মতো বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ। তবে ওই প্রলোভনে সাড়া পৌঁছয় মাল থানার পুলিশ। ইংডং চা বাগান থেকে ছয় ছাত্রীকে উদ্ধার করার পাশাপাশি অভিযুক্ত লক্ষ্মী ওরাওঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, অভিযুক্তের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং ছাত্রীদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে মাল থানার পুলিশ।

মেয়েকে বাঁচাতে বিষধর সাপের মুখে বাবা, ছোবল খেয়েও সাপ হাতে হেঁটে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২২ আগস্টঃ স্ত্রী মারা গিয়েছে। মাতৃহীন মেয়ের দেখভাল একাই করেন তিনি। সেই মেয়ের পাশে বিষধর সাপ দেখে শিউরে উঠেছিলেন। কিন্তু, তক্ষণা সিদ্ধান্ত নেন। মেয়ের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বাজি রাখেন। হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ পরে খপ করে ধরে ফেলেন বিষধর সাপ। সেইসময় ছোবলও খেতে হয় তাঁকে। তবে ভয় পাননি। ছোবল খেয়ে সাপ নিয়ে পৌঁছে যান হাসপাতালে। নিজে সাপের ছোবল খেলেও মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে বাবার মুখে গর্বের হাসি। ঘটনাটি নদিয়ার হরিণঘাটা পৌরসভার। হরিণঘাটা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মোহনপুর ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি বছর আটচল্লিশের সঞ্জীব ওরাংয়ের। বাড়িতে তিনি ও তাঁর ১৪ বছরের মেয়ে থাকে। সঞ্জীবের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করেন সঞ্জীব। শুক্রবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল সঞ্জীবের মেয়ে। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকে সঞ্জীব দেখেন, খাটের উপরে মেয়ের একেবারে গা ঘেঁষে রয়েছে একটি বিষধর সাপ। মেয়েকে বাঁচাতে মুহূর্তের মধ্যে তিনি হাতে প্লাস্টিক পেঁচিয়ে সাপটিকে চেপে ধরেন। সেই সময়.সাপটি তাঁর হাতে ছোবল মারে। সাপের ছোবল খাওয়ার পরও ভয় না পেয়ে প্লাস্টিকে সাপটিকে ভরে পায়ে হেঁটে হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছান সঞ্জীব। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন সঞ্জীব। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ‘সাপ দেখে ভয় পাননি?’ তৎক্ষণাৎ জবাব, ‘কীসের ভয়?’ জানিয়ে দিলেন, ঘুমন্ত মেয়ের পাশে বিষধর সাপ দেখেই সিদ্ধান্ত নেন, সাপকে ধরতেই হবে। সাপের ছোবল খেয়েও ঘাবড়াননি তিনি। বললেন, ‘‘এমন করে ধরেছি, তারপর কামড়া যত খুশি।’’ মুখে তখন প্রশান্তির হাসি। মেয়ের কিছু হতে দেননি তিনি। এর থেকে আর বড় কী। তাই, সাপের ছোবল খেয়েও নির্বিকার। প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরা সাপ তুলে ধরে বললেন, ‘চন্দ্রবোড়া সাপ।’ আরও কোনও বিষাক্ত সাপ হলেও তিনি যে এতটুকু ভয় পেতেন না, বুঝিয়ে দিলেন সঞ্জীব। বাড়ি ফিরে মাতৃহারা মেয়ের সঙ্গে মন খুলে এখন গল্প করতে চান।

‘বিক্ষোভ দেখানো এখানে একটা ফ্যাশন’, অন্নপূর্ণা যোজনা প্রসঙ্গে মন্তব্য দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ২২ আগস্টঃ অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে শনিবার সকালেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, ‘‘অভ্যাস হয়ে গিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে। এটাও জানা উচিত, সব সুবিধা সবার জন্য নয়।’’ এ দিন বিকেলে খড়্গপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা সংক্রান্ত বিক্ষোভ প্রসঙ্গে দিলীপ বললেন, ‘‘বিক্ষোভ দেখানো ফ্যাশন আমাদের এখানে।’’ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা যাঁরা পাননি, সেই সব মহিলাদের অনেকেরই অভিযোগ, তাঁরা অফলাইনে এবং অনলাইনে দু'বার ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছেন। কিন্তু এখনও টাকা পাননি। এই বিষয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘আবেদন জানালেই পাওয়া যাবে এমনটা নয়। যে শর্ত দেওয়া আছে, তার মধ্যে আসতে হবে। স্ক্রুটিনি চলছে। যাঁদের ভোটার লিস্টে নাম কেটে গিয়েছে, ৯০ লক্ষের মতো, ভোটার নয়, দেশের নাগরিক নয়, তাঁরা পাবেন না।’’ দিলীপের সংযোজন, কোটি কোটি আবেদন জমা পড়েছে। ম্যাচিং হওয়ার পরে সরকার ঠিক করবে। যাঁদের যোগ্য মনে হবে, তাঁদেরই দেওয়া হবে। পাশাপাশি গত সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে দুর্নীতি নিয়েও সরব হন দিলীপ। তিনি বলেন, ‘‘প্রায় আড়াই কোটি লোককে লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা দিত। তার মধ্যে তিন লক্ষ পুরুষ ছিলেন। তাঁদের জেলে ঢোকানো হবে। এই রকম এক কোটি লোক বের হবে, যাঁরা যোগ্য নন।’’ উল্লেখ্য, শনিবার খড়্গপুর শহরে এক হোটেলে মেদিনীপুর জেলা প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপির জেলা সভাপতি, জেলার সব বিজেপি বিধায়ক এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন।

মন্দারমণিতে দুর্ঘটনা, স্নান করতে নেমে সমুদ্রে তলিয়ে পর্যটকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ২২ আগস্টঃ মন্দারমণিতে বেড়াতে এসে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে ডুবে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। নিখোঁজ আরো একজন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে কোস্টাল থানা পুলিশ। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে নুলিয়াদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত পর্যটকের নাম সোমনাথ মজুমদার (৪৮)। বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলার তিন নম্বর ঘাট এলাকায়। তখন জোয়ার চলছিল। এর মধ্যেই বন্ধুদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে নামেন সোমনাথবাবু। ঢেউয়ের তোড়ে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন উদ্ধারকারীরা। স্পিডবোর্ড নিয়ে শুরু হয় খোঁজ। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় বালিসাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সোমনাথবাবুকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। স্নান করত এসে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছেন কমলেশ মণ্ডল নামে এক পর্যটকও। বছর একত্রিশ বয়সি এই যুবকের বাড়ি সোনারপুরে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। জোরদার তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মমতা আমলে তৈরি হওয়া কর্মতীর্থেও দুর্নীতি!

ক্যাগ রিপোর্ট সামনে আসতেই চাঞ্চল্য বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ আগস্টঃ সরকারি উদ্যোগে বীরভূমে তৈরি হয়েছিল পাঁচটি কর্মতীর্থ হাট। লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পী, তাঁতি ও স্থানীয় কারিগরদের জন্য স্থায়ী বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ তো দূরের কথা, জেলার একাধিক কর্মতীর্থ হাট উপযুক্ত পরিকাঠামো বাজারজাতকরণের অভাবে কার্যত মুখ থুবড়ে প।ছে। তার উপর সরকারি তহবিলে কোনও অর্থ জমা না পড়া এবং আয়-ব্যয়ের হিসাবেও অসঙ্গতির অভিযোগ সামনে এসেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্যাগ-এর রিপোর্টে এমনই একাধিক গুরুতর প্রশ্ন ওঠায় জেলার কর্মতীর্থ হাটগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ২০১৭-

১৮ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক ও ব্যবসায়িক উন্নতির লক্ষ্যে জেলায় একাধিক কর্মতীর্থ হাট ও বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, স্থানীয় কারিগর ও হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রীর স্থায়ী বাজার তৈরি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধিই ছিল এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্যাগের মূল্যায়ন রিপোর্টে জেলার পাঁচটি কর্মতীর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি হাট সংলগ্ন এলাকা, সাঁইথিয়া, ময়ূরেশ্বর এবং রামপুরহাটের কর্মতীর্থগুলিতে পরিকাঠামো, বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে না ওঠার অভিযোগ উঠে এসেছে। কর্মতীর্থগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়েও অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে ক্যাগের রিপোর্টে। এমনকী কর্মতীর্থ থেকে সংগৃহীত অর্থের কোনও অংশ সরকারি তহবিলে জমা পড়েনি বলেও রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে। ফলে কোথা থেকে কত টাকা আয় হয়েছে, সেই অর্থ কীভাবে খরচ হয়েছে এবং সরকারি তহবিলে কেন তা জমা পড়েনি। যদিও জেলা প্রশাসনের দাবি, সরকারি অর্থের কোনও গরমিল বা দুর্নীতি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই ক্যাগের কাজ।

ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন শান্তনু পাত্র

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২২ আগস্টঃ ‘জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার ২০২৬’ পাচ্ছেন ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামের বড়নিগুই এলাকার সরকারি মডেল স্কুলের ভূগোলের শিক্ষক শান্তনু পাত্র। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। ৩৮ বছরের শান্তনু গত আট বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। স্কুলের বিভিন্ন

আদিবাসী ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে পড়ানোর পদ্ধতিতে নানা পরিবর্তন এনেছেন তিনি। প্রযুক্তির সাহায্যে শেখা, হাতে-কলমে কাজ এবং শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। ভিডিয়ো, কুইজ ও শিক্ষামূলক খেলার পাশাপাশি দলগত ভাবে কাজ করার সুযোগও দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে পড়ুয়াদের কোথায় সমস্যা হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। পড়াশোনার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতিকে যুক্ত করেছেন শান্তনু। পটের গান, করম ও বাহা গানকে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয় বোঝাতে পথনাটিকারও আয়োজন করা হয়। সাবাই ঘাসের ক্রাফট, তালপাতার সৈনিক, কাগজের কলম ও প্রাকৃতিক রং তৈরির মতো কাজে পড়ুয়াদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে পড়ুয়াদের বিভিন্ন সাফল্যও এসেছে। ২০২১ সালে উইপ্রো আর্থিয়ান-এ জাতীয় স্তরে বিজয়ী হয় স্কুলের পড়ুয়ারা। ২০২৪-২৫ সালে জেনক্যান-এও জাতীয় স্তরে সাফল্য আসে। ন্যাশনাল চিলড্রেন্স সায়েন্স কংগ্রেস-এ জেলা স্তরে বিজয়ী হয়ে রাজ্য স্তরে প্রকল্প উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছে পড়ুয়ারা। কলা উৎসবে নাটক ও কারুশিল্পে জেলা স্তরে দ্বিতীয় হয়েছে স্কুল। এ বছর আইআইটি খড়্গপুর-এর জাতীয় উদ্ভাবন চ্যালেঞ্জেও প্রকল্প উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে পড়ুয়ারা। এ ছাড়াও অসম, ঝাড়খণ্ড ও গুজরাতের স্কুলের পড়ুয়াদের পাশাপাশি জাপানের সাইতামা, টোকিও ও ওকায়ামার স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছেন শান্তনু। ইনভাইটেশন প্রোগ্রাম ফর টিচার্স ফ্রম ইন্ডিয়া-তে যোগ দিয়ে গত নভেম্বরে জাপানে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পরে নয়াগ্রামের পড়ুয়াদের জাপানের স্কুলগুলির সঙ্গে অনলাইন শিক্ষাবিনিময়ে যুক্ত করেন। এখনও জাপানের পড়ুয়াদের সঙ্গে চিঠি বিনিময় করে নয়াগ্রামের ছাত্রছাত্রীরা। শান্তনুর পাশাপাশি এ বার রাজ্য থেকে আরও এক শিক্ষক জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাচ্ছেন। পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান শহরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পলাশ চৌধুরীও এই সম্মান পাচ্ছেন।

খাদ্য-দফতরের ৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২২ আগস্টঃ দুর্নীতির তদন্তে নেমেছিল ফের ঝাড়গ্রামে অভিযান চালাল দুর্নীতি দমন শাখা (অ্যান্টি করাপশন ব্যুরো)। শনিবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রামের একাধিক এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তারপর অবশেষে পুরুলিয়া জেলা খাদ্য সরবরাহ দফতরের এক পলাতক কর্মীর বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তদন্তকারী সূত্রে খবর, পুরুলিয়া জেলার খাদ্য সরবরাহ দফতরে কর্মরত মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলায় অন্য ৬ জন অভিযুক্ত আগেই তদন্তকারী আধিকারিকদের মুখোমুখি হলেও ঝাড়গ্রামের নৃপেনপল্লীর বাসিন্দা ঠাকুরদাস বাস্কে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। শনিবার সকালে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। এরপর তাঁরা নৃপেনপল্লীতে ঠাকুরদাস বাস্কের বাড়িতে পৌঁছান এবং সেখানে তল্লাশি চালান। এই অভিযানের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্নীতির এই মামলায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-I Development Block
Vill-Chakda, P.O.-Kotloi, Dist-Purulia

NOTICE INVITING QUOTATION NO: WBPUR/PO/NIQ-02/26-27

E-QUOTATION are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **04.00 PM of 29/08/2026.** For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in in** any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- **Block Programme Officer & Block Development officer**
Purulia-1 Development Block

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Purulia-I Development Block
Vill-Chakda, P.O.-Kotloi, Dist-Purulia

NOTICE INVITING QUOTATION NO: WBPUR/PO/NIQ-01/26-27(2nd Call)

E-QUOTATION are invited by the undersigned from eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents upto **04.00 PM of 29/08/2026.** For details intending participants may contact to the office of the undersigned or visit website **www.tenders.wb.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- **Block Programme Officer & Block Development officer**
Purulia-1 Development Block

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for Four (4) nos. works vide **E-NIT No: 05/E.O/HPS/2026-2027, Date: 14/08/2026.** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Executive Officer**
Haripal Panchayat Samity

E-TENDER NOTICE

eN.I.T. No-(1) 01/26-27, (2) 02/26-27

Online bids are invited from bonafide contractors for Listed works under 15th CFC (Un-Tied Fund). Last date of online bid submission-**28/08/2026 up to 17:00 IST.** For details information contact

Sd/- **Prodhan,**
Budbud Gram Panchayat
Budbud, Galsi-I, Purba Bardhaman

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to inform to all concern that My Client Pravat Kumar Mandal, S/O-Kishori Mandal Resident of Viilagee-Protabpur, P.O & P.S-Raghunathganj, Dist-Murshidabad, Pin no- 742225, West Bengal, are not in the custody of Deed being No 1- 4535 for the year 1998 as the same has been lost/misplaced. The Raghunathganj Police Station, being GD No 1137 matter has been diarized before dated 22/08/2026. That any Individual person/Banks/Financial Institution having claim on the above said deeds may contact the undersigned within 14 days from the date of publication of this notice. Any Claim or demand will not be entertained after the expiry of 14 days.
This is For Information
DEBASHIS MONDAL
Advocate (ENL No-F-963/856/2001
VILL- JANGIPUR,
PO-RAGHUNATHGANJ
Pin-742225, Dist-Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) সুভাষ ঘোষ ২) রবি ঘোষ পিতা-রমেশ ঘোষ ৩) জয়া ঘোষ স্বামী-নিমাই ঘোষ, সাং- বোনডাঙ্গা, আদিত্যপুর, বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ০৯.০৮.২০১৯ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-220 নং আমমোক্তারনামায় সুকুমার ঘোষ পিতা রমেশ ঘোষ সাং- বোনডাঙ্গা, আদিত্যপুর, বোলপুর, বীরভূম। ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন যাহা তিনি ২৩.০৮.২০১৯ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-8426 কোবলা দলিল মুলে বানী চ্যাটার্জ্জী (রায়) স্বামী-পার্থ প্রতিম রায় সাং- কালীমোহনপল্লী, বোলপুর, বীরভূম বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

বানী চ্যাটার্জ্জী (রায়), স্বামী-পাথ প্রতিম রায়
সাং- কালীমোহনপল্লী, বোলপুর, বীরভূম

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

তাপস পাল পিতা শিবচরন পাল সাং- ৪৪/২/৭ ঝিল রোডে নিউল্যান্ড, সন্তোষপুর, কসবা কোলকাতা ও তপন কুমার বনিক পিতা-ধীরেন্দ্র চন্দ্র বনিক সাং- ৮৮/২ গড়ফা মেন রোড, সন্তোষপুর, কসবা কোলকাতা বিগত ইং ০৯.০৪.২০২৪ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ৩৯০৮ নং সাধারন আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সুজয় লোহার পিতা-গান্ধী লোহার ও বৈদ্যনাথ ঘোষ, পিতা-চন্ডীচরন ঘোষ সাং তালতো।, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহার তপশীল জেলা-বীরভূম, থানা-বোলপুর, মৌজা-তালতো। JL-৬৯, LR খতিয়ান নং-২৭২৭, ২৭২৮ LR দাগ নং-৪০৯ পরিমান-০.০১৬০ একর যাহা অরবিন্দ ঝা, পিতা-কৃষ্ণদেব ঝা কে ২৪.০৭.২০২৬ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-7350 নং কোবলা দলিল মুলে বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

অরবিন্দ ঝা, পিতা-কৃষ্ণদেব ঝা
সাং- তালতোড়, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

স্বাতী দাস ঘোষ স্বামী-সঞ্জিত দাস সাং- বোলপুর ত্রিশুলাপট্টি, বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ২০.১০.২০০৬ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-122 নং আমমোক্তারনামায় কৌশিক ঘোষ পিতা-শান্তিকুমার ঘোষ সাং- বোলপুর ত্রিশুলাপট্টি, বোলপুর, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও মানসী রায় ঘোষ স্বামী-অভিজিৎ রায় সাং- বোলপুর ত্রিশুলাপট্টি বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ২৩.০৭.২০১০ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-75 নং আমমোক্তারনামায় বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষ ও রামকৃষ্ণ ঘোষ পিতা-ভদ্রেশ্বর ঘোষ সাং-তালতোড়, শান্তিনিকেতন ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং মদন মোহন ঘোষ, পিতা-লক্ষ্মীনারায়ন ঘোষ বিগত ইং ০২.১১. ১৯৮৮ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত G.P. NO.-7 নং আমমোক্তারনামায় রামকৃষ্ণ ঘোষ পিতা-ভদ্রেশ্বর ঘোষ সাং-বোলপুর ত্রিশুলাপট্টি বোলপুর, বীরভূম ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যাহা তিনি ২৭.০৭.২০১৮ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-7187 কোবলা দলিল মুলে জয়ন্তী সিং বিক্রয় করেছেন ও পরবত্তি কালে তিনি ২৮.১২.২০১৮ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-9815 কোবলা দলিল মুলে গায়ত্রী সিং, পিতা-বাবুলাল সিং বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ অপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

গায়ত্রী সিং, পিতা-বাবুলাল সিং
সাং- বোলপুর লালপুল, বোলপুর, বীরভূম

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা

১) কল্যান হাজরা ২) তরুন হাজরা পিতা শিবশঙ্কর হাজরা ৩) আল্পানা সরকার, স্বামী-হিমাংশু সরকার ৪) ছন্দনা মল্লিক, স্বামী- দেবীপ্রসাদ মল্লিক, সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান বোলপুর, বীরভূম। বিগত ইং ২১.০৮.২০১৭ তারিখে A.R.A. III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-4788 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে ও বিগত ইং ৩০.০৭.২০১০ তারিখে A.R.A. I অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-528 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে এবং তরুন হাজরা, পিতা- শিবশঙ্কর হাজরা, সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর, বীরভূম বিগত ইং ২১.০৮.২০১৭ তারিখে A.R.A. III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-4582 নংআমমোক্তার নামা দলিল মুলে ও কল্যান হাজরা, পিতা-শিবশঙ্কর হাজরা, সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর বীরভূম বিগত ইং ২১.০৮.২০১৭ তারিখে A.R.A. III অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-4583 নংআমমোক্তার নামা ও বুলবুল দা, স্বামী-নিলাদ্রী দা, সাং-বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর, বীরভূম বিগত ইং ১১.১০.২০১০ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-101 নংআমমোক্তার নামা দলিল মুলে অন্নপূণা হাজরা, স্বামী-শিবশঙ্কর হাজরা, সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর, বীরভূম যাহা তিনি ১৩.০৯.২০১৭ তারিখে ADSR BOLPUR অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির I-6830 ও I-8547 কোবলা দলিল মুলে নবেন্দু চৌধুরী, পিতা-দীবাকর চৌধুরী ও শিখা চৌধুরী, স্বামী-নবেন্দু চৌধুরী সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর, বীরভূম বিক্রয় করেছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনও আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সচিত্র প্রামান সহ লিখিত ভাবে জানাবেন ৭ দিন মধ্যে।

নবেন্দু চৌধুরী, পিতা-দীবাকর চৌধুরী
সাং- বেরুগ্রাম, সিয়ান, বোলপুর, বীরভূম

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণে শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির ‘কুটুম-কাটুম’ কর্মশালা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২২ আগস্টঃ শুকনো ডাল, শিকড়, গাছের ছাল, নারকেলের মালা-চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এমন নানা উপকরণ দিয়ে তৈরি হচ্ছে কচ্ছপ, পাখি, মাছ, নৌকা, মিকিমাউস, হরিণ, বাঘ-ভালুক থেকে আদিবাসী দম্পতি। কেউ আবার তৈরি করছে বিমূর্ত শিল্পকর্ম। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী ‘কুটুম-কাটুম’ কর্মশালা। শুক্রবার শুরু হওয়া এই কর্মশালার শনিবার ছিল দ্বিতীয় দিন। রবিবার শেষ হবে কর্মশালা। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজনে মহকুমা প্রশাসন ভবনের তিন তলার অডিটোরিয়ামে চলা এই কর্মশালায় জেলার ন'টি স্কুল, একটি মূক ও বধিরদের প্রতিষ্ঠান, একটি মেয়েদের অনাথ আশ্রম এবং একটি ছেলেদের

হোমের মোট ৪২ জন ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছে মানিকপাড়ার নিবেদিতা গ্রামীণ কর্মমন্দিরের দশম শ্রেণির লক্ষ্মী মুদি, চম্পাবতী হাঁসদা ও সুনীতা মান্ডি। সেবায়তন কল্যাণ কেন্দ্রের অষ্টম শ্রেণির সূর্য মান্ডি, চন্দনবসু মান্ডি, ববিতা মাহাতো এবং সপ্তম শ্রেণির গৌরাঙ্গ সিং-সহ মূক ও বধির আট জন পড়ুয়াও কর্মশালায় যোগ দিয়েছে। জেলা শহরের অশোক বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের দশম শ্রেণির সুপ্রতিম দে, ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণির লাবণ্য দত্ত, ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের নবম শ্রেণির জয়ন্তী হেমব্রম এবং অষ্টম শ্রেণির শ্রাবণী মুর্মুও রয়েছে কর্মশালায়। শিলদার বাসিন্দা দর্পশিলা নিউ ইন্টিগ্রেটেড সরকারি হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির অগ্নিদীপ কর্মকার বলল, ‘‘আশপাশের পরিবেশে থাকা গাছের ডাল, শুকনো ডাল, শিকড়, ছাল, নারকেলের মালা দিয়েই নানা ধরনের জিনিস বানাচ্ছি। মূলত শিল্পকর্ম ও ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি হচ্ছে। অনেকে কচ্ছপ, কেউ আদিবাসী দম্পতি, কেউ পাখি, কেউ মাছ তৈরি করেছে। কেউ আবার তৈরি করেছে বিমূর্ত শিল্পকর্ম।’’ প্রশিক্ষণ দিতে এসেছেন শান্তিনিকেতনের কুটুম-কাটুম শিল্পী সুকুমার দাস। তাঁর কথায়, ‘‘ঝাড়গ্রাম জুড়েই এই শিল্পকর্মের নানা উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। কচি-কচি হাতে তৈরি মূর্ত ও বিমূর্ত শিল্পকর্মগুলি সত্যিই দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠছে। প্রথম দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় দিন থেকে পড়ুয়ারা নিজেরাই হাতে-কলমে তৈরি করছে।’’ ঝাড়গ্রাম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অঙ্গীরা দত্ত জানান, রবিবার কর্মশালা শেষ হওয়ার পরে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির তরফে শংসাপত্র ও উপহার দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম (‘আইএপি’)-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Sunday, 23rd August 2026	Station Bazar, Chowrasta More, Katwa Station Road, Katwa, Purba Bardhaman, West Bengal	6:30 PM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

টি-২০র সুপারস্টার বৈভব কি টেস্টেও সফল হবেন? বড় ভবিষ্যৎদ্বাণী দ্রাবিড়ের

২২ আগস্ট ঃ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজের আগ্রাসী ব্যাটিং দিয়ে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে ১৫ বছরের বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট-সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর ব্যাটিংয়ের ঝলক দেখেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। কিন্তু ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হিসেবে ধরা হয় টেস্ট ক্রিকেটকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মাত্র ১৫ বছর বয়সে এতটা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলা বৈভব আদৌ লাল বলের ক্রিকেটে একই রকম সফল হতে পারবেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আশাবাদী ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর বিশ্বাস, সাদা বলের ক্রিকেটে যে প্রতিভার পরিচয় বৈভব দিয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সেই দক্ষতা লাল বলের ক্রিকেটেও কাজে লাগাতে পারবেন তরুণ ব্যাটার। এমনকী ভবিষ্যতে ভারতের টেস্ট দলেও বৈভবকে খেলতে দেখার আশা করছেন দ্রাবিড়। দ্রাবিড়ের মতে, বৈভবকে এখনই কোনও নির্দিষ্ট ছকে আটকে দেওয়া উচিত নয়। সময়ের সঙ্গে তাঁর খেলার ধরন আরও পরিণত হবে। তিনি বলেন, আশা করা যায়, সাদা বলে যে ক্রিকেট বৈভব খেলছে, একদিন লাল বলেও সেই দক্ষতা দেখাবে। ভারতের হয়েও টেস্ট ক্রিকেট খেলতে পারলে তা শুধু ভারতীয় ক্রিকেট নয়, গোটা বিশ্ব ক্রিকেটের জন্যই দারুণ ঘটনা হবে। বৈভবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হিসেবে দ্রাবিড় দেখছেন তাঁর মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে। আইপিএলে খেলে ইতিমধ্যেই সাদা বলের ক্রিকেটে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এই তরুণ।

একইসঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটে লাল বলের ক্রিকেটকেও গুরুত্ব দিচ্ছে সে। দ্রাবিড়ের মতে, এই ভারসাম্যটাই ভবিষ্যতে বৈভবকে একজন সম্পূর্ণ ক্রিকেটারে পরিণত করতে পারে। তবে বৈভবকে নিয়ে প্রত্যাশা যতই বেশি হোক, দ্রাবিড় মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর বয়সের কথাও। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও আসবে। ক্রিকেটজীবনে উত্থান-পতন স্বাভাবিক। তাই এখনই বৈভবের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি না করে তাঁকে সময় দেওয়া এবং ধৈর্য ধরে এগোতে দেওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বৈভবের প্রতি দ্রাবিড়ের এই আস্থার পিছনে অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় তরুণ ক্রিকেটারটির প্রতিভা খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। সেই সময়ই বৈভবের সামর্থ্যে আস্থা রেখেছিল রাজস্থান রয়্যালস এবং আইপিএল নিলামে তাঁকে ব। অঙ্কের অর্থে দলে নেয়। দ্রাবিড় আরও জানিয়েছেন, বৈভব চাইলে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারত। কিন্তু তার বদলে সে ভারতে থেকে লাল বলের ক্রিকেটে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর পথ বেছে নিয়েছে। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তই প্রমাণ করে বৈভব শুধু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে না বরং সব ফরম্যাটে সফল হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে তার। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য নিয়েও বৈভবকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বড় প্রত্যাশা। সম্প্রতি মাত্র ১৫ বছর বয়সেই পূর্বাঞ্চলীয় দলের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছে সে। অভিজ্ঞ ও তারকা ক্রিকেটারদের উপস্থিতির মধ্যেও এত অল্প বয়সে নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়া নিঃসংদেহে তার প্রতি নির্বাচকদের আস্থার বড় প্রমাণ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও ইতিমধ্যেই নিজের সামর্থ্য দেখিয়েছে বৈভব। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁর সংগ্রহ ১৫১ রান। ব্যাটিং গড় ৫০.৩৩। সিরিজে দুটি অর্ধশতরান করেছেন তিনি এবং সর্বোচ্চ স্কোর ৮১। তবে টি-টোয়েন্টির এই সাফল্যকে টেস্ট ক্রিকেটে সরাসরি টেনে নেওয়া যাবে না। লাল বলের ক্রিকেটে ধৈর্য, টেকনিক, দীর্ঘ সময় ব্যাট করার ক্ষমতা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলার দক্ষতা প্রয়োজন। সেই পরীক্ষায় বৈভব এখনও নিজেকে প্রমাণ করার পর্যায়ে পৌঁছননি। কিন্তু দ্রাবিড়ের বিশ্বাস, প্রতিভা এবং সঠিক প্রশিক্ষণ থাকলে সেই পরিবর্তন সম্ভব। ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে সব ফরম্যাটে দক্ষ ক্রিকেটারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। দ্রাবিড়ের মতে, বৈভবের মতো প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা যদি টি-টোয়েন্টি র পাশাপাশি লাল বলের ক্রিকেটকেও গুরুত্ব দেন, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য আরও শক্তিশালী হবে। এখন দেখার, সময়ের সঙ্গে বৈভব সেই প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পারেন এবং একদিন সত্যিই ভারতের টেস্ট জার্সিতে তাঁকে দেখা যায় কি না।

ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি ও অশান্তির জের

শাস্তি! পারেদেসকে ১০ ম্যাচ নিষিদ্ধ, আর্জেন্টিনাকে গুনতে হবে কোটি টাকা

২২ আগস্ট ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালের পর মাঠে উত্তেজনা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তার রেশ কাটতে সময় লেগেছে প্রায় এক মাস। স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি ও অশান্তির ঘটনায় অবশেষে কড়া পদক্ষেপ করল ফিফা। আর্জেন্টি নার তারকা মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে ১০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁকে দিতে হবে বিপুল অঙ্কের জরিমানাও। পারেদেসের পাশাপাশি আর্জেন্টি নার আরও দুই ফুটবলার এবং এক সহকারী কোচ শাস্তি পেয়েছেন। শাস্তির তালিকায় রয়েছেন স্পেনের গাভিও। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মাঠেই স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন কয়েকজন আর্জেন্টাইন ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফ। সেই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন পারেদেস। অভিযোগ, প্রথমে স্পেনের এরিক গার্সিয়ার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ানোর পর তাঁর গলা চেপে ধরেন আর্জেন্ট াইন মিডফিল্ডার। এরপর স্পেনের গাভির সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পারেদেসকে লাল কার্ড দেখানো হয়। ঘটনার পরেই ফিফা জানিয়েছিল, বিষয়টি নিয়ে আলাদা তদন্ত হবে। শেষ পর্যন্ত তদন্তের পর শুক্রবার শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। ফিফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ, ম্যাচের শৃঙ্খলা নষ্ট করা, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং আপত্তিকর শ্লোগান ও অঙ্গভঙ্গির মতো একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্টদের। সবচেয়ে বড় শাস্তি পেয়েছেন পারেদেস। তাঁকে ১০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৯০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্ক প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। ফলে আগামী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচে আর্জেন্টিনার মাঝমাঠে তাঁকে পাওয়া যাবে না। আর্জেন্টিনার আর এক ফুটবলার নাহুয়েল মোলিনাকেও কড়া শাস্তি দিয়েছে ফিফা। তাঁকে সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে। তাঁর ক্ষেত্রেও জরিমানার অঙ্ক ৯০ হাজার মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা। থিয়াগো আলমাদা পেয়েছেন তুলনামূলক কম শাস্তি। তাঁকে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। একই শাস্তি দেওয়া হয়েছে স্পেনের গাভিকেও। তাঁকেও একটি ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকতে হবে এবং দিতে হবে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা। শাস্তির তালিকায় রয়েছেন আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালাও। তাঁকে তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর উপরও ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা চাপানো হয়েছে।

তবে ব্যক্তিগত শাস্তির পাশাপাশি বড় ধাক্কা এসেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনের উপরও। ফিফা আর্জেন্টিনাকে ৩ লক্ষ ২১ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করেছে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩ কোটিরও বেশি টাকা। সমর্থকদের বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও এই শাস্তির অন্যতম কারণ। শুধু জরিমানা করেই থামেনি ফিফা। আর্জেন্টিনার সমর্থকদের আচরণের জন্য আগামী দু'টি হোম ম্যাচে দর্শকসংখ্যা অর্ধেক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থা নিজেদের মাঠে পরের দুই ম্যাচে পূর্ণ গ্যালারির সুবিধা পাবে না আর্জেন্টিনা।

কার কী শাস্তি? লিয়ান্দ্রো পারেদেস- ১০ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা, ৯০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা।

নাহুয়েল মোলিনাঃ ৭ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা, ৯০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা।

থিয়াগো আলমাদাঃ ১ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা, ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা।

রবার্তো আয়ালা ঃ৩ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা, ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা।

গাভিঃ ১ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা, ৩০ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা।

আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশনঃ ৩ লক্ষ ২১ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা এবং পরবর্তী দুই হোম ম্যাচে অর্ধেক দর্শক। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে মাঠের উত্তেজনা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু ফিফার এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করে দিল, ম্যাচ শেষ হওয়ার পরও শৃঙ্খলাভঙ্গ বা বৈষম্যমূলক আচরণকে কোনওভাবেই হালকাভাবে নেওয়া হবে না। বিশ্বকাপ ফাইনালের সেই উত্তপ্ত ঘটনার জন্য এবার মাঠের বাইরেও বড় মূল্য দিতে হচ্ছে আর্জেন্টিনাকে।

গণেশ চতুর্থীর জেরে বদলাতে পারে ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের সূচি?

মুম্বই, ২২ আগস্ট ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যস্ত সূচিতে ফের তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। সেপ্টেম্বরের শুরুতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েঃিট সিরিজ আয়োজনের কথা থাকলেও গণেশ চতুর্থীর কারণে নির্ধারিত সূচি বদলাতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে দিল্লিতে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় বিসিসিআই। কারণ, উসবের দিনে রাজধানীতে ম্যাচ আয়োজন করলে নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সূত্রের খবর, এই বিষয়ে দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বিসিসিআই। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচ। কিন্তু গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বড় আকারে উসব পালিত হয়। ফলে সেই সময়ে ম্যাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তাজনিত কোনও সমস্যা হবে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তবে ডিডিসিএ-র তরফে এখনও কোনও নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার কথা জানানো হয়নি। অর্থা সূচি বদলের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত হয়নি। গোটা বিষয়টিই রয়েছে আলোচনার পর্যায়ে। বিসিসিআই কিংবা ডিডিসিএ-কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে সূচি পরিবর্তনের কথা নিশ্চিত করেনি।কেন গুরুত্বপূর্ণ আফগানিস্তান সিরিজ? এবারের ভারত-আফগানিস্তান সিরিজের গুরুত্ব অন্যবারের তুলনায় কিছুটা বেশি। কারণ, এই প্রথম ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়োজক দেশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে আফগানিস্তান। নিজেদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করতে পারছে না আফগানিস্তান। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতির কারণে ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ‘ গ্রাউন্ড’ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। চলতি বছরের জুনেও আফগানিস্তান দল ভারত সফরে এসেছিল। সেই সফরে একটি টেস্ট এবং তিনটি ওয়ানডে খেলা হয়েছিল। সেই সিরিজের আয়োজক ছিল বিসিসিআই। কিন্তু সেপ্টেম্বরের সিরিজের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আলাদা। এবার আফগানিস্তানই আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছে। এর আগে ২০২৪ সালে নয়ডায় আফগানিস্তানের ম্যাচ আয়োজন নিয়ে নানা সমস্যার অভিযোগ উঠেছিল। পরবর্তীতে রশিদ খানদের দল নিজেদের ম্যাচের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর পরিকাঠামোকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এবার অবশ্য ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের ক্ষেত্রে ফের ভারতের মাটিতেই ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সূচি এগিয়ে এলে সুবিধা ভারতের? গণেশ চতুর্থীর কারণে যদি আফগানিস্তান সিরিজের সূচি কিছুটা এগিয়ে আনা হয়, তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডেরও সুবিধা হতে পারে। কারণ, এর ফলে পরবর্তী বাংলাদেশ সফরের জন্য ভারতীয় দলের হাতে কিছুটা বেশি সময় পাওয়া যাবে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ভারতীয় দলের। সেখানে লিটন দাসদের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ানডে এবং তিনটি টি-টোয়েঃিট খেলার কথা রয়েছে। কিন্তু সিরিজ শুরুর আর মাত্র দু'সপ্তাহের মতো সময় বাকি থাকলেও বিসিসিআই এখনও সফরটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।এর অন্যতম কারণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি। বাংলাদেশ সফরের ক্ষেত্রে কেঃেদ্রর অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে সিরিজটি আদৌ নির্ধারিত সময়ে হবে কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

আড়াই দিনেই ইনিংস হার! ইংল্যান্ডে ব্যাটিং-ফিল্ডিংয়ে চরম ব্যর্থ বাবরহীন পাকিস্তান, লজ্জার রেকর্ডও সঙ্গী

লন্ডন,২২আগস্ট ঃ বাবর আজমহীন পাকিস্তানের ইংল্যান্ড সফরের শুরুটাই হল চরম হতাশার। ব্যাট হাতে ব্যর্থতা, ফিল্ডিংয়ে একের পর এক ভুল এবং তার সঙ্গে জুড়ল একাধিক লজ্জার পরিসংখ্যান। লিডসে প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের কাছে ইনিংস ও ১০৩ রানে হেরে

গেল পাকিস্তান। মাত্র আড়াই দিনের মধ্যেই ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে পড়ল পাকিস্তানের টেস্ট ক্রিকেটের প্রস্তুতি ও পারফরম্যান্স। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইংল্যান্ড। শুরু থেকেই পাকিস্তানের ব্যাটিংকে চাপে রাখেন ইংল্যান্ডের বোলাররা। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৭১ রানে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন আবদুল্লাহ শফিক। ইংল্যান্ডের হয়ে ওলি রবিনসন ও জশ টাং নেন পাঁচটি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের বোলিংকে পাল্টা চাপে ফেলে ইংল্যান্ড। বড় রান না করলেও একাধিক ব্যাটারের গুরুত্বপূর্ণ অবদানে ৪০৯ রান তুলে নেয় তারা। জর্ডন কক্স ৭৩, জো রুট ৬৬, হ্যারি ব্রুক ৯১ এবং ড্যান লরেন্স ৫১ রান করেন। পাকিস্তানের হয়ে আলি উসমান পাঁচ উইকেট নিলেও ইংল্যান্ডের লিড আটকানো সম্ভব হয়নি। প্রথম ইনিংসে ২৩৮ রানে পিছিয়ে পড়ে পাকিস্তান। দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর বদলে আরও দ্রুত ভেঙে পড়ে তাদের ব্যাটিং লাইন-আপ। মাত্র ১৩৫ রানে অলআউট হয়ে যায় বাবরহীন পাকিস্তান। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেন মহম্মদ রিজওয়ান-৪১। ফলে ইংল্যান্ড ইনিংস ও ১০৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয়।ওপেনিং জুটিতেও লজ্জার নজির-শুধু ম্যাচ হারাই নয়, এই টেস্টে পাকিস্তানের নামের পাশে যুক্ত হয়েছে একাধিক বিব্রতকর রেকর্ড। দুই ইনিংসেই পাকিস্তানের ওপেনিং জুটি কোনও রান না করেই ভেঙে যায়। প্রথম ইনিংসে আজান আওয়াইস ও দ্বিতীয় ইনিংসে ইমাম-উল-হক রান না করেই ফিরে যান। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বার উভয় ইনিংসে পাকিস্তানের ওপেনিং জুটি শূন্য রানে আউট হয়েছে। এই নিয়ে এমন ঘটনা সাতবার ঘটল। অর্থাৎ দলের টপ অর্ডারের দুর্বলতা কতটা প্রকট, সেই ছবিটাই আরও একবার সামনে এল। আরও একটি দীর্ঘদিনের পরিসংখ্যান পাকিস্তানের ব্যাটিং সমস্যাকে স্পষ্ট করছে। ২০১০ সালের পর থেকে কোনও পাকিস্তানি ওপেনিং জুটি টেস্টে ৫০ বা তার বেশি রানের পার্টনারশিপ গড়তে পারেনি বলে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে। শেষবার সলমন বাট ও ইমরান ফারহাত সেই নজির গড়েছিলেন। এরপর কেটে গিয়েছে প্রায় ১৬ বছর, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।

ফিল্ডিংয়ে হাস্যকর ভুল-ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়েও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ইংল্যান্ডের ইনিংসে ড্যান লরেন্সকে ঘিরে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। লরেন্সের পায়ে বল লাগার পর উইকেটকিপার মহম্মদ রিজওয়ান এবং স্লিপে থাকা সলমন আলি একসঙ্গে এলবিডব্লুর আবেদন করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে লরেন্স ক্রিজের বাইরে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ আবেদন না করে ফিল্ডারদের হাতে থাকা বল দিয়ে স্টাম্প ভাঙার সুযোগ ছিল। সলমনের হাতে বল থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি। এলবিডব্লুর আবেদনে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে রান-আউটের সম্ভাবনাটি নজরেই পড়েনি। পরে পরিস্থিতি বুঝতে পেরে স্টাম্পের দিকে বল ছোড়েন তিনি। কিন্তু সেই থ্রো গিয়ে লাগে রিজওয়ানের পিছনে। ফলে সহজ একটি রান-আউটের সুযোগও নষ্ট হয়। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই পাকিস্তানের ফিল্ডিং নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এমন ভুল কতটা অপ্রত্যাশিত, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের পারফরম্যান্সে হতাশার ছবিই স্পষ্ট। ব্যাটিংয়ে ভরসা দেওয়ার মতো পারফরম্যান্স নেই, ফিল্ডিংয়ে একের পর এক ভুল এবং তার সঙ্গে লজ্জার পরিসংখ্যান-সব মিলিয়ে বাবরহীন পাকিস্তানের সামনে সিরিজের বাকি ম্যাচগুলিতে ঘুরে দাঁড়ানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

১০০০ গোলের আরও কাছে রোনাল্ডো, বিশ্বরেকর্ডের রাতে মেসির শাস্তি

২২ আগস্ট ঃ নতুন মরশুম, কিন্তু পুরনো ছন্দেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পেশাদার ফুটবলের ২৫তম মরশুমে পা রেখেই গোল করে নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়লেন পর্তুগিজ মহাতারকা। বিয়ের মাত্র ১২ দিন পর মাঠে ফিরে আল নাসরকে বড় জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের কেরিয়ারের ১০০০ গোলের মাইলফলকের আরও কাছে পৌঁছে গেলেন সিআর৭। অন্যদিকে, চিরপ্রতিদ্বন্দী লিওনেল মেসির সময়টা যেন একেবারেই অনুকূলে যাচ্ছে না। গোল করেও দলকে জেতাতে পারেননি। তার উপর মাঠে প্রতিপক্ষ ফুটবলারের সঙ্গে বিতর্কে জ।য়ে পেলেন শাস্তি। সৌদি প্রো লিগের নতুন মরশুমে দুর্দান্ত শুরু করেছে আল নাসর। প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছে তারা। তবে ব্যক্তিগত কারণে প্রথম দুই ম্যাচে দলের হয়ে শুরু থেকে খেলেননি রোনাল্ডো। পর্তুগালে জর্জিনা রড্রিগেজকে বিয়ে করার পর ছুটি কাটিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেন তিনি। আল রিয়াদের বিরুদ্ধে ম্যাচেও প্রথম একাদশে ছিলেন না পর্তুগিজ তারকা। ততক্ষণে অবশ্য আল নাসর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছিল। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকা দলের হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রোনাল্ডো। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে নিজের নামের পাশে গোল যোগ করেন তিনি।

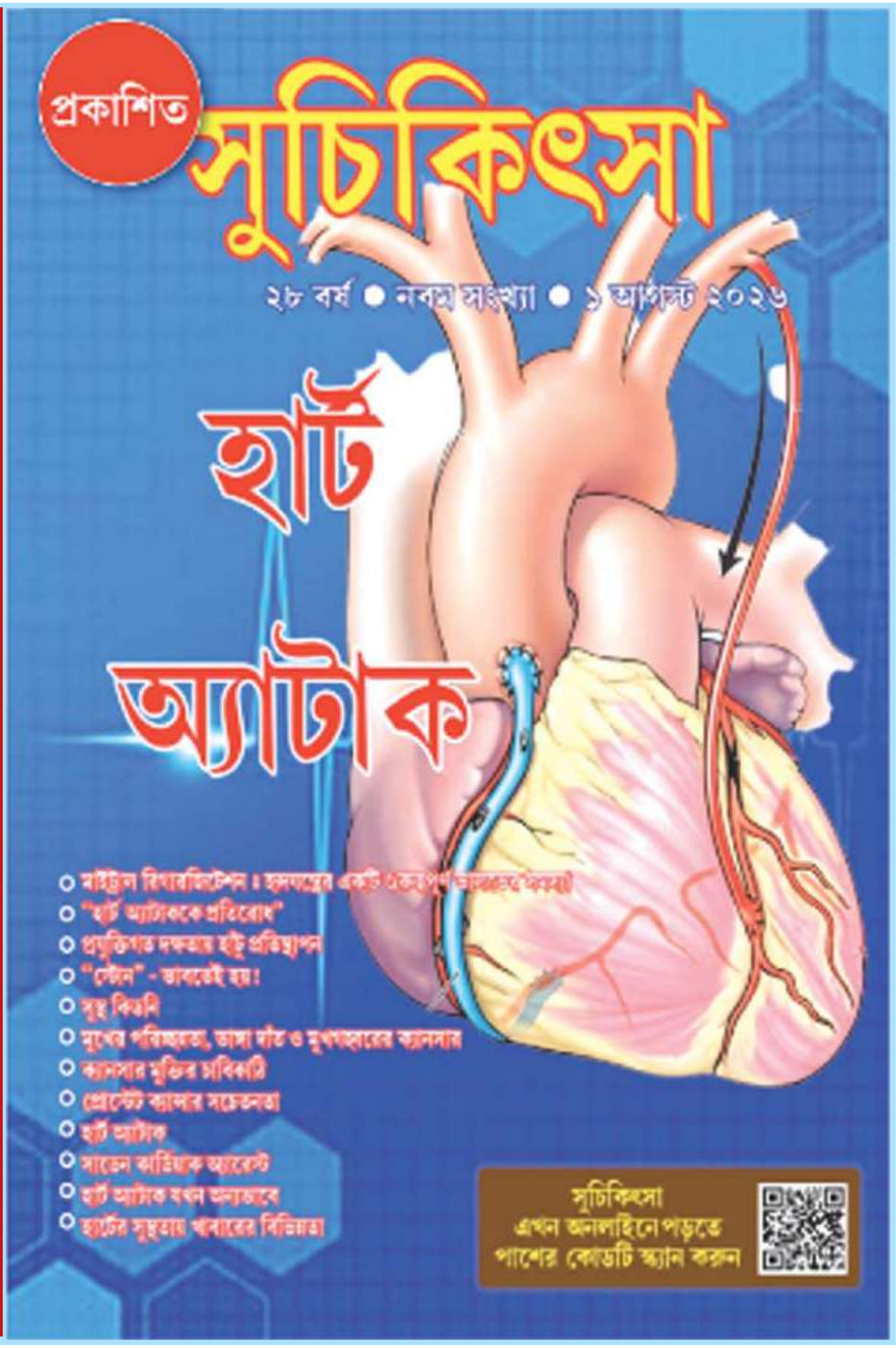

একই বাঁহাতি স্পিনের ফাঁদে বারবার! ব্যর্থতা কাটাতে জাদেজা-সুথারদের 'ক্লাসে' শুভমন গিল

কলম্ব, ২২ আগস্ট ঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ভারত জয় পেলেও চিন্তার জায়গা থেকেই যাচ্ছে। আর সেই চিন্তার কেঃেদ্র রয়েছেন দলের টেস্ট অধিনায়ক শুভমন গিল। গল টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ২৪ রান। সাম্প্রতিক সময়ে গিলের ব্যাটে যে ধার দেখা গিয়েছিল, তার সঙ্গে এই পারফরম্যান্স একেবারেই মানানসই নয়। ফলে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে ওঠার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক। গল টেস্টের দুই ইনিংসেই বাঁহাতি স্পিনার প্রভাত জয়সূর্যের বলে আউট হয়েছেন গিল। বাঁহাতি স্পিনের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্যার কথা নতুন নয়। পরিসংখ্যানও সেই ছবিই তুলে ধরে। এখনও পর্যন্ত ৪২টি টেস্টে ১১ বার বাঁহাতি স্পিনারের শিকার হয়েছেন ভারতীয় ব্যাটার। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সেই দুর্বলতাকেই কাজে লাগিয়েছেন জয়সূর্য। কলম্বোয় দ্বিতীয় টেস্টে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে নারাজ গিল। তাই ম্যাচের আগে অনুশীলনেই বাঁহাতি স্পিনের বিরুদ্ধে বাড়তি সময় দিচ্ছেন তিনি। ভারতীয় দলের অনুশীলনে রবীঃদ্র জাদেজা এবং মানব সুথারের মতো বাঁহাতি স্পিনারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে গিলকে। পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকজন স্পিনারের বিরুদ্ধেও ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন তিনি। লক্ষ্য একটাই-জয়সূর্যের মতো স্পিনারদের মোকাবিলায় নিজের ব্যাটিং পরিকল্পনাকে আরও নিখুঁত করা। গিলের ব্যাটিং নিয়ে অবশ্য অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ দেখছেন না ভারতের স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। তাঁর মতে, গিলের স্বাভাবিক ব্যাটিংয়ের ধরনই তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। পরিস্থিতি বুঝে পিচের গতি ও আচরণ অনুযায়ী শট বাছাই করার ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। বাহুতুলের বক্তব্য, গিল সাধারণত নিজের স্বাভাবিক গতিতেই রান করেন। পিচের পরিস্থিতি ও বলের গতি বুঝে কখন ডিফেন্স করতে হবে এবং কখন আক্রমণাত্মক শট খেলতে

হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তাই দ্বিতীয় টেস্টে গিল কীভাবে খেলবেন, তা নিয়ে এখনই অতিরিক্ত ভাবনার প্রয়োজন নেই। নিজের স্বাভাবিক খেলায় ফিরলেই তিনি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন বলেই মনে করছেন কোচিং স্টাফ। এদিকে দ্বিতীয় টেস্টের আগে ভারতের অনুশীলনে দেখা যায়নি কেএল রাহুল ও কুলদীপ যাদবকে। তবে তাঁদের অনুপস্থিতি নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই বলেই জানিয়েছেন বাহুতুলে। তাঁর ব্যাখ্যা, প্রথম টেস্টটি পাঁচ দিন ধরে চলেছে। এরপর গল থেকে কলম্বোয় যাত্রা করতে হয়েছে ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই রাহুল ও কুলদীপকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। অনুশীলনে অবশ্য নজর কেড়েছেন তরুণ স্পিনার সারাংশ জৈন। দীর্ঘ সময় ধরে বোলিং করেছেন তিনি। অন্যদিকে গল টেস্টে কুলদীপের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। ফলে দ্বিতীয় টেস্টে একাদশে তাঁর জায়গা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা রয়েছে। তবে আপাতত ভারতীয় শিবিরের মূল নজর শুভমন গিলের ব্যাটিংয়ে। অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর ব্যাট থেকে বড় ইনিংসের প্রত্যাশা বেড়েছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলেও দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজের দুর্বল জায়গা নিয়েই কাজ করছেন তিনি। জাদেজা, সুথার ও স্থানীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে অনুশীলন তারই প্রমাণ। এবার দেখার, কলম্বোয় বাঁহাতি স্পিনের সেই ' এড়িয়ে ব্যাট হাতে জবাব দিতে পারেন কি না ভারতীয় অধিনায়ক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com